

জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৩ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৭ইং
২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী, মিলাদুন্নবী (সঃ) ও পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৮ হিজরী, মিলাদুন্নবী (সঃ) ও পবিত্র ওরশ শরীফ

"নবী করিম (সঃ) কে পাছ দো টুপী থে, এক হামারে ছেরপর দিয়া
দোছরে হামারা বড়া ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছেরপর দিয়া।"

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)



জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৩ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৭ ইংরেজী

ওরশ শরীফ ও ২৭ রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবী (সঃ) সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম

আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

শেখ মুহাম্মদ আলমগীর

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈনউদ্দীন আশরাফী

মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর

মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

হুমায়ুন কবির চৌধুরী

সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী

শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন

মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

E-mail : shahemdadia@yahoo.com

Website : maizbhandarsharif.com

শুভেচ্ছা মূল্য : **দশ টাকা মাত্র**



সূচীপত্র



বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্পাদকীয়

মানবজাতিসহ সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রভু মহান রব্বুল আলামীন, বিশ্বের সর্বত্র যাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইন দাতা, বিধান দাতা, তিনি একক অদ্বিতীয় অবিনশ্বর মহা পরাক্রমশালী। তাঁহার কর্তৃত্ব ও মালিকানা সামগ্রিক ও সার্বজনীন। কুল কায়েনাতে মানব কুলের কাণ্ডারী ও মুক্তির দিশারীরূপে সৃষ্টি করিলেন তাঁহার প্রিয় হাবীব ইমামুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল মুরসালীন খাতামান নবীয়্যিন শফিউল মুজনেবীন রাহমাতুল্লিল আলামীন সৈয়্যদানা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যাঁহার আদর্শ বিশ্বজনীন সর্বা জনীন। তাঁহার পবিত্র বেলাদতের শুকরিয়া আদয়ার্থে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে ২৭শে রবিউল আউয়াল জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উদ্‌যাপিত হয়।

রসুলে করিম (সঃ)'র প্রিয় মাহবুব বেলায়তের মুকুটধারী বাদশা ঐশী ক্ষমতার অধিকারী বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার খোদায়ী প্রদত্ব শ্রেষ্ঠত্বে ও প্রভাবশালী ত্রাণ কর্তৃত্বের বদৌলতে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি "মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ" নামে সম্মানিত উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার ফজিলতের শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার ফয়জ বরকতের মধ্যস্ততায় বাংলাদেশসহ উপমহাদেশ ও বিভিন্ন দ্বীপ-দ্বীপপুঞ্জ সমূহে বিভিন্ন ধারায় উপধারায় কামেলে মোকাম্মেল হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বহু খোদা তত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষায় নানাভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন।

এই মহান মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় নিবেদিত প্রাণ পুরুষ শজরা শরীফের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব আল্লাহ-রাছুল ও গাউছে পাকের ব্যাপক পরিচিতি লাভ, তাঁহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি, তাঁহাদের আনুগত্যে অনুসরণ অনুকরণ করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালের আশা পোষণ সার্থককারী অতীব গুরুত্বপূর্ণ আদর্শকে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রাখার সহায়তা কল্পে **"জ্ঞানের আলো"** প্রকাশনার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

নূরে মুহাম্মদ (সঃ) এঁর শুভ আবির্ভাব-তিরোধানের স্মৃতি বিজরিত এই পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস, ১০ মাঘ, ২৭ শে জিলকদ্ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর বেছালে হাকীকী ও তাঁহার একমাত্র মনোনীত সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পূণ্যময় বেছাল শরীফ সহ উপরোক্ত দিবসগুলির স্মরণে– সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) এঁর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের শাহী ময়দানে পবিত্র জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও পবিত্র ওরশ শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

বিভিন্ন স্তরের শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তবে আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় ছাপাইতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অদুর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আর বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা প্রগাড় ভক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগীতা করিয়াছেন তাহাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভূলত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি রইল সবিনয় অনুরোধ। পরিশেষে আল্লাহপাক আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর মিলাদ মাহফিল ২৭শে রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী ও হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার ১১১তম পবিত্র ওরশ শরীফে শরীক করাইয়া ফয়েজ বরকত হাছিল করার মাধ্যমে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সর্বাত্মক বরকতময় করুন, আমিন।



কুরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী
অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

"আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়" (হে মাহবুব!) আমি অবশ্যই আপনাকে কাউসার (অসংখ্য মর্যাদা, গুণাবলী ও নি'মাত) দান করেছি। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রু সে-ই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। [সুরা কাউসার]

* সুরা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

* উদ্ধৃত পবিত্র কোরআনে করীমের সূরা কাউসার অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাফসীর শাস্ত্রবিশারদগণ এর অনেক বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাফসীর শাস্ত্রবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করে আরবের পরিভাষায় তাকে 'আবতার' তথা নির্বংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ রেওয়াজ অনুযায়ী রসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পুত্র হযরত কাসেম, ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তিকালের পর আরবের কাফিরগণ তাঁকে নির্বংশ বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। বিশেষত ঃ কাফির সর্দার 'আস ইবনে ওয়াইল'র সম্মুখে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ব্যাপারে কোন আলোচনা উত্থাপিত হলে সে মন্তব্য করত- আরে তার প্রসঙ্গ বাদ দাও, ওটা তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ সে তো নির্বংশ। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবেনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী ও খাযাইনুল ইরফান]

* আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ করে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি কাফিরগণের দোষারোপ ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, শুধু পুত্র সন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্বংশ বলে তারা রসূলের প্রকৃত মর্যাদা-মহত্ব ও মহিমা সম্পর্কে ওয়াক্বিফহাল নয়। কেননা, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বংশগত সন্তান-সন্ততি কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যদিও ওই ধারা তার কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে সূচিত হয়, তাছাড়া আল্লাহর হাবীবের আধ্যাত্মিক সন্তান উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এত অধিক সংখ্যক হবে যে পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি থেকেও অনেকগুণ বেশি হবে।

রসূলে পাক সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে যে অত্যধিক প্রিয়ভাজন ও পরম সম্মানিত আলোচ্য সূরায়ে কাউসার তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

* আল্লাহর পবিত্র বাণী নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। এর ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ উল্লেখ করেন যে, আয়াতে কোরআনে বর্ণিত কাউসার শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।



* প্রথমত কাউসার মানে অজস্র সৌন্দর্য ও অত্যধিক চর্চা। অতএব আয়াতের অর্থ হবে ওহে রসূল! আপনি কাফির-মুশরিকদের কথায় ব্যথিত হবেন না। কেননা, আমি আপনাকে কাউসার তথা অত্যধিক চর্চা ও অজস্র গুণাবলীতে সৌন্দর্য করেছি। প্রকাশ্য জাগতিক জীবন থেকে আড়াল হওয়ার পরও যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্তকাল অবধি জগৎবাসীর মুখে মুখে আপনার গুণগান শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্বের চর্চা অব্যাহত থাকবে। কাফিরগণের ভিত্তিহীন কল্পনা-জল্পনা কোন কালে কার্যকর হওয়ার নয়।

* দ্বিতীয়ত কাউসার মানে অত্যধিক সন্তান-সন্ততি। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যা হবে হে রসূল! আমি আপনাকে অসংখ্য সন্তান-সন্ততি দান করেছি। অর্থাৎ আপনার ঔরষজাত সন্তানের ধারাবাহিকতা শেষ হলেও ফাতিমা আয্‌-যাহারা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র মাধ্যমে আপনার বংশ বিস্তারের যে ধারা অব্যাহত থাকবে তা মহাপ্রলয় অবধি বিশ্বব্যাপী অগণিত হারে বিদ্যমান থাকবে। কখনো কোন কালে আপনার বংশ পরম্পর শেষ হবেনা। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য আউলাদে রসূল বিদ্যমান থাকা খোদায়ী অঙ্গীকারের বাস্তব প্রমাণ।

* তৃতীয়ত কাউসার মানে অসংখ্য উম্মত। তাই আয়াতের মর্মার্থ হবে আপনাকে আমি অসংখ্য-অগণিত উম্মত দান করেছি; অর্থাৎ হে রসূল! আপনার বংশগত ঔরষজাত সন্তান যদিও নেই, কিন্তু আপনার রূহানী সন্তান তথা উম্মত কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী বিরাজমান থাকবে অসংখ্য হারে যারা আপনার গুণগান চর্চা করতে থাকবে।

* চতুর্থত কাউসার মানে আলমে কসীর। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যতীত সকল সৃষ্টি। তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে হে নবী! আমি সমগ্র সৃষ্টিকে আপনার কর্তৃত্বাধীনে সমর্পন করেছি। আসমান, জমীন, চন্দ্র, সূর্য থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উপর আপনার নবুয়ত-রিসালতের হুকুমত কার্যকর হবে। সুতরাং আপনি কাফিরদের কথায় মনক্ষুন্ন হবেন না।

* পঞ্চমত কাউসার মানে হাউযে কাউসার। অতএব আয়াতের ব্যাখ্যা হবে- হে রসূল আমি আপনাকে হাউযে কাউসার দান করেছি। যার পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি, দুধের চেয়েও সাদা। যারা একবার পান করবে তারা কখনো পিপাসার্ত হবেনা।

* মিশকাত শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক নবীকে হাউয প্রদান করা হবে। যা হতে নিজ নিজ উম্মতগণকে নবীগণ পানি পান করাবেন। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদত্ত হাউয'র নাম হল কাউসার, যা সকল নবীর হাউয হতে বিশাল হবে এবং অন্যান্য হাউযের পানির চেয়ে উত্তম ও অধিকতর সুমিষ্ট হবে (সুবহানাল্লাহ)

* মুফাসসিরকুল সরদার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, কাউসার হল সেই অজস্র কল্যাণ, যা আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারকের উক্তি-কাউসার বেহেশতের একটি প্রস্রবনের নাম। এ প্রসঙ্গে হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জবাব দেন, এ কথা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তির পরিপন্থি নয়। কারণ কাউসার নামক প্রস্রবণটিও সেই অজস্র কল্যাণের একটি। তাইতো ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কাউসারের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন- এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণটিও অন্তর্ভুক্ত। فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

* সুরা কাউসারের প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাউসার তথা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ অজস্র পরিমাণে দেয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি নামায আর দ্বিতীয়টি কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং কোরবানী আর্থিক ইবাদত সমূহের মধ্যে স্বাতন্দ্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী।



إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

* সর্বশেষ আয়াত আপনার প্রতি দোষারোপকারী ও শত্রুতা পোষণকারী কাফিররাই নির্বংশ হবে এবং শাশ্বত ঐশী বাণী দ্বারা সতর্ক-হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সর্বযুগের সর্বকালের সর্বপ্রকারের দুশমনরাই নির্বংশ ও নিশ্চিহ্ন হবে।

পরিশেষে মহামহিম আল্লাহর আলীশান দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ জানাই তিনি যেন সবাইকে উপরোক্ত আলোচনার উপর আমল করে উভয় জাহানে সফলকাম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন আমীন।



"আপন চিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নূরের খনি,
সকল আধার দূর হয়ে যায় মানুষ হয় অর্ন্তযামী।"

"স্রষ্টানুরাগ মানবকে বিভ্রান্তি ও দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি দেয়,
এবং তাঁহার আসল বস্তু স্রষ্টার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়"

- খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অছীয়ে গাউছুল আজম,
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী **সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী**
(মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নায়েব
সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন
মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)
ছাহেব এঁর সম্পাদনায় পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ)
ও মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
"জ্ঞানের আলো"র সফলতা কামনায় নিবেদিত-



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।



হাদীসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী
প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

وانبأنا ابو عبدالله الحافظ قال حدثنا ابوالعباس قال ابو العباس احمد بن عبد الجبار حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكيو عن محمد اسحاق قال حدثني والدى اسحاق بن يسار قال حدثت انه كان لعبدالله بن عبد المطلب امراة مع امنة بنت وهب بن عبد مناف فمر بامراته تلك وقد اصابه اثر من طين عمل به فدعاها الى نفسه فابطأت عليه لما رائت من اثر الطين فدخل فغسل عنه اثر الطين ثم دخل عامدا الى امنة ثم دعته صاحبه التى كان اراد الى نفسها فابى للذى صنعت به اول مرة فدخل على امنة فاصابها ثم خرج فدعاها الى نفسه فقالت لاحاجة لى بك مررت بى وبين عينيك غرة فرجوت ان اصيبها منك فلحا دخلن على انت دعبت بها منك قال ابن اسحاق حدثت ان امراته تلك كانت تقول فمر بى وان بين عينيه لنورامثل الغرة فدعوته له رجاء ان يكون لى فدخل على امنة فاصابها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم.

হযরত শায়খ ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আবদুল্লাহ ইবনে মুছা বায়হাকী (রঃ) বলেন- আমাকে আবু আবদিল্লাহ হাফেজ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন- আমাকে আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদিল জব্বার হাদিস বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন আমাকে ইউনুচ ইবনে বুকায়র মুহাম্মদ ইবনে ইছহাক হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার পিতা ইছহাক ইবনে ইয়াসার আমাকে হাদিস বর্ণনা করতঃ বলেন যে, আমাকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, (প্রিয় নবী (সঃ) এঁর পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল মুত্তালিব এর অপর এক স্ত্রী ছিল হযরত আমেনা বিনতে ওয়াব ইবনে আবদে মানাফ এর সাথে। একদা হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) তাঁর ঐ স্ত্রীর নিকট গেলেন যখন তিনি কাদা মাটি নিয়ে কাজ করার ফলে তাঁর দেহে মাটির চিহ্ন ছিল। অতপর তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীকে তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য আহবান জানালেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁর শরীরে কাদামাটির চিহ্ন দেখায় আহবানে সাড়া দিলনা। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) গোসল খানায় গিয়ে কাদামাটির চিহ্ন ধোয়ে ফেললেন। পরে তাঁকে তাঁর ঐ স্ত্রী আহবান করল যাঁর সাথে তিনি মিলিত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে তাঁর আহবানে সাড়া না দেয়ার কারনে স্ত্রীর আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তৎপর তিনি হযরত আমেনা (রঃ) নিকট গেলেন এবং তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তারপর হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) ওখান থেকে বের হয়ে তাঁর ঐ স্ত্রীকে তাঁর সাথে মিলিত হবার আহবান জানালেন। তখন ঐ স্ত্রী বললেন- আপনার সাথে মিলিত হবার আর প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রথমে যখন আপনি আমার নিকট এসেছিলেন তখন আপনার দু'চক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে জ্যোতি দেখেছিলাম, তা অর্জন করার প্রবল আকাঙ্খা ছিল। অতঃপর যখন আপনি আমেনার সাথে মিলিত হয়েছেন তিনি ঐ জ্যোতি লাভে ধন্য হয়ে গেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইছহাক বলেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর ঐ স্ত্রী বলত- হযরত আবদুল্লাহ



(রঃ) যখন আমার নিকট এসেছিলেন তখন তাঁর দু'চক্ষের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতি ছিল, তখন আমি তাঁকে আহবান করেছিলাম ঐ জ্যোতি লাভ করার প্রবল আকাঙ্খায়। কিন্তু তিনি হযরত আমেনার নিকট গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। ফলে হযরত আমেনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গর্ভে ধারন করলেন।

(দালায়েলুন্নবুওয়াত-কৃতঃ ইমাম বায়হাকী (রঃ) ১ম খন্ড, পৃ: ৮৬)

আলোচ্য হাদিস থেকে কতগুলো বিষয় প্রমানিত হয়, যা দৃড় ভাবে বিশ্বাস করলে একজন মুসলিম কখনো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর হাকীকত বা মৌলিকত্ব যে নুর এতে সন্দেহের বিন্দু পরিমান অবকাশ থাকতে পারে না। এ নূরে মুহাম্মদীই সর্ব প্রথম সৃষ্টি এটা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন- اول ماخلق الله نوری

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন- তা হলো আমার নুর। হাদিসটিকে ভারত উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ট মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) (ওফাত-১০৫২ হিঃ মাযার শরীফ- শামছি টালাব, পুরাতন দিল্লী) ছহীহ সূত্রে বর্ণিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। (মাদারেজুন্নবুয়াত-১ম খন্ড)। এ নুরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল স্বযত্নে রেখেছেন। আর ঐ নুর থেকেই অপরাপর মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তাও অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- والخلق كلهم من نوری

অর্থাৎ অপরাপর সকল মাখলুক আমার নুর থেকেই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে "সিরাতে রসুল" (সঃ) এঁর উপর লিখিত কিতাব সমূহে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত- হযরত আমেনা (রঃ) ছাড়াও অন্য স্ত্রী ছিল তার প্রমান মিলে। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী আরো কিছু বর্ণনা পেশ করেছেন। সিরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে- হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যের পেছনে মূল বিষয় ছিল নুরে মুহাম্মদী (সঃ)। এ কারণে তিনি যৌবনে পদার্পন করার পর আরবের অসংখ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবতীগণ তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রবল ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু সে সৌভাগ্যের পরশমণি আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত করে রেখেছেন হযরত আমেনা (রঃ) এর জন্য। আর বাস্তবেও তাই হল। হযরত আমেনা (রঃ) এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হবার পর হতাশ যুবতীদের প্রায় দু'শত জনের মত চরম দুশ্চিন্তা ও না পাওয়ার বেদনা বরদাস্ত করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর হযরত আমেনা (রঃ) এর সাথে মিলিত হবার পর তার অন্য স্ত্রী তাঁর সাথে মিলিত হবার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। কারণ, হিসেবে তারা যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, এরা মূলতঃ তাঁর কপালে বিদ্যমান জ্যোতির উদ্দেশ্যেই এতো আগ্রহী ছিল। হযরত আমেনা (রঃ) এর সাথে মিলিত হবার পর ঐ জ্যোতি "স্থানান্তরিত হয়"। তখন প্রবল আগ্রহী তাঁর অন্য স্ত্রীও আর তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি। এতেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হলো হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) এর এত গ্রহণযোগ্যতার পেছনে মূল শক্তি ছিল নুরে মুহাম্মদী (সঃ)। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সত্তা যাঁর অছিলায় তাঁর পূর্ব পুরুষগণ এমন কি হযরত আদম (আঃ) ও ফেরেস্তাদের মাধ্যমে তাজীমী সেজদার মত সম্মান লাভ করেছেন এ নুরে মুহাম্মদী (সঃ) এঁর বদৌলতে। সুতরাং, নবী, অলি, সাহাবা, তাবেয়ীন, তা'বে তাবেয়ীন, গাউছ, কুতুব, আলেম, পীর-বুযুর্গ সকলের সম্মানের একমাত্র অছিলা প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইতো সকলেই তাঁর সম্মানে রত।



বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)'র পক্ষ হইতে দারুততায়ালীমের শুভেচ্ছা বক্তব্য

নাহমাদুহু ওয়ানু ছাল্লেমু আলা হাবিবিহিল করিম, আম্মাবাদ।

পবিত্র খতমে কোরআন ও খতমে বোখারী শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলের সভাপতি পরম শ্রদ্ধাভাজন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের শরাফত সুরক্ষায় নিবেদিত মহান ব্যক্তিত্ব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব, প্রধান মেহমান, প্রধান বক্তা ও বার আউলিয়ার পূন্যভূমি চট্টগ্রামের বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মানিত অধ্যক্ষবৃন্দ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ ও মুহাদ্দেসীন কেরাম ওলামায়ে এজাম বেরাদরানে তরীকত আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারী- আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পরম করুণাময় দয়াময়ের প্রিয়তম মাহবুব যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ, বিশ্ব সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ, মহান স্রষ্টার সর্বাধিক প্রিয়, সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্ব বাসীর জন্য রহমত, ইহ ও পরকালীন জীবনে সকলের মুক্তির একমাত্র উপায়, সৃষ্টি জগতের উৎস ও প্রাণ কেন্দ্র, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বসৃষ্টির কল্যাণ ও করুণাসিন্ধু, উৎকৃষ্টতম চরিত্রের পরিপূর্ণতার অধিকারী, মুক্ত খোদা দীদার মেরাজ প্রাপ্ত, আকা মওলা রহমতে দোআলম, নুরে মোজাচ্ছম হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (সঃ) এঁর প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হইতে দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত অর্পিত হইয়াছিল - একটি নবুয়ত, অপরটি বেলায়ত। তিনিই এই দুইটি নেয়ামতের মাধ্যমে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অধিকার করিয়া আল্লাহতায়ালার একমাত্র প্রিয়তম মাহবুব নামে আখ্যায়িত ও মেরাজ মিলনে মুক্ত দীদার লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম বেলায়তী ক্ষমতায় মুক্ত খোদা মিলন পথ আবিস্কার করিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সফল ও পথ উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহার বদৌলতে নবী, অলী, জ্বিন, মানব সকলেই তাঁহার উম্মতে শামিল হইতে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার পর আর কোন নবী নাই এবং ইহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বেলায়তে এহছান আবহমান কাল পর্যন্ত জারি থাকিবে। এই মহান বেলায়তের ধারাবাহিকতায় নবুয়ত যুগের শেষে তাঁহার পবিত্র ধর্মের হেফাজতকারী অলী উল্লাহরূপে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম ও বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার গ্রামে ১২৪৪ হিজরীতে নায়েবে মোস্তফা (সঃ) হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেন। তাঁহার বাণীঃ- "আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, হজরত রসুল করিম (সঃ) এঁর ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া। আমি এবং আমার ভাই পীরাণে পীর ছাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম।" তাহার সুবাদে তিনি বিল মালামত, বিল বেরাছত, বিদ্ দারাছত, বিল আছালত বেলায়তের চতুর্বিদ দরজার সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়া গাউছুল আজম সাব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি সারা জীবন "ছায়ের" বা পীরি প্রচার বিহীন বুজুর্গি সাধনা ও রেয়াজত মূলে নিজ আস্তানায় থাকিয়া "তৌহিদ" বা খোদার একত্ববাদ, আত্মসংশোধন, সংযম, অনর্থ পরিহার, খোদা নির্ভরতা, সাম্য, দয়া প্রভৃতি আচার-ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সম্মান হাতের মধ্যাঙ্গুলি সদৃশ মাথা উঁচু ছিল। তাই সকল শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সফলতা প্রার্থী হইত। তিরি কাহারো বাড়ী গিয়া হেদায়ত বিতরণ মানসে পীরগিরি করেন নাই। তৃষ্ণাতুর পবিত্রতা কামী ব্যক্তি শরীরের পবিত্রতা হাছিল করেন পুকুরে, পুকুর স্বস্থানে বিদ্যমান থাকে, কাহারো কাছে যায় না। তিনি এমন এক খোদায়ী প্রদত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগনের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন ও দিতেছেন। কামালিয়তের বা বুজুর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজুর্গীতে বাদ পড়ে না তাঁহার



সাথে হজরত খাজা খিজির (আঃ) এঁর সাথেও খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ বুজুর্গানে দ্বীনে মতীনদের মধ্যে অনেকে তাঁহার সম্পর্কে উচ্চস্তরের মন্তব্য করিয়াছেন। এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেল্‌রা কিরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। যাহার ফলে তাঁহার ফয়েজ বরকতের বদৌলতে বাংলা, বার্মা, ভারত ও পাকিস্তান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু কামেল অলিউল্লাহ্‌র বিকাশ ঘটিতে দেখা যায়। বহু অভাগ্য ভাগ্যবান, নিধনী ধনী, অখ্যাত ব্যক্তিও যশঃ কৃর্তির অধিকারী হইয়াছেন।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর দুই ভ্রাতার দুই পুত্রও তাঁহার ফয়েজ বরকত প্রাপ্তে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তদ্‌মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র, হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব গাউছিয়ত ধারামতে ফয়েজ প্রাপ্তে "কুতুবে এরশাদ" ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলা "কুতুবুল আক্‌তাব" ছিলেন। নিজ পুত্র সোলতানুল অলদ্ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কামালিয়াতের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র হুজুরা শরীফ দোয়ার মেহরাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পুত্র বংশীয় পৌত্র সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে নিজ গদী শরীফ অর্পণে স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া তিনি সকলের অবগতির জন্য তাঁহার পবিত্র নুরানী-ঈমানী জবানে দেলা ময়না, সোলতান, নবাব ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর গদী শরীফে বিগত ১৯৭৪ সালে তাঁহার পবিত্র বংশধরের মধ্যে তৃতীয় পুত্র, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেবকে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বসাইয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার রাজ রহস্য তাৎপর্যমূলক ব্যবহৃত হরিত্রী রঙের পবিত্র শাল মোবারক তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও গদী শরীফ অর্পণ করিয়া গাউছিয়ত জারী ও সফলতাদানকারী সাব্যস্ত করিয়া সকলের অবগতির জন্য ১৯৭৫ সালে "জরুরী বিজ্ঞপ্তি"র মধ্যে লিখিয়াছেন, "এতদ্‌সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হযরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা, শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।" তাঁহার উপর অর্পিত এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি বহুমুখী কার্যক্রম অব্যাহত রাখিয়াছেন।

১. প্রত্যেক দায়রা শাখা ও খেদমত কমিটি সমূহে নিয়মিতভাবে মাসিক তরীকতের মাহফিলের মাধ্যমে অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, আলোচনা, মিলাদ, জিকির ও মুনাজাত কার্যক্রম দ্বারা সকলের জন্য তরীকত চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন এবং মাহফিল পরিচালনার জন্য উপজেলা ভিত্তিক দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিয়াছেন।

২. প্রতি বৎসর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসদ্বয়কে সাংগঠনিক মাস ঘোষণা করিয়া-আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটিকে একজোগে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত কমিটিকে সারা বৎসর তদারকি করার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদকে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সংগঠন এর সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে সমাজ সেবা ও মানব কল্যাণার্থে-রক্তের গ্রুপিং, রক্ত দান অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ, শীতবস্ত্র-ইফতার সামগ্রী বিতরন, চিকিৎসা সেবা, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি, মেধা বিকাশ ইত্যাদি (কার্যক্রমের) কর্মসূচী



অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৩. সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজমের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তক-কেতাবাদি অবিকৃত অবস্থায় পুনঃপ্রকাশ করিয়া আশেকানদের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থখানী আগামী ১১১ তম পবিত্র বার্ষিক ওরশ শরীফে ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়া বিশ্ব ব্যাপি প্রচার-প্রসার করার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

৪. "জ্ঞানের আলো" নামে ম্যাগাজিন প্রকাশ করিয়া তাহা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৫. প্রত্যেক শুক্রবার এশার নামাযের পর মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে, প্রত্যেক বুধবার মাগরিবের নামাযের পর চট্টগ্রাম শহরে খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এশার নামাযের পর খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ ঢাকা ১০১ আরামবাগে, প্রত্যেক শুক্রবার খুলনা খানকা শরীফে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সিলেট খানকা শরীফে-মিলাদ, আলোচনা, জিকির ও শজরা শরীফ পাঠসহ মুনাজাত করা হয়।

৬. প্রত্যেক বৎসর আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষে পবিত্র খত্মে কোরআন শরীফ ও পবিত্র খত্মে বোখারী শরীফের আয়োজন অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৭. পবিত্র কোরআন, হাদিছ, এজমা কিয়াজের আদলে "মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া-এমদাদীয়া মাদ্‌রাসা" দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আগামীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আলীয়া মাদ্‌রাসায় রুপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং মাইজভাণ্ডারী কায়দা প্রকাশ করিয়া খানকাহ শরীফ ও দায়রা শাখা সমূহে ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা চালু করিয়াছেন।

৮. প্রতি বৎসর ১০ ই মাঘ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ওরশ শরীফ, হযরত বাবাজান কেবলা (কঃ) এঁর ২২ শে চৈত্র ওরশ শরীফ, ২৯ শে আশ্বিন খোশরোজ শরীফ, ২৭ শে রবিউল আউয়াল বিশাল আঙ্গিকে জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল, শাহাদাতে কারবালা মাহফিল, শবে বরাত, শবে কদর, শবে মেহরাজ সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি এবং গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি সমূহে আয়োজিত মাহফিলের মাধ্যমে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা, আদর্শ, শান-আজমত, শজরা-ছিলছিলা বিশ্ব ব্যাপী প্রচার- প্রসার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৬ ইংরেজী রোজ মঙ্গলবার পবিত্র জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও আগামী ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৭ ইংরেজী রোজ সোমবার হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর বার্ষিক ওরশ শরীফ এঁর দাওয়াত রহিল।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, আপনারা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সঠিক অবস্থান এবং তিনি শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকিকতের মধ্যস্ততায় উরুজে রূহানীয়তের সহায়তার জন্য যেই নীতিমালা বিশ্ববাসীর সামনে রাখিয়া গিয়াছেন-তাহা কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্বমানবতার সামনে তুলিয়া ধরার জন্য আহবান জানাইতেছি। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম (মঃজিঃআঃ) এঁর আহবানে কষ্ট করিয়া দূর-দুরান্ত হইতে আসিয়া এই পবিত্র খত্মে কোরআন ও খত্মে বোখারী শরীফের অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মহান আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়া কেরাম বিশেষতঃ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর উছিলায় আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমিন।



জশ্‌নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ঈমানী চেতনার উৎস

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আল-কাদেরী
সবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
খতীব, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।
ইসলামী ফাউন্ডেশনের গভর্ণরস।

ইসলামী বছরের বারোটি মাসের মধ্যে বারই রবিউল আউয়াল শরীফের দিবসটি প্রকৃত একজন মুসলমানের নিকট ঈমানী মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনাবহ এমন এক অবিস্মরণীয় দিন, যা ঈমানী জজবার হাজারো পুষ্পোধ্যানকে আবেষ্টন করে রেখেছে। এ পবিত্রতম দিনটিতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এঁর শুভাগমন পার্থিব জগতে সমাগত না হতো, তবে পবিত্র কা'বা ঈমানদারের ক্বিবলাহ্ হতো না, কুরআনে পাক অবতীর্ণ হতো না, দ্বীনে ইসলাম হতো না, কোন মুসলমানের অস্তিত্ব পাওয়া যেতো না। হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছেঃ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ .

অর্থাৎ: হে হাবীব (সঃ)! আপনি যদি না হতেন নিশ্চয়ই আমি আসমান জমীন সৃষ্টি করতাম না, আর আমার রাবুবিয়াতের ও ওয়াহদানিয়াতের প্রকাশ ঘটাতাম না।

আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন কতগুলো বিশেষ দিনকে মর্যাদার সাথে স্মরণ করতে এবং সসম্মানে উদযাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে : وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللهِ

অর্থাৎ: 'তোমরা তাদেরকে আল্লাহর বিশেষ দিন সমূহ স্মরণ করিয়ে দাও'।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কতগুলো দিন তাঁর দিকে সম্পর্কিত করে এগুলোকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। অহীর ফরমান অনুসারে আল্লাহর বিশেষ দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম যে দিনটি সে, ''বারই রবিউল আউয়াল'' কেই সবিশেষ মর্যাদা সহকারে পালনে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। বারই রবিউল আউয়াল এমন এক বরকতময় দিন, যার শুভ মুহূর্তে সর্বপ্রথম, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। এ দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নবী করীম (সঃ)'র সৃষ্টি, শুভ জন্ম এবং নবুয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়াদির আলোচনায় আসতে পারে, কারণ এ দিনটি সব রহস্যের শুভ সূচনা করেছে।

পবিত্র রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ অন্যান্য দিন থেকে অধিকতর গুরুত্ববহ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য দিনগুলির মর্যাদা প্রাপ্তি, এ দিনটির বিশেষত্বের উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গটি কুরআন হাদীছের আলোকে পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরো সহজবোধ্য হবে। পবিত্র কালামে মজীদে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ: ''হে হাবীব (সঃ) আমি তো আপনাকে সমগ্র 'আলমের' জন্য 'রাহমাত' হিসেবেই প্রেরণ করেছি''।

'আলামীন' হচ্ছে 'আলাম' এর বহুবচন। সমগ্র পার্থিব জগতকে একটি 'আলম' বলা হয়। এমনি অজানা অসংখ্য 'আলম' যত সৃষ্টি করা হয়েছে, সবগুলি সামগ্রিকভাবে 'আলামিন'। আল্লাহ্ হচ্ছেন 'রাব্বুল আলামীন' অর্থাৎ 'আলম' সমূহের 'রব' বা প্রতিপালক, আর রাসূলাল্লাহ (সঃ) হচ্ছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা আলাম সমূহের জন্য 'রাহমাত' বা করুণাসিন্ধু।

নবী করীম (সঃ) যখন সমগ্র সৃষ্টির জন্য 'রাসূল' হিসেবে আগমন করেছেন, তাহলে সমগ্র সৃষ্টির জন্য তাকে 'রাহমাত' হিসেবে তর্কাতীত ভাবে স্বীকার করতে হবে। আলোচিত আয়াত এবং হাদীছের আলোকে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, যেমনিভাবে হুজুর করীম (সঃ) এর রিসালাত সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য ব্যাপক, তেমনিভাবে তাঁর 'রাহমাত' তথা করুণাধারাও সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক।



কুল মাখলুক তথা সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর ওয়াজুদ প্রিয়নবী (সঃ) এর ওয়াজুদের উপর নির্ভরশীল। তাই তিনিই হচ্ছেন সকল সৃষ্টির উৎসমূল। হুজুর পাক (সঃ) এর সত্ত্বা ব্যতীত কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

অস্তিত্ব প্রাপ্তি একটি বিশেষ নিয়ামত। সমগ্র সৃষ্ট জগতের এ অস্তিত্বরূপ নিয়ামতের মধ্যে নবী করীম (সঃ) এর করুণার সংযুক্তি অপরিহার্য। সৃষ্টিগত অস্তিত্ব লাভে কোন বস্তু অপর কোন সত্বার উপর যদি নির্ভরশীল হয়, তবে নিঃসন্দেহে সে বিশেষ সত্ত্বা সৃষ্টি বস্তুটির জন্যে অবিসংবাদিত রূপে রাহমাত।

নবী করীম (সঃ) ও সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনায় তিনটি মৌলিক দাবী নিশ্চিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (১) হুজুর (সঃ) সমগ্র সৃষ্টির মূল উৎস। (২) প্রিয়নবী যেহেতু রাহমাত সেহেতু তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি। অর্থাৎ মৌলিকতার নিরিখে তিনি প্রথম সৃষ্টি। (৩) যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি সেই মহান সত্ত্বার ওয়াসীলায় তাঁরই মাধ্যমে অস্তিত্ব পেয়েছে, সে দৃষ্টিকোণে পার্থিব সমুদয় সৃষ্টি সে পবিত্র সত্ত্বার মুখাপেক্ষী।

বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত শাহ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিছ দিহলভী (রা.) মাদারিজুন্নাবুয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন যে, ছহীহ হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, রাসূলে পাক (সঃ) ইরশাদ করেছেন : اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

অর্থাৎ: আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আমার 'নুর'।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরো বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন আদম (আ.)কে পয়দা করলেন, তখন নুরে মুহাম্মদী (সঃ) কে তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠে আমানত হিসেবে রেখে ছিলেন। সে নুরের জ্যোতি এতখানি জোরালো ও চমৎকার ছিল যে, হযরত আদম (আ.) এর পৃষ্ঠদেশে থাকা সত্ত্বেও তার প্রভাব ও তাজাল্লী আদমের পিশানী বা কপাল জুড়ে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। তাঁর অন্যান্য নূরী অঙ্গে এর নূরের প্রধান্যই বজায় থাকত।

পবিত্র বারই রবিউল আউয়াল এমন এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে সমুজ্জল, যার যতোচিত ধারণা বা বর্ণনা দেয়া ক্ষুদ্র পরিসরে মোটেই সম্ভব নয়। এ পবিত্র দিনের পবিত্র মুহূর্তে এমন এক পবিত্র নিয়ামত জগদ্বাসী লাভ করেছে, যার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্যক জ্ঞানও মানুষের কাছে নেই। তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শুধু নবী হিসেবেই যে তিনি শ্রেষ্ঠ, তেমন নয়। মানুষ হিসেবেও, সৃষ্টির আদর্শ রূপেও এমনকি আভিজাত্য এবং কৌলিন্যেও তিনি সর্বযুগে সর্বকালে সর্ব মানুষের উর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা তাকে "মাকামে মাহমুদ" দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এ মুবারক দিনের ঐতিহাসিকতা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। সৃষ্টির সর্বময় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যিনি, যাঁর সৃষ্টির মাহাত্ম প্রচারের জন্য দয়াময় স্রষ্টা নিখিল বিশ্বের এ দৃশ্যতাঃ রূপ দান করেছেন, তিনি এসেছেন মানবের কায়া নিয়ে, মানব শিশুর প্রথাসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই পবিত্রতম মুহূর্তটিতে। সেদিন তাঁরই আগমনের বিপুল আয়োজনে সৃষ্টির প্রতিটি অনুপরমাণুতে এসেছিল অপার্থিব আলোড়ন। মানুষের চিন্তার অতীত, স্বাভাবিক কর্মকান্ডের বিপরীত ধর্মী সব ঘটনাবলী, আমিনার গর্ভে আগত সেই মেহমান মাটির পৃথিবীতে যখন ধরা দিয়েছিলেন ধরাধামে বিকশিত হয়েছিল বিশ্ব নিয়ন্তার এক অনন্য পরিকল্পনার কচি কিশলয়। মা আমিনার বর্ণনা মতে সেদিন যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাতে বুঝা যায় সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র মহাপ্রভুর সেই প্রেমময় সৃষ্টির আজ আবির্ভাব ঘটেছে। কুল মাখলুকাত তাঁকেই অভিবাদন জানাতে যেন ব্যাপক আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এক জ্যোতির্ময় মহাত্মার আগমন ঘটবে ধরনীতে। সে এক অতুলনীয় মুহূর্ত এ সময়কেও সালাম জানিয়েছেন নবী অন্তপ্রাণ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রিজা খান (রাহ:) চমৎকার ভক্তি নিয়ে ঃ

جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام



"যে মায়াময় সময়ে পূণ্যের চাঁদখানি হেসে উঠেছিল, সে মোহময়ী মুহূর্ত! তোমাকে লাখো সালাম। সে পূণ্যময় মুহূর্তে পেয়েছিল এক নুরের তুহফা, যার সম্পর্কে কুরআনে পাক কুদরতের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে:

قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنَ .

অর্থাৎ: "নিশ্চয় তোমাদের কাছে আগমন করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পবিত্র ও সম্মানিত নুর এবং এক সুস্পষ্ট কিতাব।"

৫৭০ খৃষ্টাব্দের বারোই রবিউল আউয়াল অবিস্মরণীয়। সোমবারের পবিত্র মুহূর্ত। খোদায়ী নূরের প্রকাশ প্রাপ্তির এক উজ্জল মুহূর্ত। রাতের শেষ প্রহর, ছুবহি ছাদিক্বের মুহূর্ত। নবী জননী সৈয়দা আমিনা (রা.) বর্ণনা দিয়েছেন, "এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম বিশাল এক আলোর মিছিল। যার নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে আসছেন ফিরিশতা সম্রাট হযরত জিব্রাইল (আ.)"।

এমনি সব অভুতপূর্ব ঘটনাবলী মক্কাবাসীরা অবলোকন করেছিল। হবেনাও বা কেন? নবীগণ হচ্ছেন সর্বোত্তম সৃষ্টি, আর আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) হচ্ছেন নবীকুল শ্রেষ্ঠ, সরদারে আম্বিয়া (আ.)। মহানবী (সঃ) এমন নবুয়তের গুরুদায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীর বুকে পদার্পন করেছিলেন যে, তাঁর কালেমার বাণী শাশ্বত ও চিরন্তন ভাবে প্রতিষ্ঠিত। নবীগণ ওয়াদা করেছিলেন যে, ইমামুল আম্বিয়া নবী মুস্তফা (সঃ) এর কালেমা এবং হুকুমতই হচ্ছে চূড়ান্ত। তাঁর কালেমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে আম্বীয়ায়ে কিরাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নবী করীম (সঃ) এর শুভাগমনের পবিত্র মুহূর্ত লাইলাতুল ক্বদর থেকেও যে উত্তম, বিনা দ্বিধায় তা স্বীকার্য। যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস ইমাম কুসতুলানী (রা.) এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন। (১) শবে ক্বদর নবী করীম (সঃ)কে উপহার দেয়া হয়েছিল বলে মহিমান্বিত, পক্ষান্তরে বেলাদতের মুহূর্তে সরকারে দু' আলম (সঃ) এর সত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছিল। কাজেই যাঁর সান্নিধ্যে এসে ক্বদরের রাত মর্যাদা পূর্ণ হয়েছে সে জাতে পাকের প্রকাশ মুহূর্ত নিঃসন্দেহে তার চাইতে উত্তম। (২) ফিরিশতা নাজিলের ফজীলত পেয়ে শবে ক্বদর সম্মানিত। আর ফিরিশতারা তো নবীজীর কাছে মর্যাদার ভিখারী। সুতরাং 'যে মুহূর্তটিতে স্বয়ং রাহমাতুল্লিল আলামীন এর আবির্ভাব, সে মুহূর্ত শবে ক্বদরের চাইতে উত্তম, তা' তো তর্কাতীতভাবে সত্য।

নবীয়ে পাক (সঃ) যেহেতু শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, সেহেতু তাঁর মহাত্মের গুণ গান উত্তমরূপে প্রচার করতে হবে এ দাবী উপেক্ষা করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ .

অর্থাৎ: "হে নবী (সঃ) আপনি সমুদয় সৃষ্টিকে জানিয়ে দিন, আল্লাহর ফজল তথা অনুগ্রহ এবং রাহমাত যাহা লাভ করে, তাদের অবশ্যই উচিৎ যে, প্রাপ্তির উপর আনন্দ প্রকাশ করা এবং খুশী উদযাপন করা। আর আনন্দ উচ্ছাসের এ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তার সমস্ত নেকীর চাইতে উত্তম"।

প্রিয় নবী (সঃ) মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠ ফজল ও রাহমত। কুরআনে পাকেই বলা হয়েছে: كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

অর্থাৎ: আপনার উপর আল্লাহর সুমহান ফজীলত বা অনুগ্রহ রয়েছে।

"আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.) বলেন, হুজুর (সঃ) এর বেলাদতের শোকরিয়া প্রকাশ করা, ব্যাপক প্রচার ও আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা মুস্তাহাব"।

পূন্যময় এ কাজের শুভ স্বীকৃতি এখানে পাওয়া যায়। বারই রবিউল আউয়াল উদযাপনের ফজীলত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক আল্লামা কাযেমী (রহ.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাবিদ ইমাম কুস্তুলানী (রহ.) এর বর্ণনা থেকে বেলাদতের দিন উদযাপন ও আনুষ্ঠানিকতার কিছু ফজিলত বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে– (১)



এ দিনে মীলাদের অনুষ্ঠান করা মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি। (২) এ পবিত্র দিনে উদ্বেলিত চিত্তে নির্দোষ আনন্দের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে ইমানদারের নিদর্শন নিহিত। (৩) ঈদে মীলাদুন্নবী (সঃ) সানন্দে উদযাপনকারীরা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মুসলমানদের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধির অন্যতম উৎস হিসাবে বিবেচিত।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে 'জশনে জুলুছ' আনন্দ র‍্যালি বের করা, শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করা, মাহফিলের ব্যবস্থা করা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করা অতীব পূণ্যময় কাজ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জমানার অন্যতম গাউস, মোরশেদে বরহক, আলে রাসূল, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী শাহসুফী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ.) এর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালে জশনে জুলুছ বের করা হয়। পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রাণকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সহ সকল তরীক্বত পন্থীগণ জশনে জুলুছের আয়োজন করে চলেছেন। মুমিনের অন্তরে ঈমানী চেতনার বৃদ্ধিতে এ'র সুদূর প্রসারী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আল্লাহ তালার অশেষ শুকরিয়া, এখনো আমাদের দেশে ঈমানদার মুসলমান এ দিনটি বিশেষ মর্যাদার সাথে পালন করে থাকেন। আরো সুখের বিষয় এই যে, সরকারীভাবেই আমাদের দেশে ঈদে মীলাদুন্নবী (সঃ) পালনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে। অধিকহারে রাহমত লাভের পুন্য আশায় যাঁরা ব্যাপকভাবে আয়োজন করে থাকেন, তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। এবং এ কাজের বরকতে যাবতীয় রোগ, বালা, শোক, সন্তাপ দূরীভূত হবে। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে শান্তি ও কল্যাণ ফিরে আসবে। সমৃদ্ধির পথ সুগম হবে। আল্লাহ্ তায়ালা সবাইকে তাঁর হাবীব (সঃ) এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাঁর করুণা লাভের যোগ্যতা দান করুন এবং উভয় জগতের সুযোগ নসীব করুন।

আমরা গভীরভাবে শোকাহত



প্রখ্যাত আলেম, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের খতিব, ইসলামী ফাউন্ডেশনের গভর্ণরস্, ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ, আমাদের জ্ঞানের আলোর প্রবন্ধ লেখক- খতিবে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-কাদেরী গত ২৬ নভেম্বর ২০১৬ ইংরেজি শনিবার রাত দশটায় ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

তার ইন্তেকালে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা, দায়রা শাখা ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি এবং অন্যান্য অঙ্গসংগঠন গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।



পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত

আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা
খতিব, চাপড়ী জামে মসজিদ, পটিয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন পাকে ঈমানদার বান্দাদেরকে যে সব আদেশ নির্দেশ দিয়েছেন (যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) এর মধ্যে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনের নির্দেশও রয়েছে। বরং মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে ইবাদতের চেয়েও উর্ধ্বে। কারণ নামাজ রোজা সহ অন্যান্য ইবাদত আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে পালন করার হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহ নিজে পালন করে দেখাননি। কিন্তু ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আল্লাহ নিজে পালন করে দেখাইয়াছেন। তাই সৃষ্টির সূচনা কাল থেকে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। যেহেতু ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো মুসলিম জাতির আনন্দের দিন, সেহেতু সারা বিশ্বে মুসলমানগণ অত্যান্ত ভক্তি মর্যাদার সাথে রবিউল আউয়াল মাসে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করে থাকেন। বর্তমানে আমরা বহু লেখা-লেখি বা প্রকাশনা দেখতে পাই যে লেখা গুলো মিথ্যা, ভ্রান্ত ও প্রতারনায় পরিপূর্ণ, যেগুলো অনেক মুসলমানগণকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং অত্যান্ত বরকতময় ও মহা মহিমান্বিত মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবৈধ ধারনা পোষন করতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। অথচ এটি একটি শরীয়ত সম্মত পূণ্যময় আমল, যা কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের স্বপক্ষে কিছু দলীল ভিত্তিক প্রমান উপস্থাপন করছি, যা বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত যুক্তি খন্ডন করতে সহায়ক হবে।

আল-কোরআনের আলোকে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(এক) আল্লাহপাক এরশাদ করেন যে- وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللهِ .

বাংলা উচ্চারন, "ওয়া যাক্কিরহুম বি আইয়্যামিল্লাহ"। অর্থাৎ- এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবস গুলো স্বরণ করিয়ে দিন। (সুরা ইব্রাহীম আয়াত-৫)

এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সমস্ত দিন ও রাতকে আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন। সকল দিন আল্লাহরই। কিন্তু উল্লেখ্য যে সেটা কোন দিন যাকে বিশেষ ভাবে স্বরণ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? তাফসীর-এ-খাজেন, তাফসীর-এ-মাদারেক ও তাফসীর-এ-ইবনে জবীর এর বর্ণনা মতে আইয়্যামিল্লাহ দ্বারা সেসব দিবসকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন। ঈমানদারগণ জানেন সরদারে দু'জাহাঁ বায়িসে কাউন অ-মকাঁ, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনেবীন আহমদ মোজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম নে'মত। বাকী সকল নে'মত তাঁরই অবদান, তিনি না হলে কিছুই হতো না।

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

অর্থাৎ- তিনি যখন ছিলেন না, তখন (সৃষ্টির মধ্যে) কিছুই ছিলনা। তিনি যদি না হতেন, তবে কিছুই হতোনা। তিনি জগতের প্রাণ, প্রাণ আছে বলেই জগত বিদ্যমান। সুতরাং যে দিন এই মহান নে'মত দান করা হয়েছে সেদিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং মানুষকে বলে দেয়া যে, এটা ঐ দিবস যে দিবসে আল্লাহ তায়ালা নবী করীম রাউফুর রাহীম



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়ে মো'মিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ ও উপকার করেছেন, আল্লাহর এই নির্দেশেরই বাস্তবায়ন। এর উপর সেই সব দিবসকেও অনুমান করা যায় যেগুলোর মধ্যে বড় বড় ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে এবং বুযর্গানে দ্বীনের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ হয়েছে। (দুই)-

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

অর্থাৎ- স্বরণ কর, যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবীগণ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী যখন একজন মহান রাসুল আসবেন তখন নিশ্চয় তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা স্বীকার করলে এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তাঁরা বললেন- আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন- তাহলে তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই সত্য ত্যাগী। (সুরা আল-ইমরান, আয়াত-৮১)

উক্ত আয়াতে করীমার ভিত্তিতে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করার জন্য অনুষ্ঠান করা আলোকসজ্জা করা বিলাদতে মোস্তফার উপরে তক্বরীরাত করা সমুদয় আমল সমূহ সুন্নাতে ইলাহী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

(তিন) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا .

অর্থাৎ- বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত লাভে মানুষের আনন্দিত হওয়া উচিৎ। (সুরা ইউনুস আয়াত-৫৮)

উল্লেখ্য, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হল-আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া লাভে আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহরই নির্দেশ। আর নিঃসন্দেহে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম সত্তা মো'মিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালার মহা অনুগ্রহ ও পরম রহমত। সুতরাং যে দিবসে এই নে'মত ও রহমতের শুভাগমন হয়েছে, সে দিবসে আনন্দ প্রকাশ করা এই আয়াত শরীফের উপরই আমল করণ।

(চার) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ .

অর্থাৎ- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নে'মতের ব্যাপক চর্চা কর। (সুরা দ্বোহা) পৃথিবীতে একমাত্র মুমিনদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত রাসুল-এ-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ দুনিয়ায় শুভাগমন। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর রাসুলের চেয়ে বড় নে'মত আর কিছু হতে পারেনা। তাই পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন আল্লাহর নির্দেশেরই আমল করন।

(পাঁচ) رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ .

অর্থাৎ- হে আল্লাহ, আপনি আসমান থেকে আমাদের জন্য এমন একটি দস্তরখান অবতীর্ণ করুন যাহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জগৎবাসীর জন্য ঈদ হবে। এবং আপনার একটি বিশেষ নিদর্শন হয়।

উম্মতের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হযরত ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, তাঁর এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা সদ্য রান্না করা সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি ভর্তি একটি দস্তরখান অবতীর্ণ করলেন। এই আয়াত থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বান্দা যে দিবসে আল্লাহ প্রদত্ত কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হয় উক্ত দিবস ঈদের দিনে পরিগনিত হয়। সুতরাং ১২ই রবিউল আউয়াল রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ নেয়ামত



হিসেবে দুনিয়াতে আবির্ভাব হয় বলে এ দিনটি প্রকৃত পক্ষে ঈদের দিন।

পবিত্র হাদীসের আলোকে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) বলেন, যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা তাইয়্যাবা তাশরীফ আনেন তখন ওখানকার ইয়াহুদীগণকে আশুরার রোজা রাখতে দেখলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আশুরার রোজা কেন রাখ? তারা বলল, এটা অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় দিন। এদিন আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু ফেরাউন থেকে নাজাত দান করেছেন। সুতরাং শুকরিয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মুসা (আঃ) রোজা রেখেছিলেন এবং আমরাও সম্মানার্থে এই দিনের রোজা রাখি। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন ঃ

فَنَحْنُ اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ.

অর্থাৎ- মুসা আলাইহিস্সালাম'র বিজয় দিবস পালনে তোমাদের চেয়ে আমরাই বেশী হকদার। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রোজা রাখলেন এবং সাহাবীগণকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।

সম্মানিত পাঠক সমাজ! চিন্তা করুন- যে দিন আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন থেকে নাজাত দিয়েছেন সে দিনটা বনী ইসরাঈলের নিকট বরকতময় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও তা বরকতময় হওয়া স্বীকৃত। বনী ইসরাঈল সেদিনকে সম্মান করে এবং তা পালন করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে বিদআত বলেননি বরং ফরমায়েছেন, তাকে সম্মান করা এবং তা পালন করার বিষয়ে তোমাদের চেয়ে আমরাই বেশী হকদার। অতঃপর নিজেও পালন করলেন এবং পালন করার নির্দেশও দিলেন। তাহলে যে দিন নিখিল জগতের নাজাত দাতা শুভাগমন করেছেন, যার শুভাগমনে কুফর, শিরক, জুলুম-নির্যাতন, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা হতে মুক্তি লাভ করেছে ভুবন, সে দিনটা কেন পালন করা হবে না?

হযরতে সাহাবায়ে কেরামগণ পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে মাহফিল অনুষ্ঠান করতেন, যেমন- হযরত আবু দারদা (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاء (رض) قَالَ مررتُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلّم الى بَيْتِ عَامِرِ الانصارى يُعلم وقائع وَلادته لابنائِهِ وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فتح عَلَيْكَ ابواب الرحمة وملائكتِهِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (سبيل الهدى جلال الدين سيوطى)

অর্থাৎ- হযরত আবু দারদা (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাহাবী আবু আমেরের (রাদ্বিঃ) গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, তিনি তার সান্তানাদি ও আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত সম্পর্কে (জন্ম বিবরনী) শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে আজই সেই পবিত্র জন্ম তারিখ। এই মাহফিল দেখে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে তাঁকে সু-সংবাদ দিলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য মিলাদের কারণে রহমতের অসংখ্য দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফিরিস্তাগণ তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন।

আইম্মায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেসীনে এজামের দৃষ্টিতে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) যে অভিমত পেশ করেছেন তা নিম্নে বাংলায় অনুবাদ করা হলো ঃ শেয়খুল ইসলাম হাফেজুল আসর আবুল ফজল ইবনে হাজর (রহঃ) এর কাছে মিলাদ-মাহফিল উদযাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে



তিনি এর জবাব এভাবে প্রদান করেন- আমার কাছে মিলাদ শরীফের আদি সুচার প্রমান মিলেছে সহীহ (বোখারী ও মুসলিম) হাদীস দ্বারা যেখানে উল্লেখিত আছে যে যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ তাশরীফ আনেন, তখন তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোজা রাখতে দেখেন। তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা এদিন কেন রোজা রাখ? তারা বললো-এদিন আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে ডুবিয়েছেন এবং হযরত মুছা (আঃ) কে নাজাত দিয়েছেন। তাই আমরা আল্লাহর বারগাহে শোকর আদায় কল্পে প্রতি বছর এদিনে রোজা রাখি। এ পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে কোন নির্ধারিত দিনে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোন করুনা বা বকশীশ বা কোন বিপদ দুরীভূত হওয়ায় আল্লাহ তায়ালার শোকরীয়া আদায় করা উচিৎ এবং প্রতি বছর এদিনকে স্মরণ করাও খুবই সমীচীন। আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া-নামাজ রোজা সদকা, তেলাওয়াতে কোরআন ও অন্যান্য নেক কাজ দ্বারা আদায় করা যায়। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সমুহের মধ্যে হুজুর নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলাদত থেকে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে? এ জন্য এই দিন নিশ্চয়ই যথাযথভাবে পালন করা উচিৎ।

ইমাম ছাখাবী (রহঃ) এর অভিমত ঃ

দুনিয়ার আনাচে কানাচে ও বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলমানেরা রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদ মাহফিল করে থাকে। এ উপলক্ষে ওসব নেক কাজ করে থাকে, যেটাতে আনন্দ, নেকী ও মুহব্বত প্রকাশ পায়। যেমন- সদকা খায়রাতের সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা করে থাকে, মিলাদের আয়োজন করে থাকে যার বরকত ওদের প্রতি নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) এর বর্ণনা ঃ

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী স্বীয় শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত শাহ আব্দুরহীম দেহলভীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন- আমি প্রতি বছর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদের সময় খাবারের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু এক বৎসর অভাবের কারনে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে মিলাদের আনন্দ প্রকাশার্থে কিছু ভূনা চনা লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম। রাত্রে আমি সপ্ন দেখলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দ ও উৎফুল্ল মনে তশরীফ রেখেছেন। (আদ্‌দোররুস্‌সামীন)

সুন্নী জগতের উজ্জল নক্ষত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, শেয়খুল ইসলাম আল্লামা ড. মোহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী (মঃজিঃআঃ) রচিত জশনে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থে পবিত্র মক্কা নগরীর তৎকালীন পত্রিকার যে দুটি রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন তার অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(এক) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জন্ম দিবসে পবিত্র মক্কা নগরীতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করা হয়। এ দিবসকে ঈদে এয়ামু বেলাদতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখ্যায়িত করা হয়। এদিন অধিক হারে জিলাপী বিক্রি হয়। হেরেম শরীফে হানাফীদের নামাজের স্থানের পিছনে মূল্যবান গালিচা বিছানো হয়। শরীফ এবং হেজাজের কমান্ডার স্বদলবলে ঝাঁক-ঝমক পোশাক পরে ওখানে এসে হাজির হয় এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদতের গৃহে গিয়ে কিছুক্ষন নাত খানি করে ফিরে আসেন। হেরম শরীফ থেকে মওলেদুন নবী (যে জায়গায় হুজুরের শুভ আগমন হয়েছিল) পর্যন্ত রাস্তার দু-ধারে সারি করে ফানুসবাতি প্রজ্জলিত করা হয়। রাস্তার দু-ধারে যে সব ঘরবাড়ী ও দোকান পাট আছে, সেগুলোতেও আলোক সজ্জা করা হয়। জায়ে বেলাদত আলোক উজ্জল থাকে। যাবার সময় মিছিলের অগ্রভাগে নাত পাঠকারীগণ খুবই সুন্দর কণ্ঠে নাত পাঠ করে গমন করেন। রাত ২টা পর্যন্ত মিলাদ ও কোরআনখানি হয়। এছাড়া সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে লোক এসে নাত খানি করেন। ১১ রবিউল আউয়াল থেকে ১২ রবিউল আউয়াল আসর পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় ২১



বার তোপধ্বনি করা হয়। এ দুদিন মক্কাবাসীগণ নানা অনুষ্ঠান, নাতখানি ও অধিকহারে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। (সূত্র : মাহনামায়ে তরীকত, লাহোর, ৩/২/১৯১৭ ইংরেজি)

(দুই) মক্কা মুয়াজ্জমায় মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান ঃ

১১ রবিউল আউয়াল হেরম শরীফের মুয়াজ্জিন যে মাত্র আছরের নামাজের জন্য আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন, ঠিক তখনি মক্কা মুকাররমার চারিদিকে তোপধ্বনি ধ্বনিত হলো, লোকেরা একে অপরকে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবীর মুবারকবাদ দিতে লাগলো। মক্কা শরীফের গভর্ণর শরীফ হোসেন এক বিরাট জামাতের সাথে মাগরিবের নামাজ হানাফী মসল্লায় আদায় করেন। নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর সর্ব প্রথম প্রধান বিচারপতি যথারীতি শরীফ হোসেনকে মিলাদুন্নবীর মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সমস্ত মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারীগণ ও অন্যান্য শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ এক বিরাট জুলুস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জায়ে বেলাদতের দিকে যাত্রা করেন। এ শানদার জুলুস খুবই সুশৃংখল ও ঝাঁক-জমক সহকারে জায়ে বেলাদতের দিকে যেতে থাকে। রাজপ্রাসাদ থেকে জায়ে বেলাদত পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে উন্নতমানের আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে জায়ে বেলাদতকে রংবেরং এর সজ্জায় অপূর্ব আকর্ষনীয় করা হয়। যেয়ারতকারীদের জুলুস ওখানে পৌঁছে একান্ত সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে যান। একজন খুবই আকর্ষনীয়ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, যা উপস্থিত সকল শ্রোতা একান্ত বিনয় নম্রতা ও আগ্রহ সহকারে শুনতে থাকেন এবং সমাবেশের মধ্যে এক অকল্পনীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করে। এ পবিত্র জায়গার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবোধের কারনে কেউ এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে না। এ পবিত্র দিনের আনন্দে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়। এরপর সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ ফুয়াদ বিশ্ববাসীর সেই বৃহত্তম বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর মুলে ছিলেন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সর্বশেষে এক নামকরা নাত পাঠক একটি নাত পরিবেশন করেন, যা শুনে শ্রোতাগণ খুবই তৃপ্ত হন। অতঃপর সবাই একে একে বেলাদত গাহ যিয়ারত করে হেরম শরীফে ফিরে এসে এশার নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর হেরম শরীফের একটি দালানে সবাই পুনরায় একত্রিত হন। এখানেও বক্তাগন খুবই সুন্দরভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনা করেন। ঈদ-এ-মিলাদুন্নবীর আনন্দে সমস্ত কোর্ট-কাচারী অফিস-আদালত ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বার রবিউল আউয়াল ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে।

এভাবে ১২ রবিউল আউয়াল আনন্দ ও মহা-উৎসবের সাথে অতিবাহিত করা হলো। আল্লাহ তায়ালা এ আনন্দ ও মহা-উৎসবের দিন যেন আমাদের বার বার দেখায়। (সূত্রঃ মাহনামায়ে তরীকত লাহোর ২১, ২২ ও ২৩ শে মার্চ ১৯১৭ খৃঃ মক্কা শরীফ থেকে প্রকাশিত আল-কিবলা থেকে সংগৃহিত)

উল্লেখ্য, মিলাদ মাহফিল করা খুবই উপকারী, রহমত ও বরকত লাভের মাধ্যম। কেননা শ্রোতারা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ-মর্যাদা ও আভিজাত্য, জন্ম ও প্রতিপালন, শৈশব ও যৌবন, পয়গাম্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও নবুওয়াত, ফযীলত ও গুনাবলী, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং অনেক ধর্মীয় মাসআলা জানতে পারে। বর্তমানে তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তদুপরি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজীলত ও গুনাবলী, জীবনী ও ঘটনাবলী শুনে ঈমান সবল হয়, ভালবাসা বৃদ্ধিপায়, আমলে গতিশীলতা, অনুভূতিতে আনন্দ, নিজের চরিত্র ও আমলকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বড়ই ভাগ্যবান তারা, যারা বিশ্বকান্ডারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ও প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও গুনকীর্তন, হামদ ও নাতের সংগীত দ্বারা নিজের অন্তরকে আলোকিত করে। দরুদ-সালামে তোহফা পেশ করতঃ উভয় জগতের সৌভাগ্য হাসিল করে।

মিলাদ রজনীর ফযীলত শবে কদর অপেক্ষা উত্তম ঃ



ইমামুল মুহাদ্দেসীন আল্লামা আহমদ ইবনে মুহম্মদ আল কুস্‌তুলানী শাফেয়ী আল-মিশরী (রহঃ) বলেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদ রজনী শবে কদর অপেক্ষা উত্তম।

انّ ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وسلم وليلة القدر معطاة له وما شرف بظهور ذات المشرف من اجله اشرفُ مما شرف بسبب ما اعطيه ولا نزاع فى ذالك فكانت ليلة المولد افضل من ليلة القدر الثانى ان ليلة القدر شرفت بنزل الملائكة فيها وليلة المولد شرفت بظهوره صلى الله عليه وسلم- الثالث ان ليلة القدر وقع فيها التفضيل على امة محمد صلى الله عليه وسلم وليلة المولد الشريف وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات فهو الذى بعثه الله عزوجلّ رحمة للعالمين فعمت به النعمة على جميع الخلائق وكانت ليلة المولد اعم نفعا فكانت افضل فها شهرًا ما اشرفه وافرحرمة لياليه- كانها لا لى فى العقود-

অর্থাৎ- মিলাদ রজনী স্বয়ং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মপ্রকাশের রজনী এবং শবে কদর হুজুরকে দান করা হয়েছে। আর প্রকাশমান যে, যে রজনী পবিত্রতম সত্তার আত্মপ্রকাশে সম্মান লাভ করেছে তা সেই রজনী অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম হবে যা তাঁকে দান করার ফলে সম্মানিত হয়েছে এবং এতে কোন বিরোধ নেই। অতএব প্রমানিত হল মিলাদের রজনী শবে কদর অপেক্ষা উত্তম। দ্বিতীয়তঃ শবে কদর ফেরেশতাগণের অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সম্মানিত হয়েছে এবং মিলাদের রজনী সরাসরি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় আত্মপ্রকাশ দ্বারা সম্মানিত হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ শবে কদরে রয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান এবং মিলাদের রজনীতে রয়েছে জগতের সকল সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান। কারণ আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে রাহমাতুল্লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর কারণে আল্লাহর নে'য়ামত সমূহ সকল সৃষ্টির উপর বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং মিলাদের রজনী উপকারের দৃষ্টিকোন থেকে শবে কদর অপেক্ষা ব্যাপকতর বিধায় মিলাদের রজনীই উত্তম। হে মিলাদের মোবারক মাস! তুমি কত উত্তম ও সম্মানিত এবং তোমার রাত্রি সমূহের মর্যাদা কতনা ব্যাপক! যেন তা যুগের মালায় নুরের মুক্তা। (যিকরই-ইহসীন, মওলানা মহিউদ্দিন অনুদিত)

বলাবাহুল্য, আমাদের জীবনে পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই যে তাৎপর্য বহন করে আনে যা উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নিকট নবী-করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদের কোন মর্যাদাই নেই, তার অন্তর এত নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে যে, তার সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ সমস্ত প্রসংসা উল্লেখ করা হলেও তার অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সামান্য পরিমান ভালবাসার প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হবেনা।

তথ্য সূত্র ঃ

১। কানজুল ঈমান (কোরআন শরীফ) ২। তাফসীর-এ-মাজহারী ৩। মাদারেজ্জন নবুয়ত
৪। তাওয়ারীখে হাবীবে-ইলাহ ৫। জা আল হক ৬। যিক্‌র-ই-হাসীন (মওলানা মহিউদ্দিন অনুদিত)
৭। জশ্‌নে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ)
(শেয়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী)



হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এঁর আধ্যাত্মিকতার আভ্যন্তরীণ রত্ন

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী
দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী
(শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ।

মুক্তির দিশারী হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ফয়জ বরকত প্রাপ্ত খলিফা ছাহেবানদের নিরঙ্কুশ তালিকা তৈরী করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নহে। এক কথায় বলতে হয় খোদার নিদর্শন আসমানে চন্দ্র-নক্ষত্র রাজি যেমন-তেমনি তিনি ও তাঁর খলিফা ও ভক্ত অনুরক্তগণও তেমন। সুতরাং দেখা যায় তাঁর আওলাদে পাকগণের মধ্যেও বিভিন্ন ধারায় ফয়জ বরকত হাছিলে কামেল মহাপুরুষ খেলাফতের মশালধারী ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

যেমন- গাউছে পাকের দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেলে মাইজভাণ্ডারী (ক:) কৃতিত্বের সহিত মোহ্ছেনীয়া মাদ্রাসা হতে কলিকাতা মাদ্রাসা বোর্ডের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাড়ীতে আসলে হযরতের অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভ বা ফয়জ হাছেল করতে সমর্থ হন।

গাউছিয়ত কুতুবিয়ত স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাঁদের অবস্থা রীতি-নীতি আচার-আচরণ ছিলছিলা, সাধনা, রূহানী শক্তির বিকাশ হতে নাছুত মকামের আম্মারা স্তরের জনগণের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে। তাঁর রীতি-নীতি খোদার পথচারীদের জন্য কত যে উপকারী ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সব সময় নছিয়ত করতেন।

{গাউছুল আজমের একমাত্র পুত্র শাহজাদায়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক ফানী ওয়াছেলে মাইজভাণ্ডারী (ক:) গাউছে পাক বেছালের চার বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করলে হযরত কেবলা কাবার সংসারের কাজের ভারও তাঁর উপর পড়ে।} উক্ত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক কুতুবে এরশাদী মাইজভাণ্ডারী (ক:) গাউছে পাকের খলিফাগণকে নিয়ে মাগরিবের নামাজের পর গান-বাজনা সহকারে জিকির "অজ্দ" ভাব বিভোর নৃত্যসহ হালকার তা'লিম দিতেন। হযরত কেবলা কাবা (ক:) তাঁর অনেক ফয়জ বরকত প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে বলতেন "দফতর খানায় আমার আমিন মিঞার কাছে গিয়া বস" এতে বুঝা যায়, পীরে এরশাদী হিসাবে তিনি দপ্তরের অধিকারী ক্ষমতা প্রাপ্ত পীর, হাদী, যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

হযরত গাউছুল আজমের ৩য় ভ্রাতার ২য় পুত্র কুতুবুল আক্তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক:) কুতুবিয়ত ধারামতে মিশ্রিত মাদার মশরব সম্পন্ন কুতুবুল আক্তাব। তিনি মগলুবুল হাল বিভোর চিত্ত ভাষাভোলা কামেল অলি উল্লাহ্ ছুলুক পরিত্যাজ্য জজ্বাতী হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। পার্থিব অনুভূতি প্রাধান্য নাছুত মকামের আম্মারা স্তরের জনগণের জন্য এহেন জজ্বাতী ভাবধারা প্রাধান্য অলি উল্লাহ্র ফয়জ বরকত হাল-চাল রীতিনীতি ও জ্ঞান জ্যোতি: বুঝার জন্যে একজন দিল নিবদ্ধ কুতুবে এরশাদের মধ্যস্থতা অনিবার্য। তাই মওলানা রূমী (রহ:) মছনবী শরীফে বলেন–

"যে কোন কাঁচা বস্তু বা খাদ্য পাক করতে হলে ডেকচির পাত্র বা তাবার মধ্যস্থতা অনিবার্য। তখন এদেরকে জ্বলন্ত আগুনে দিলে ধ্বংস হয় না বরং আরো খাঁটি হয়"। এহেন খোদার জাতে "মোসতাগরক" বিভোরচিত্ত ফানী ফিল্লাহ্ খোদার জাতে বিলীন নুরে প্রজ্জলিত অলি উল্লাহ্র মোতারজ্জম বা মধ্যস্থতা একান্ত প্রয়োজন।

তিনি হযরত কেবলা কাবা (ক:) ছাহেবের পতঙ্গ তুল্য আশেক ছিলেন। হযরতও তাঁকে আন্তরিক ভালবাসার ও প্রীতির নজরে দেখতেন, একদিন জনাব বাবাজান কেবলা কা'বা (ক:) ছাহেব হযরতের কদম শরীফ দুইখানা জড়িয়ে



ধরলে হযরত কিছুতেই তাঁকে ছাড়াইতে পারলেন না। অত:পর তিনি জজ্বার হালতে তাঁকে চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করলেন এবং প্রহারে তাঁর সমস্ত বদন মোবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। হযরত কেবলা কাবা তাঁর পবিত্র চুল মোবারক ধরে মুখমন্ডলকে উপর দিকে ফিরায়ে চেহারার প্রতি জজ্বাতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক বলতে লাগলেন, 'ইউসুফের মত সুন্দর দেখতেছি যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখতেছি'।

হযরত ছাহেবানী ও আরো অন্যান্য সকলে কদম শরীফ হতে কোনমতে ছাড়ালেন এবং তৈল দিয়ে ক্ষতস্থান বেধে দিয়ে হযরত ছাহেবানী বলতে লাগলেন। "আপনি এখন কি কাজ করিলেন এমন সুন্দর চাঁদের মত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে এইভাবে প্রহার করা কি আপনার উচিৎ হয়েছে এবং তাঁর মাতাপিতা কি বলবেন" হযরত কেবলা কাবা বিশেষ শান্ত ভাবে বললেন, 'আমার দুইটি চক্ষুর মধ্যে একটি তাকে দিয়াছি, সেই শেষ পর্যন্ত আমার দুইটি চক্ষু চায়, সব দিয়া দিলে আমি কিভাবে চলিব' তখন হযরত ছাহেবানী বুঝতে সক্ষম হলেন সব তাঁদের রুহানীয়ত আধ্যাত্মিক কাজ কারবার। হযরত ছাহেবানী তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, বাবা তুমি যখন তাঁকে না দেখে থাকতে পার না সামনে আসলে তোমার প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করো এমতাবস্থায় তুমি কিছুদিন ছায়ের করে দিন কাটাও যেই দিন সময় আসবে সে দিন তোমার হক তোমাকে দিয়া যাবেন। এর কিছুদিন পর গাউছে দাওরান কুতুবুল আক্তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব ছায়েরে বের হয়ে যান।

বেলায়তের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ক্ষমতার অধিকারী অলীয়ে বিল্ মোজাররদ মজ্জুবে ছালেক ভাষা জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থানরত জাতে পাকের রুহী তছররোফাতের মহাসনে সমাসীন, যিনি হযরত কেবলা কাবার ভবিষ্যৎদ্বানীর শিশু, গোলাপ ফুল, তিনিই হযরত কুতুবুল আজম (রুহী জগতের প্রধান কর্মকর্তা) মাহবুবুল করীম মওলায়ে রহমান বাবাজান কেবলা কাবা নামে পরিচিত হন।

ইমামে আহলে ছুন্নত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহ:) ছাহেব, কুতুবুল আক্তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেবের রুহানীয়তের পরিচয় দিতে গিয়ে যা লিখেছেন তাঁর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা গেল।

বাবাজান কেবলা খ্যাতিলয়ে প্রচার সর্বস্থানে, তিনি শাহ্ আহমদ উল্লাহ্র বাগানের ফুল নিঃসন্দেহে। জগতবাসীর ঘরে ঘরে সেই ফুলের ঘ্রাণ ভ্রমিল, আশেকানদের সিজদার স্থান মাইজভাণ্ডার শরীফ হল, শেষ জমানার ছানী ইউছুপ নিঃসন্দেহে তিনি, খোদার নূরের জলওয়া জান নিঃসন্দেহে তিনি ফানাফিল্লাহ্ বাকাবিল্লাহ্র স্তরে যখন পৌছিল, চুপের মোহর তাঁর মুখে তখন তিনি খশিল। শেরে বাংলা নাম নাজেম জান সকলে। অলিগণের অমান্যকারী নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। নবজাত শিশু বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবাকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার খেদমতে নেয়া হলে তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে উর্দু ভাষায় বলেছিলেন "ইয়েহ হামারা বাগকা গোলে গোলাব হায়, হযরত ইউছুপ (আ:) কা চেহরা ইছমে আয়া হায়। উছকো আজিজ করো, মাইনে উছকে নাম গোলাম রহমান রাখা হ্যায়"।

গাউছুল আজম হযরত কেবলা কাবার (ক:) একজন কামেল খলিফা মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ:) ছাহেব, একদা জুমার সময় অজু করে দরবার শরীফে পুকুরের ঘাট হতে উঠতেই হযরত মওলায়ে রহমান বাবাজান কেবলা ভাণ্ডারী (ক:) তাঁর হাত বগলে দাবিয়ে ধরে রেখেছিলেন এবং ভাব বিভোর চিত্তে গজল পড়তে পড়তে ক্রমাগতভাবে পায়চারী করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে জুমার খোতবা আরম্ভ হলে তিনি কোন প্রকারে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জুমায় চলে যান। নামাজান্তে হযরত কেবলা কাবার খেদমতে উপস্থিত হলে হযরত বললেন, 'কাহার হাত হতে নিজকে মুক্ত করলি, কমবখত?' মওলানা ফরহাদাবাদী বলেন আমি ভীত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং মওলানা রুমীর মছনবী মনে পড়ল, অল্পক্ষণ 'একলহমা" আউলিয়ার সঙ্গ, শত বর্ষ এবাদত হতে শ্রেষ্ঠ।



উপরোক্ত বিবরণ হতে বুঝা যায় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) কেবলা কাবার আধ্যাত্মিকতার আনুকূল্যে সমৃদ্ধ হয়ে কুতুবিয়তের রহমানী ছিফতে কুতুবুল আজম রূপে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন।

এই তিন মহাপুরুষের শুভ ছোহ্বত ও আধ্যাত্মিক করুণা প্রাপ্ত সহচর এবং হযরতের একমাত্র উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীন পৌত্র গাউছে জমান সোলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব আধ্যাত্মিক জগতের কামেলে মোকাম্মেল ছিলেন এবং হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জাহের-বাতেন শরাফত বা রহস্যের ধারক বাহক ছিল।

বিভিন্ন বিবরণে প্রকাশ:- তিনি প্রথমে "কুতুবুল এরশাদ" হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেবের নিকট বায়াতে ছুন্নত ও আধ্যাত্মিক জগতের শিক্ষা গ্রহণ করেন, সেই হিসাবে তিনি (মওলানা আমিনুল হক ওয়াসেল) তাঁর পীরে বায়াত হন। তাঁর ওফাতের পর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক:) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার হাতে বায়াত এবং ত্বরীকা

কবুল করেন সেই হিসাবে তিনি তাঁর পীরে ত্বরীকত। মওলায়ে রহমান হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক:) কেবলা কাবার নিকট হতে তিনি রূহানী ফয়েজ হাছেল ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন সেই হিসাবে তিনি তাঁর পীরে তাফাইউজ।

হযরত কেবলা কাবা (ক:) সময় সময় বলতেন, "আমার দেলা ময়না আমার বাচা ময়নার চেহেরার উপর থাকবে।" হযরত কেব্লা জনাব বাবাজান কেবলাকে 'বাচা ময়না' বলতেন এবং তাঁর আদরের নাতিকে 'দেলা ময়না' বলতেন। ইহা তাঁর রূপমূলক এস্তেলাহী কালাম বা কথা ভঙ্গি।

কুমিল্লার নবাব হোচ্ছামুল হায়দার সাহেব তাঁর নায়েব আজিজ মিঞার মারফতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর খেদমতে অনেক হাদিয়া উপঢৌকন পাঠাতেন। একবার নায়েব সাহেব হযরতের খেদমতে এসে আরজ করেছিলেন হুজুর নবাব সাহেব (হোচ্ছামুল হায়দর) আপনার খেদমতে এই হাদিয়াগুলি পাঠিয়েছেন। তখন হযরত জালালী হালতে বললেন 'নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যায় ফের আওর কৌন নবাব হ্যায়'। বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহমদ নামক এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে হাজির হন। হযরত তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন "হুজুর আমার নাম সুলতান আহমদ"। হযরত কেবলা কাবা 'সুলতান' শব্দ শুনতেই বলে উঠলেন "তোম কৌন সুলতান হ্যায় সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়"।

সৈয়দুল আছ্ফিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেবকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব যে কতটুকু ভালবাসতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহার নিদর্শন স্বরূপ একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

হযরত কেবলাকে না জানিয়ে একদিন তিনি তাঁর আম্মাজানের সহিত তাঁর নানাজান মির্জাপুর নিবাসী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ মছিহুল্লাহ্ (রহ:) ছাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে যান এবং তথায় তিনি একদিন অবস্থান করেন এ দিকে হযরত ছাহেব কেবলা কাবার খেদমতে খাবার নেয়া হলে তিনি তাঁর আদরের নাতিকে তালাশ করলেন।

খাদেমগণ বললেন "হুজুর তিনি নানার বাড়ীতে গেছেন"। তখন হযরত কেবলা বললেন 'খাবার নিয়ে যাও, দাদা ময়না আসলে একসাথে বসে খাবার খাইব'। পরদিন সকালে খাদেম রহমত আলীকে মির্জাপুর পাঠিয়ে তাঁকে বাড়ীতে ফেরৎ আনা হয়। হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব বলেন- 'এই ঘটনার পর হতে আমার আর কোথাও যাওয়া হত না বরং তাঁর সাথে সাথেই থাকতে হত, এমন কি আমার বাল্যকালীন খেলাধুলা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে করা হত না। তিনি দায়েরা শরীফে তাঁর বিছানায় বসলে



আমাকেও ডেকে তাঁর সঙ্গে বিছানায় বসাতেন'।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:)'র শারীরিক রোগের ভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল এমনি একদিন তিনি ও তাঁর আদরের নাতি দেলাময়না সহ বাহির দায়রা শরীফে বসে রয়েছেন। শুক্রবার জুমার নামাজের শেষে মুসল্লিগণ পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে ভক্তি ও কদমবুছি জানাতে হাজীর হন। ঘরে বাইরে অসংখ্য লোকের ভীড়। মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরদার সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হযরতের শেষকালীন লক্ষণ দেখে মর্মাহত হয়ে পড়লেন। পাড়ার সরদার আছহাব উদ্দীন ছাহেব হযরতের খেদমতে অতিকাতর ভাবে আরজ করলেন হুজুর, আপনার তবিয়ত ও শরীর দিন দিন কমজোর হয়ে যাচ্ছে, কোন সময় আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যান, 'হুজুর স্বয়ং থাকতে হুজুরের বড় নাতী সৈয়দ মীর হাছানকে গদীতে বসিয়ে গেলে আমাদের জন্য ভাল হত, আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েগণ হুজুরের ভক্ত অনুরক্ত আগন্তুকগণ এসে হুজুরের গদী শরীফে সান্ত্বনা পেতাম এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারিতাম'। হযরত আক্‌দাছ তাদের নিবেদন শুনে প্রতি উত্তরে বললেন "মীর হাছান মিঞা নাবালেগ আমার দেলা ময়না বালেগ। দেলা ময়নাই আমার গদীতে বসবেন।" সৈয়দ মীর হাছান বয়সে বড় অথচ হযরত বলছেন 'নাবালেগ'। উপস্থিত জনগণ তাঁর এই বিপরীত বাক্য রহস্য বুঝতে পারলেন না। হযরতের পরলোক গমনের তেতাল্লিশ দিন পর যখন মীর হাছান মিঞা ৯ই মহরম জান্নাতবাসী হন, তখন সকলে হযরতের গদীর উত্তরাধিকারী মনোনয়নে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী'র পবিত্র কালামের রহস্য বুঝতে পারল।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (ক:) খলিফা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী বজলুল করিম মন্দাকিনী (রহ:) ছাহেব সোলতানুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) এঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর স্বরচিত "প্রেমাঞ্জলী" নামক গ্রন্থে লিখেছেন–

দেখে লও কুদ্‌রতির শান (২)
ত্রি-জগতের নয়ন জ্যোতিঃ দেলা বাবাজান
গাউছে ধনের হৃদয়মণি, ইমাম হোছাইন ছানী
শশী মুখ দেখতে সবের ফেটে যায় প্রাণ।
গুণেতে জগত ভরি রহিয়াছে ভাণ্ডার জুড়ি
সিংহাসনে সুগৌরবে শ্রী নামে তাঁহার।
মহিমার নাই ওর শাহা বাবা দেলাওর
বিদ্যার সাগর তিনি, আউলিয়া প্রধান।
তিনি যারে দয়া করে গাউছে ধনে চাহে তারে
মওলানাজি বাসেন ভাল পায় সে পরিত্রাণ।
বাবাজির শ্রীচরণ সবিনয় নিবেদন
করিমরে দয়া কর বাবা দো'জাহান।

হযরত ছাহেব কেবলা কাবার খেলাফত প্রাপ্ত হযরত মওলানা কাজী মোছাহেব উদ্দীন শাহাপুরী (রহ:) ছাহেব গাউছে পাকের গদীনশীন আশরাফুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) শরাফতের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর স্বরচিত "প্রেমতরী" কেতাবে লিখেছেন,

সৈয়দ দাদা দেলা ময়নার কি করি বাখান
নুরে আলম মাইজভাণ্ডারীর অবয়ব নিশান।
পরশের পরশ মণি ভাণ্ডারীর পৌত্র তিনি
প্রকাশ্যে কি দিব আমি পরিচয় তাহান।



নাম-নামি ইছমে ছানি পাপ মুখে বলি আমি
সৈয়দ দেলাওর হোছাইন শাহে আলী শান।
স্বাভাবিক আউলিয়া তিনি অলিগণের শিরোমণি
কি দিব তুলনা আমি অবোধ অজ্ঞান।
শাহাপুরী শক্তিহীন দিতে নাহি পারে চিন
ইমাম হোছাইন যেন নবীজির নিশান।

গাউছে পাকের ফয়জ বরকতের আগ্রহী অন্যতম ভক্ত প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধক জনাব আবদুল জব্বার ছাহেব "অন্বেষণে মওলায়" লিখেছেন–

দেল পেয়ারা দেলা বাবা আউলিয়া প্রধান
নুর নবী হযরতের একমাত্র নিশান।
গাউছের পেয়ারা তিনি, নব গুণে রত্ন যিনি
বিদ্যার সাগর তিনি, সৈয়দী খান্দান।
তান বাক্য যে শুনিবে দিলে ময়লা না রহিবে
অমৃত মাখান কথা অপূর্ব বয়ান।
মানব কুলে নাহি মিলে, নাহি মিলে হুর কুলে
আজব নুরের জ্যোতিঃ অজুদে মাখান।
জব্বারে বলিছে আজি যুবরাজ সেজেছে বুঝি
সাজাইব সিংহাসন উড়াইব নিশান।

সোলতানে আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:)'র একজন মুরিদান বিশিষ্ট আশেক শাহ্ ছুফী কালু শাহ্ তার স্বরচিত "শের" এর মধ্যে প্রকাশ–

মুরশিদ মওলা মেরা, শাহে দেলাওর মাইজভাণ্ডারী
পীরানে পীরে হুদা শাহে দেলাওর মাইজভাণ্ডারী
মেরী মুশকিল কোশা হোও মেরী আরমান হোও
দরদোমনন্দোকি দাওয়া শাহে দেলাওর মাইজভাণ্ডারী
কুয়ি কহতা হ্যায় ছুফী কুহিই কহতা হ্যায় আওনী
রূহে মেরাবে মেরী শাহে দেলাওর মাইজভাণ্ডারী
কভি তু ফানা ফিল্লাহ্ কভি তু বাকা বিল্লাহ্
হু-বহু শাহ্ আহমদুল্লাহ্ শাহে দেলাওর মাইজভাণ্ডারী।
বাগে ভাণ্ডার কি ছেমর মাহবুবে গঞ্জে শেকর
কুতুবে জমানে ছেরাছর শাহে দেলাওর মাইজভাণ্ডারী।
আশেকে জারে নবী ওয়ারেছে বাগে আওলি
খাকেছে ছির্‌রু অলি শাহ্ দেলাওর মাইজভাণ্ডারী।

সোলতানে আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেবের ফয়েজ প্রাপ্ত সুযোগ্য আধ্যাত্মিক দর্পণ শাহ্ ছুফী ডা: মুহাম্মদ মুছা আলম কাঞ্চনপুরী ছাহেব "ময়নার জগত", নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন–

কেরামতের মালিক তুমি আখেরী নিশান



দেলাওর হোছাইন আমার দেলাওর হোছাইন।
বিপদের বন্ধু তুমি সরদারে অলি
বেলায়তের বাদশা তুমি কলির অলি
অমৃত মধুর তোমার হোসাইনি জবান।
নবী অলি পীর মোর্শেদ কৌশল তোমার
তুমি অবতার তোমার পবিত্র দরবার
নবযুগে প্রকাশিলা মাইজভাণ্ডারী শান।
বিশ্বজগত মাঝে তুমি আছ বিরাজমান
মানবের কলবে তুমি রহীম রহমান
আল্লাহু ছামাদ তুমি আহমদী শান।

দরবার পাকের বিশিষ্ট আশেক জনাব মুহাম্মদ আবুল কাশেম সাহেব তাঁহার রচিত প্রেমাকর নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

(আমি) দেখিয়াছি বুঝিয়াছি চিনিয়াছিরে
নূরী বদন প্রেমিক রতন দেলা বাবারে।
আশেকের মাশুক তিনি হযরতের নয়ন মনি
ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী যিনি হইয়াছে রে।
দুই কুলের মুর্শিদ হইতে পাপীতাপী উদ্ধারীতে
ভাণ্ডারে মানব রূপেতে আসিয়াছেরে।
আউয়ালে এশকের খেলা পরকাল ত্বরানে ওয়ালা
করিতে জগত উজালা আর কে আছেরে।
দাসে বলে কথা ধর, আগে দিলের নিন্দা ছাড়
রূহানী প্রেম হাসিল কর তান কাছেরে।
হেঁসে কাশেম গদ গদে ফুলের মধু মনের সাধে
পান করিতে মওলার পদে ধরিয়াছেরে।

পাক দরবারের মুরিদুল হোছাইনী, আহকার আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী মনের ভাব প্রকাশ করেছেন ছালামে গাউছিয়ার তালিমের সুরে।

(ক) হযরতের নয়নের মণি, ভাণ্ডারের নুরের খনি
ইমামে হোসাইনে ছানী, প্রেমিকের অন্তর্যামী
(খ) আহ্‌মদী নুরের বাগিচায়, ফুটে ফুল সদা সর্বদায়
সেই ফুলের নামটি দেলাওর, রওশান করিল দুনিয়ায়।
(গ) মুরশেদী শাহা দেলাওর, তুমি হ্যায় অলীয়ে ভাণ্ডার
তুহি হ্যায় ওলীয়ে ছরদার, মেরী দিল করো মনোয়ার।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার একমাত্র আওলাদ পৌত্র তাজুল আছফিয়া সোলতানুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব কুতুবুল আকতাব সোলতানে আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব প্রকাশ বাবাজান কেবলা কাবার ২য় কন্যা মোছাম্মৎ শাহজাদী সৈয়দা 'পীর মা" সাজেদা খাতুন (রহ:) সাথে ১৯১৬ ইংরেজী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রকাশ থাকে যে, ৬ মাস বয়সে শাহজাদী



সৈয়দা সাজেদা খাতুন ছাহেবানীকে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এঁর নিকট দোয়ার জন্য নেয়া হলে তিনি বলেছিলেন তাকে আমার দাদা ময়নার সাথে শাদী করাইয়া দিব। ১৯৬৮ ইংরেজী ৬ই জুন, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৯ই রবিউল আউয়াল তাঁর বিয়োগ ঘটে।

তিনি নীতিগত কাজ, নীতিগত চাল-চলন কথাবার্তা পছন্দ করতেন। নীতিহীন কোন লোককে পছন্দ করতেন না। যেমন-

* এক ধনী ব্যক্তি সেই সময়ে যিনি রহমান মঞ্জিলে আসা যাওয়া করতেন। দুই তিন দফা "গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে" আসার পর তাজুল আছফিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) কে বলেন যে 'হযরত বাবাজান কেবলা কা'বা (ক:) ছাহেব আমার (উক্ত ব্যক্তির) কর্জ পরের পাওনা টাকা দিতে নিষেধ করিয়াছে। তার কথার উত্তরে তিনি (অছি-এ-গাউছুল আজম) বলেছিলেন, 'ইহা আপনার মনের কল্পনা প্রসূত হতে পারে। কোন কামেল বুজুর্গ এইরূপ বলেন না যাহা রেওয়াজ, আইন, ধর্মীয় নীতির খেলাফ। উভয়ের সন্তুষ্টির ভিতর একটি মধ্যপন্থা হতে পারে।" তারপরও তাঁকে তিনি স্বমতে অনড় দেখে বলেছিলেন, আপনি খাওয়ার পর চলে যান এই বাড়ীতে আর আসবেন না। যেহেতু আপনি একজন বুজুর্গের নামে পরিকল্পিত কথা বলেন, ইহা নিষেধ।

* আরেক ব্যক্তি মির্জাপুরের অধিবাসী অবস্থাপন্ন চাষা। একই রকম পাল্লায় পড়ে গাজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বলতেন 'জমিন খোদার খাজনা দিব কাকে?' অল্প দিনের মধ্যেই জমি-জমা দেনা এবং বাকী খাজনার দায়ে হাতছাড়া হলে ছেলেও ঐভাবে অভ্যস্থ হয় পরস্পর একজন ঘরে গাদীতে থাকিত। অপর ব্যক্তি ভিক্ষা করিত। এইভাবে ঘরটি বিরাণ হতে বাধ্য হয়।

* বরিশাল নিবাসী আবেদার পিতা নামে পরিচিত এক লোক মিঞাদের গরুর ঘরে কাজ করিত হঠাৎ সংকল্প করিয়া বসিল 'ফকিরী পাইতে চাই' না হয় বাবা কেবলার হুজুরার পূর্ব দরজার পার্শ্বে না খেয়ে মরে যাব। কয়েক দিন পর সে বাস্তবিকই মারাই গেল। এই ভাবে নবী করিম (সঃ) এঁর হেদায়ত পীর এরশাদীর আনুগত্য বিহীন মনগড়া কাজে লিপ্ত লোকেরাই ফকিরীর নামে নিজ নিজ কর্মফলে নানান অবস্থা রটাইয়া অনর্থ সৃষ্টি করে।

এই ধরণের বহু ব্যক্তি ছুফী রীতি-নীতি নিয়ম (দস্তুর) নৈতিক ধর্ম নিষ্ঠা কামেলের সঙ্গে পীরি মুরিদী সম্পর্ক না রেখে নিজেরা পীরি করে এবং অপরকে ভরসা দিয়ে বলে এখানে সত্য-মিথ্যা, আচার ধর্মের বালাই নাই। কথিত বাবার প্রতি ভক্তি রাখিলেই মুক্তি নিশ্চিত। পীরি-মুরীদি ছিলছিলা নিজ "শজরা শরীফ" প্রমাণ অভাবে যে কোন একজন মজ্জুব বা কথাবার্তা বলে না এরূপ ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক নিজ পীর বলে জাহির করে এবং হুকুম-ইশারা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে মনগড়া কাজ করে নিজ ফজিলত জাহির করে। অপরকে এই সবে বিশ্বাসী হয়ে আস্থা স্থাপন করতে রাজী করে। নিজকে ভিন্ন কিছু দেখাবার গরজে বিভিন্ন বেশভূষায় বিভুষিত করে। এই ধরণের বুজুর্গ বেশধারী কৃত্রিম শাহ ছাহেবেরা লোকের বাড়ী বাড়ী ছায়ের সফর কাজে বেশী সময় ঘুরাফিরা করতে দেখা যায়। মাইজভাণ্ডারীর উসুল কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী, ইহা ব্যবসাদারী পীরত্বের সমর্থক নহে বরং নেহায়ত নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এই পীরি ব্যবসাদারী পতন যুগে ইহা নৈতিক ধর্মের জীবন দানকারী ধ্রুবতারা। (বলায়তে মোত্লাকা)। নীতির মৃত্যু আমার মৃত্যু আমার ভবিষ্যতের মৃত্যু এই ত্রিবিধি নীতিমালায় গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন তিনি।

১৯৬৯ সালে হাসপাতালে অপারেশনের পর একজন ডাক্তার তাঁকে বললেন, "আপনার কাছে মহাশক্তি আছে না হলে এই রকম লোক বাঁচতে পারে না"। উত্তরে তিনি বলেছিলেন মহাশক্তি যাঁর আছে তিনি আমাকে ভালবাসেন সুতরাং আমি যে অবস্থায় যেখানে যাইনা কেন তিনি আমার সঙ্গে থাকেন"। কোন বিষাদের সম্মুখীন হলে তাঁর মন মোচড়াইয়া পড়তনা বরং সাহস ও ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করে সাহসের সাথে কাজ করতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।



বর্তমানে যেই যৌতুক প্রথার রীতি-নীতি জোরদার হয়েছে তা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর পরিবারে তৃতীয় পুত্র বর্তমান সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মা:জি:আ:) এঁর শুভ বিবাহের সময় দেশের প্রচলিত প্রথা উপহার রীতিনীতির বিপক্ষে সাম্য আদর্শ স্থাপন মানসে কোন উপহার "নজর" না নেয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বহু ব্যক্তি উপহার নজর নেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেও তিনি নিজ নীতিতে অটল থাকেন।

তিনি কখনোই ছায়েরী পীরি করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন নিজস্ব পাক পবিত্রতার জন্যে মানুষ পুকুরের শরণাপন্ন হয় পুকুর মানুষের নিকট গমন করে না। তিনি আরও বলতেন "যেই বালি জল শোষণ করে তাতে কোন উদ্ভিদ জন্মে না অর্থাৎ অর্থলিপ্সু পীরের নিকট হতে মুরিদ কখনোই মুক্তির দিশা পেতে পারে না"।

"আত্কা খোদার ভয়, তাকাদ্দোছ অন্তর পবিত্রতা এবং হামদ বা সন্তোষ যা রোজার প্রতিপাদ্য সার বস্তু। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর মুরীদের মধ্যে সব সময় এ অবস্থা বহাল থাকে সুতরাং তাঁরা সব সময়ের জন্য রোজাদার। ইহাতে হযরতের মুরীদদের বিরাট যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। যারা উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত নহে তারা হযরতের মুরিদ বলে দাবী করা উচিত নহে। বরং তারা দোয়া গ্রহণকারী মাত্র, যেহেতু তারা "ফানায়ে ছালাছায়" আগ্রহী নহে।

উক্ত বানীর অনুসরণে বলতে হয় যারা তাঁর ত্বরীকায় মুরিদ বলে দাবী করিতে চায় তাঁদের পক্ষে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর প্রকৃত রীতি-নীতির অনুসরণ করা একান্ত দরকার। তাহা না হলে ফয়জ রহমত বাধা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন দরবারে কামেল ব্যক্তিগণের আওলাদ ও সাধারণ ব্যক্তিগণকে কবর দিয়ে আড়ম্বরের যেই প্রতিযোগিতা চলছে তা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) যে সিংহাসনে অবস্থান করে জাহের-বাতেন বেলায়তের মিরাজ বিতরণ করেছেন হযরতের কামেল খলিফাগণ এবং বর্তমানে দরবারে পাকে আগত ভক্ত অনুরক্তগণ সবাই ঐ সিংহাসনকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতির নজরে দেখেন। যেহেতু ঐ নূরানী-ঈমানী সিংহাসনই দোয়ার মেহরাবের মূল উৎসে পরিণত হয়েছে। ফয়জ বরকত অনুগ্রহের কেন্দ্র, তাঁর পবিত্র মেহরাবে তাঁর একমাত্র পুত্র শাহাজাদায়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা ফয়জুল হক ফানী ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (ক:) মরহুম শাহ্ ছাহেবের পুত্র অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) কে নিজ গদিতে সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং সোলতান, দেলা ময়না, নবাব ইত্যাদিতে তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন।

তাহা আগামীতে জারী রাখার জন্য সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) তাঁহার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ঘোষণা করিয়া, শজরা শরীফের ধারাবাহিকতায় রুহি ওয়ারেছ সাব্যস্ত করিয়া, শজরাতুল একিনের মালিক করিয়া ১৯৭৪ সালে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, সোলতানে আজম, আবুল বারাকাত, আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ছাহেবকে পবিত্র খেলাফতের মালিক করিয়াছিলেন। তাহা সকলের অবগতির জন্য তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত ও প্রচারিত মানব সভ্যতা বইটির ভূমিকায় লিখিয়াছেন- "অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কমেল অলিউল্লার নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর "সাজ্জাদানশীন" সাব্যস্ত, তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।"



গাউছিয়ত সরকারের এই করুণার ধারা জারী রাখার মানসে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:)ও "একইভাবে সেই শজরা শরীফের ধারাবাহিকতায় আমার অবর্তমানে হজরত আক্দাছের আস্তানা পাকের হুজুরা শরীফের পার্শ্বে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন আমার একমাত্র পুত্র আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মিয়াকে হানেফী মজহাব সুন্নতে এজমা বিধি ফতওয়া মতে আমি মনোনীত করিয়া আওলাদিয়তের আঙ্গিকে রূহি ওয়ারেছ সাব্যস্ত করিয়া খেলাফতের ধারাবাহিকতায় আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম এবং এই মহান দরবারের পবিত্র খেলাফত ছিলছিলা শিক্ষা-দীক্ষা শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন রূহি ওয়ারেছ, এই গাউছিয়ত জারীর অধিকারী করিয়া আমার গদীর মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত করিলাম। আগামীতে আওলাদিয়তের আঙ্গিকের ধারাবাহিকতায় রূহি ওয়ারেছ হিসাবে মনোনীত গদীর স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীনের গদীর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গাউছিয়ত জারী হাসরতক্ থাকিবে।" ইনশাল্লাহ।

বর্তমানে পাকা উঁচু কবর করিয়া দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মত দালান নির্মাণ, দরগাহ সাজিয়ে পয়সা রুজির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের রেওয়াজ দেখা দিয়েছে। তাঁর বিপরীতপন্থা অবলম্বনপূর্বক তিনি ওফাত হবার আগে "বাগে-হোছাইনীতে" তাঁর সহধর্মিনীকে দাফন করতঃ কবর দিয়া অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর আওলাদে পাকগণকে নছিয়ত করেছিলেন তাঁকে বিনা আড়ম্বরে "বাগে হোসাইনীতে অনুরূপভাবে দাফন করার জন্য এবং বেছালের পর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অছি-এ-গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী'র সেই নির্দেশনা কার্যকরী ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

যারা খোদায়ী ফজিলত সম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম বিক্রিপূর্বক ব্যবসা করে এই সমস্ত দুর্নীতিবাজের খপ্পর হতে বুজুর্গ ভক্ত এবং খোদার পেয়ারা জন সাধারণকে রক্ষা করার মানসে ছুফী সভ্যতার মূলনীতি প্রসার ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে অছিয়ে গাউছুল আজম ১৯৪৯ সালে "আঞ্জুমানে মোত্তাবেীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে সংগঠন পরিচালনার জন্য "গঠনতন্ত্র" ছাপিয়ে প্রচার করলে সাথে সাথে কয়েকখানা শাখা সমিতি এবং জেলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান অর্জন করার মানসে "জ্ঞান ভাণ্ডার" নামক একটি পাঠাগার স্থাপন করেন।

তাঁর গৃহ শিক্ষক মওলানা হাফেজ কারী মোহাদ্দেছ জনাব তফাজ্জল হোসাইন মির্জাপুরী (রহ:) ছাহেব হযরত আক্দাছের রওজা শরীফের খেদমত হতে অবসর নেয়ার পর বাড়ী যাওয়ার পূর্বে তাকে স্নেহ করে বলেছিলেন "দেখ যেই সময় তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার লোক থাকবে না, সেই সময়ের জন্যে নেক্কার বুজুর্গ সঙ্গী হিসাবে কতগুলি কিতাব দিয়া গেলাম উক্ত মূল্যবান কিতাব ও অনন্য কিতাবসহ তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি "তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করেন।

স্থানীয় এবং দুরদূরান্তরের ভক্ত ও আশেকান হতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া ওরশ শরীফ সুপার ভিশন কমিটির তত্বাবধানে নিজ ব্যয়ে ও প্রচেষ্টায় বিশ্বের এই পঞ্চম বৃহত্তম সমাবেশের কার্যাদির আন্জাম সফলভাবে দিয়ে আসছিলেন এবং বর্তমানেও তা বলবৎ আছে। তাঁর নির্দেশিত পন্থায় সুষ্ঠ ব্যবস্থার ফলে এত বড় ঐতিহাসিক সমাবেশে কখনও কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটতে দেখা যায় নি। ওরশ শরীফে সমাগত ভক্ত অনুরক্ত ও আগন্তুকদের থাকা খাওয়া তথা সার্বিক তদারকির নিমিত্তে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "খাদেমানে গাউছুল আজম" নামক একটি স্বেচ্ছাসেবক দলও গঠন করেন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জাহের বাতেন ধারক-বাহক এন্তেজামকারী হিসাবে বিভিন্ন কাজ তিনি সফলভাবে করতে সক্ষম হয়েছেন যথা: পবিত্র রওজা শরীফের বিভিন্ন সংস্কার নির্মাণ কাজ, আগন্তুক মেহমানদের সুযোগ সুবিধার্থে গাউছিয়া আহমদিয়া মেহমান খানা প্রতিষ্ঠা করেন, হযরতের রওজা শরীফের পূর্ব পার্শ্বে নামাজের ও জেয়ারতের সুবিধা হয় মত একটা "এবাদত গাহ" প্রতিষ্ঠা করেন। দরবার পাকের এন্তেজাম ও পারিবারিক সুবিধার্থে



হযরত কেবলার নির্দেশে একটি দোকান প্রতিষ্ঠান করেন। যাহা বর্তমানে হযরতের দরবারে পাকে "দরবার শরীফ ষ্টোর" নামে পরিচিত। শেষ বয়সে রওজা শরীফের পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে ও রওজা শরীফের উত্তরে গাউছিয়া আহমদিয়া মেহমান খানার উত্তরে একটি তোরণ "দরজা-এ-গাউছিয়া আহমদিয়া" নির্মাণ করতে সক্ষম হন।

তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (ক:) স্মৃতিবাহী প্রতিষ্ঠান নাজিরহাট জে,এম, আহমদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা ও নানুপুর মজহারুল উলুম গাউছিয়া সিনিয়র মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গাউছে পাকের নামে প্রথমে একটি জুনিয়র মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন পরে উক্ত জুনিয়র মাদ্‌রাসা হাইস্কুলে পরিণত হয়। স্থান সংকুলান না হলে নিজ উদ্যোগে জমি বন্ধক দিয়ে গৃহ নির্মাণ করেন। বর্তমানে তাহা লেলাং ইউনিয়নের অন্তর্গত চাড়ালিয়া হাটে মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় নামে বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি ১৯৪৩ সালে মাইজভাণ্ডার এলাকায় ভাণ্ডার শরীফ আহমদিয়া প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠান করেন।

তাহা ছাড়া দরবার শরীফ পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা, বাজার প্রতিষ্ঠা, দরবার শরীফ এলাকায় বিদ্যুৎ বাতির প্রচলন প্রচেষ্টার সফল, নাজিরহাট রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রী শেডের প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা, নাজিরহাট হতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ রোডের উন্নয়ন প্রচেষ্টা-সি,এণ্ড,বি রাস্তা এবং ইহা ছাড়া বাবা জান কেবলার (ক:) রওজা পাকের সংলগ্ন পশ্চিমমুখী শাহ্ আহ্মদ উল্লাহ্ রাস্তাটিও তাঁর সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ অবদান। আরো অসংখ্য জাহের-বাতেন কাজের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হতে প্রমাণিত হয় মানুষের কর্মজীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন মঙ্গলদায়ক হওয়ার জন্যে তাঁর খুবই সুনজর ছিল এবং তিনি মানুষকে সংসার বিরাগী না হয়ে সংসার অনুরাগী হয়ে খোদা অন্বেষি হওয়ার উপদেশ দিতেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর উত্তরাধিকারী পৌত্র তাঁর পরবর্তী সময়ে দরবারে পাকের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিগনির্দেশনা সম্বলিত সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি বিবৃতি 'জরুরী বিজ্ঞপ্তি' নামে ১৩৮১ বাংলা (১৯৭৫) দশই মাঘের ওরশ মোবারকের পূর্বে মুদ্রণ পূর্বক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সোলতানুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) ছাহেব লিখিত উক্ত "জরুরী বিজ্ঞপ্তি" খানা নিম্নে প্রকাশ করা হলো:-

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

"ওরশে পাকে গাউছে আজম শাহে মাইজভাণ্ডার কা
আশেকুঁকো শওকছে তশরীফ লানা চাহিয়ে।"

অত্র বিজ্ঞপ্তি মূলে অবগত করিতেছি যে,

আসছে ১০ই মাঘ রোজ শুক্রবার ১৩৮১ বাংলা মোতাবেক ২৪শে জানুয়ারী সাবেক পদ্ধতিতে গাউছে পাকের পবিত্র স্মৃতি বার্ষিকী ওরশ শরীফ হযরত আক্‌দাছের মাজার শরীফের পার্শ্বে-হুজুরা শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের সামনে অনুষ্ঠিত হইবে।

কামেলের মাজার জান সর্ব্ব দুঃখ হারি।
প্রেমিকের প্রাণে ঢালে শান্তি সুধা বারী।

ইহা হযরতের প্রতি আনুগত্যের মেহরাব হিসাবে পবিত্র হুজুরা শরীফের সম্মুখে মিলাদ শরীফ, ইছালে ছওয়াব, সকলের নেয়াজ কবুল ও হাজত মকছুদ পুরণার্থে মোনাজাত করে দোয়া কামনা করা হয়।



হাফেজ সিরাজীর বাণীঃ-

যেই দরজাটি লোকের হাজত মকছুদ পুরণের মেহরাবে পরিণত, সেই ঘরটি আকর্ষী সরাবের মত জনপ্রিয় কাম্য আকর্ষক এবং পেয়ারা সাব্যস্ত।

পবিত্র মিলাদ শরীফের পরেই হযরতের নির্দেশিত চট্টগ্রামী দস্তর মত নেয়াজ (তবরুক) বিতরণ করা হয়। হযরতের ওরশ শরীফ বা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির জন্য কাহারো নিকট থেকে যাঞ্চা মাগা বা চাওয়ার নিয়ম নাই। স্বতঃপ্রদত্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সম্পন্ন হাদীয়াই গ্রহণ করা হয়। যাহা "খাইন" শাসক কর্তৃক পাইকারী মত নহে।

যেই সকল ফিকিরবাজ ফেরববাজ ব্যবসা বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা এই সকল উদ্দেশ্য দেখাইয়া বিভিন্ন নামে ভূয়া মিথ্যা ঠিকানা প্রকাশে নিজেরা বা স্বার্থপর এজেন্ট দ্বারা রশিদ ইত্যাদি দেখাইয়া টাকা এবং নানা বস্তু উশুল করে, তাহারা হযরতের পুত্র বংশ বা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মালিক ওয়ারিশ বা সংশ্লিষ্ট মোন্তাজেম লোক নহে।

সকলের অবগতির জন্য ইতিপূর্বে বহুবার দৈনিক আজাদী পত্রিকা মারফত প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করিয়াছি এখনো বলিতে চাই যে, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর বংশধর আওলাদগণ বাড়ী বাড়ী গিয়া ছায়ের ব্যবসা করে না। যাহা গাউছিয়ত নীতি বিরুদ্ধ। এই সকল ফিকিরবাজ, শঠ, প্রবঞ্চকগণ হযরতের পুত্র বংশ বা হযরতের নামীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির মালিক ওয়ারিশ মোন্তাজেম নহে।

আমার পাঁচ ছেলে (১) সৈয়দ জিয়াউল হক (২) সৈয়দ মুনিরুল হক (৩) সৈয়দ এমদাদুল হক (৪) সৈয়দ দিদারুল হক (৫) সৈয়দ সহিদুল হক শাহ্‌জাদাগণই গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ছাহেবের এবং আমার পুত্র বংশধর আওলাদ (অলদ) অন্য কেহ নহে।

প্রথম পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে তাহার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ পুকুরের উত্তরদিকে আমার নিজস্ব বাগান বাড়ীতে পাকা-দালান স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া এবং তাহার প্রাপ্য জমি-জমা তুল্যাংশে ভাগ বন্টন মতে দিয়া পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি এখন তিনি নিজের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ মুনিরুল হক (চার্জ) মোন্তাজেম, ৩য় পুত্র সৈয়দ এমদাদুল হক মনোনীত সাজ্জাদানশীন ও নায়েব মোন্তাজেম, চতুর্থ পুত্র সৈয়দ দিদারুল হক, পঞ্চম পুত্র সৈয়দ সহিদুল হক নায়েব মোন্তাজেমসহ এই চারিজনই মোন্তাজেম হিসাবে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিলে অবস্থান করিতেছে। হযরত আক্‌দাছের আস্তানা পাকের হুজুরা শরীফ, গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল, রওজা শরীফ, ওরশ শরীফ স্মৃতি জড়িত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির আইন-সঙ্গত এন্তেজামকারী মোন্তাজেম জিম্মাদার।

সৈয়দ এমদাদুল হক হানফী মজহাব-সুন্নতে এজমা বিধি ফতওয়ামতে আমার মনোনীত সাজ্জাদানশীন সাব্যস্ত।

যাহারা খোদায়ী ফজিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) সম্পন্ন ব্যক্তিদের নাম বিক্রি পূর্বক ব্যবসা করে তাহাদের খপ্পর হইতে রক্ষার মানসে বুজুর্গ ভক্ত ও খোদা-পেয়ারা ব্যক্তিদিগকে সতর্ক করিতেছি। যেহেতু দুর্নীতির প্রশ্রয়কারীও দুর্নীতিবাজের সমান। কামেলের অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, বিরোধিতা অবৈধ বে-আইনী ও পাপ।

প্রসঙ্গত- উল্লেখ্য যে, আমার মেয়েদিগকে তাহাদের উপযোগী জমা-জমি পৃথক দান পত্র মূলে দান করিয়াছি। ছুফী সভ্যতা প্রচার "জ্ঞান ভাণ্ডার" পাঠাগারের জন্য মং ১০,০০০/= দশ হাজার টাকা দান করিয়াছি।

এতদসঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে আমার অবর্তমানে হযরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা



শজরাদান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী-সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।

ইতি-

খাদেমুল ফোক্‌রা

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশীন- গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

এই যোগ্যতম মহাপুরুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টির অপূর্ব অদ্বিতীয় দো'জাহানী বন্ধু বিশ্ব দরদী মানব কল্যাণে জগদ্বাসীর অতুলনীয় আশার প্রদীপ হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক লীলা সমাপনান্তে উভয় জগতের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ পাপী-তাপী দুঃখী দুঃস্থের একমাত্র ভরসা সহায় সম্বল ও আশ্রয়স্থল, নবীদের ও অলীদের নয়ন মণি গুপ্ত খোদা রহস্যের ব্যক্ত খনি, আউলিয়াদের অগ্রনায়ক গাউছে পাকের স্থলাভিষিক্ত মাহবুবে রব্বানী সোলতানে আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) মহান নবী (সঃ) ও তাঁর প্রিয় মাহবুব গাউছে আজম মাইজভাণ্ডারীর সর্ব ছেফাতের আদর্শ ও অধিকারী হয়ে শেষকালে বিশ্ববাসীর নয়নের অগোচরে মহান প্রভুর মহাজাতে প্রস্থান করলেন।

হযরত মুহাম্মদে মোস্তাফা আহমদে মোজতাবা (সঃ) এঁর শুভ আবির্ভাব ও তিরোধানের গৌরবময় পবিত্র রবিউল আউয়ালে ১৪০২ হিজরীর ২০ তারিখ এবং হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:)'র আবির্ভাব ও তিরোধানের পূণ্যময় মাস ১৩৮৯ বাংলার মাঘের ২ তারিখ, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮২ ইংরেজী রোজ শনিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে এক পবিত্র শুভ নিভৃত মুহূর্তে পরম প্রিয়তম একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহর শুভ মিলনে বিশ্ববাসীকে ছাড়িয়া এই ধরাধাম ত্যাগে পবিত্র অমর ধামে শুভ যাত্রা করেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"। তাঁর পবিত্র মহান আত্মার উপর অবিরাম আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শান্তি করুণা বারি বর্ষিত হউক।

আমাদের আশার রবি প্রাণনিধি নয়ন-মণি আজ বুঝি এই বিশ্ব ভুবন অন্ধকার করে আমাদিগকে অসহায় করে চলে গেলেন। তার শুভ যাত্রার কথা সমস্ত দেশ-দেশান্তরের ভক্ত অনুরক্তবৃন্দ শোক উচ্ছ্বাসে মাতাল বেশে পতঙ্গ সম দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। কত আশেকবৃন্দ শোকে কাতর হয়ে বেঁহুশ মৃত প্রায় শায়িত রইল। কত শত শত ভক্তকুল মণিহারা সর্পের মত হারানো মণির শোকে প্রাণ হারাতে উদ্যত হল, জন সমুদ্রে বিষাদ তরঙ্গ মালা তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল এই বিশাল শোকোদ্বেলিত অনিয়ন্ত্রিত জন-সমুদ্র জমায়েত তাঁর নক্ষত্র তুল্য নুরানী ঈমানী পবিত্র আওলাদে পাক ও বংশধর এবং মুরিদ ভক্ত-অনুরক্ত কামেল বুজুর্গানের বিপুল সমাবেশে উক্ত দিনে আছরের নামাজের পর প্রায় বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় নামাজে জানাজা কার্য সমাপন হয়। মাইজভাণ্ডার শরীফস্থ পারিবারিক সমাধী স্থান "বাগে হোসাইনীতে" মাগরিবের নামাজের পূর্বে তিনি সমাহিত হন। তাঁর রচিত স্রষ্টা মিলনের এই দার্শনিক বাসর গীতি উৎকীর্ণ রয়েছে তাঁর প্রত্যাশিত অনাড়ম্বর, সবুজঘাসে ঢাকা সমাধির পাশে-

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি, তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ, তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহার-নির্জনতার আসরে,
তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি আজি তোমারই বাসরে।



ছবি তোলা সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা

মুফতীয়ে আজম আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
প্রধান ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ছবি তোলা জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সম্পর্কে বর্তমানে কেউ কেউ বাড়াবাড়ী ও সীমালঙ্ঘন করতে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যারা প্রয়োজন বশত বা বিশেষ কোন কারণে ছবি তোলাকে বৈধ বলেছেন তাদেরকে কুফুরীর অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছে, যা একজন মুমীন মুসলমানের ইজ্জত আবরুর উপর এর চেয়ে বড় অপবাদ আর কি হতে পারে। তাদের লিখার হাব-ভাব দ্বারা মনে হয় বর্তমান বিশ্বে মুসলমান থাকলে শুধু তারাই আছে আর কেউ নয়। তাই ছবি তোলা বৈধ ও অবৈধ নিয়ে উম্মতের মুহাক্কিক্ আলিম, মুফতী ও ফক্বীহগণের অভিমত বিস্তারীত ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম। যাতে সকলের বিভ্রান্তির নিরসন হয়। প্রিয়নবী রহমতে আলম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

لا تدخل الملائكة فيه كلب وصورة

অর্থাৎ রহমতের ফিরিশতারা ঐ সব ঘরে প্রবেশ করেনা যে সব ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে (ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) এ হাদীস শরীফ ছাড়াও ছবি সম্পর্কিত অপরাপর হাদীস শরীফের আলোকে ছবি অংকন করা বা ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা, সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ওলামা ছবি অংকন করা ও তোলাকে সাধারণ ভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কতেক উলামা যে সব ছবির শরীর ও ছায়া নেই সেসব ছবিকে বৈধ বলেছেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফ কে তাদের সমর্থনে পেশ করেন। যেমন:

عن زيد بن خالد بن ابى طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعد ناه فاذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيدالله الخولانى فى ربيب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول فقال عبد الله الم تسمعه حين قال الا رقما فى ثوب- (صحيح بخارى حديث)

অর্থাৎ: যায়েদ ইবনে খালেদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী হযরত আবু তালহা (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এরশাদ করেছেন যে, যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। (বর্ণনাকারী বলেন) বুসর বলেছেন- হযরত যায়েদ অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম, তখন তাঁর ঘরে দরজায় ছবি ওয়ালা পর্দা দেখতে পাই। আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানী (যিনি উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মুনা রাদিআল্লাহু আনহা এর ছেলে) কে জিজ্ঞাসা করলাম যায়েদ আমাদেরকে কি পূর্বে ছবি থেকে নিষেধ করতেন না? হযরত উবায়দুল্লাহ বললো- তুমি কি শুননি যে, তিনি কাপড়ের উপর অংকিত ছবিকে পূর্বের হুকুম থেকে পৃথক করে থাকেন। (ছহীহ বুখারী-১ম খণ্ড, ৪৫৮পৃ., ২য় খণ্ড-৮৮১পৃ.)

আল্লামা নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে,

هذا يحتج به من يقول باباحة ما كان رقما مطلقا



অর্থাৎ যারা মতলক বা সাধারণ ভাবে অঙ্কিত ছবির বৈধতা বলে থাকেন তারা এ হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। (ইমাম নববী শরহে সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৬০০ পৃ.)

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী ফতহুল বারীতে এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন–

وقال القى طبى ظاهر الحديث زيد بن خالد عن ابى طالحة الماضى قيل ان الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذى فيه صور ان كانت رقما فى الثواب وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بان يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث الى طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافى فى الكراهة .

অর্থাৎ আল্লামা কুরতুবী বলেন- হযরত যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ফিরিশতাগণ ঐ সব ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকেন, যাতে পর্দায় অংকিত ছবি থাকে। আর হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা) এর বর্ণনা দ্বারা ফিরিশতা না আসাটা বোধগম্য হয়। এ উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান হলো এই যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহা) এর হাদীস দ্বারা মাকরূহ হওয়া বুঝায় আর আবু তালহা (রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুর) হাদীস দ্বারা সাধারণ ভাবে বৈধ হওয়াকে বুঝায়। বৈধ হওয়াটা মাকরূহ হওয়াকে নিষেধ করে না। (ইবনে হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, ৩৯২পৃ.)

উক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে–

ان مذهب حنابلة جواز الصورة فى الثواب ولوكان مطلقا على مافى خبر ابى طلحة ولكن ان ستربه الجدار منع عندهم فقال النووى وذهب بعض اسلف الى ان الممنوع ما كان له ظل له ومالا ظل له فلا بأس با تخاذه مطلقا .

অর্থাৎ: হাম্বলী মাজহাব মতে সাধারণভাবে কাপড়ের উপর অঙ্কিত ছবি বৈধ। যা আবু তালহার হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। অবশ্য যদি ঐ ছবি দিয়ে দেয়ালে পর্দা দেয়া হয় তবে তা তাঁরা নিষেধ করেন। আল্লামা নববী বলেন : পূর্ববর্তী কতেকের মাযহাব ছিল যে, যে সব ছবির ছায়া নেই তা বানানো সাধারণ ভাবে বৈধ। আর যে সব ছবির ছায়া আছে তা অবৈধ বা নিষেধ। (ফতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, ৩৮৯পৃ.)

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুর দিকে ছবি তৈরী করা ও সংরক্ষণ করাকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে নক্‌শাকৃত বা অঙ্কিত ছবির ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আইনী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি লিখেছেন–

وانما نهى الشارع اوّلا عن الصور كلها وان كانت رقمالانهم كانو احديثى عهد بعبادة الصور فنهى عن ذالك جملة ثم لما تقر نهيه عن ذلك اباح ما كان رقما فى الثواب للضرورة .

অর্থাৎ- শারে আলাইহিস সালাম প্রথম দিকে প্রত্যেক ধরনের ছবি তৈরীকে নিষেধ করেছেন, যদিও তা কাপড়ের উপর নক্‌শাকৃত হোক না কেন। কেননা ঐ সময় লোকেরা ছবির ইবাদত করতে অভ্যস্থ ছিলো। এ জন্য সাধারণ ভাবে নিষেধ করেছেন। আর যখন ঐ নিষেধাজ্ঞার কারণ উঠে যায় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন বশত : কাপড়ের উপর নক্‌শাকৃত বা অঙ্কিত ছবির অনুমতি দেন। (আল্লামা



বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, ২১ খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) হাদীসের মধ্যে এ ধরণের অনেক উদাহরণ দেখা যায় যেমন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত কবর পূজার প্রতি ধাবিত হতে পারে এ আশংকায় প্রথম দিকে কবর জিয়ারতকে নিষেধ করেছিলেন। যখন মুসলমানদের অন্তরে তাওহিদের বা আল্লাহর একত্ববাদ সুদৃঢ় হয়ে যায় তখন আবার কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়ে দেন। তেমনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকদের মদ্যপানের অভ্যস্থতার কারণে ঐ সব পাত্রের ব্যবহারও নিষেধ করে দেন, যা দ্বারা মদ্যপান করা হতো। পরে মুসলমানরা যখন মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলো তখন ঐসব পাত্র ব্যবহারও বৈধ হয়ে যায়। অতএব উপরোক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হলো যে, পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এবং হাম্বলীরা মুতলাক বা সাধারণ ভাবে শরীর বিহীন (গায়রে মুজাচ্ছম) ছবি তোলাকে বৈধ বলে মত পোষণ করেন। আর মালেকীদের মধ্যে বিশেষত আল্লামা কুরতুবী, শাফেয়ীদের মধ্যে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী, রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীর বিহীন ছবির ব্যাপারে বৈধতার পক্ষে রায় দেন। আর আমাদের হানাফীদের মধ্যে বিশেষত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও শরীর বিহীন ছবি কে প্রয়োজন বশত : জায়েজ বলে মত পোষণ করেন। অবশ্যই ফকীহগণ শরীর সমেত (মুজাচ্ছম) ছবিকে হারাম বলেছেন। যেমন কারো মুর্তী তৈরী করা। আর যে সব ফকীহ শরীর বিহীন (গায়রে মুজাচ্ছম) ছবির বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁদের যুগে ফটোগ্রাফ বা ক্যামেরা ছিল না। আজকের মত ফটোগ্রাফেরও তেমন গুরুত্ব ও প্রয়োজন ছিলনা। তার পরও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসার যোগ্য এ জন্য যে, তারা ছবি হারাম হওয়ার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। আর শরীর বিহীন ছবির অনুমতি দিয়েছেন। কারণ আজকে যুগে হজ্ব উমরা বিদেশ গমন, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে রেকর্ড ও চ্যালেঞ্জের জন্য ছবির প্রয়োজন হচ্ছে। তাই এ সব ক্ষেত্রে ছবি তোলা অবৈধ হতে পারে না। কারণ এসব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছবি তোলাকে যদি হারাম বা মাকরূহে তাহরীমা বলা হয় তবে দ্বীনের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা অবধারিত হয়। অথচ আল্লাহ ও তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা রাখেননি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وما جعل الله عليكم فى الدين من خرج

অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর দ্বীনের মধ্যে সংকীর্ণতা বা কঠিন তা রাখেননি। (সূরা হজ্ব-৭৮) আরো বলা হয়েছে–

يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজতর ইচ্ছা পোষণ করেন আর কঠিনতার ইচ্ছা করেন না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৫) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়া ছালাম ইরশাদ করেন-

احب الدين الى الله الحنفية السمحة

অর্থাৎ- আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় দ্বীন হলো তা, যা সত্য ও সহজ। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা) আরো ইরশাদ করেন–

وعن انس بن مالك رضى الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروالاتعسروا .



অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আর লোকের জন্য সহজ কর কঠোর করোনা। (মুসলিম শরীফ, ৩য় খণ্ড, ৮৩পৃ.) তাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে বিশেষ প্রয়োজন বশত ছবি তোলা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বৈধ যা যুগের চাহিদাও। তাই প্রত্যেক যুগের ফকীহ, মুফতী, কাজী ও আলেমগণ যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে শরীয়তের মাসআলার সমাধান দিয়েছেন ও দেয়া উচিত। তাই ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন–

فلابد للمفتى والقاضى والمجتهدين معرفة احوال الناس قالوا ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل

অর্থাৎ মুফতী, কাজী এবং মুজতাহিদগণের জন্য স্বীয় যুগের হাল অবস্থা জানা জরুরী। কারণ ফকীহ্গণ বলেছেন যে, যে স্বীয় যুগের চাহিদা ও অবস্থা জানা থেকে অজ্ঞ সে নিরেট মুর্খ। (রাসাঈলে ইবনে আবেদীন, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, লাহোর) কারণ ছবি হারাম হওয়ার মূলে হলো গায়রুল্লাহর সম্মান বা ইবাদত। অবশ্যই মহব্বতের প্রেক্ষিতে কোন পীর বুজুর্গ বা যে কোন ব্যক্তির ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি লোকেরা ফটোকে সম্মান ও ইবাদত শুরু করে দেয় তবে এটা অবশ্যই মকরূহ বা হারাম। আরো উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু জাফর তাহাবী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ছবির মূখ্য অংশ মাথার অংশ। যে ছবির মাথার অংশ নাই তা ছবি হিসেবে গণ্য নয়। সুতরাং মাথা ও মুখমন্ডল ছাড়া রাখতে অসুবিধা নেই। ফকীহগণ আরো বলেছেন, যদি কোন প্রাণীর বা মানুষের ছবি ঘরের দেয়ালে সামনে বা বামে ডানে লটকানো হয় বা শোভা প্রদর্শনের জন্য আলমিরা ইত্যাদি তে সাজিয়ে রাখা হয় যা বর্তমানে অনেক ঘরে দেখা যায় তা অবশ্যই মাকরূহে তাহরীমা ও গুনাহ। আর উক্ত কামরায় সাজানো ছবি সমূহকে সামনে বা ডানে বামে রেখে নামাজ আদায় করাও মাকরূহ ও গুনাহ। (রদ্দুল মোহতার ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি) ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,

اولئك اذامات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور شرار خلق الله .

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে কোন নেককার বুজুর্গ ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তখন তাদের ভক্ত অনুরক্তরা তার কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে উক্ত মসজিদে ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি গণের ছবি নির্মাণ করত। তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। (সহীহ বুখারী ও মুসলীম শরীফ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

اى صور الصلحاء تذكيراً بهم ترغيباً فى العبادة لا جلهم ثم جاء من بعدهم فزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لهم سلفكم يعبدون هذه الصور فوقعوا فى عبادة الا صنام

অর্থাৎ পূর্ববর্তী বুজুর্গ ব্যক্তি বর্গের ইন্তিকালের পর তাদের স্মরণার্থে তাদের ছবি সমূহ ইবাদতে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য মসজিদে টাঙ্গিয়ে রাখতো। অতপর তাদের পরবর্তী প্রজন্মদেরকে শয়তান প্রতারণা করে বলতো তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এসব বুজর্গ ব্যক্তিদের ছবি সমূহকে ইবাদত করত তাই তোমরাও কর। এভাবে তারা মুর্তি পূজায় লেগে যায়। (মিরকাত শরহে মিশকাত) বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায় মক্কার কাফিরগণ হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম ও হযরত মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম এর



ছবি সমূহ পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে নক্শা করে রেখেছিল। মক্কা বিজয়ের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে উক্ত ছবি সমূহ অপসারিত করার নির্দেশ দেন। আর প্রিয়নবী মক্কা শরীফের ভেতরে ছবির কিছু নমুনা ও নিশানা দেখলে তাও পানি দ্বারা মুছে দেন এবং যারা এ কাজ করেছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক। (তাহাবী ও সুনানে আবু দাউদ) হযরত ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত শরহে মায়ানিউল আসার এ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহুর অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, একদা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজের হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি গত রাত্রে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরের পর্দায় কিছু প্রাণির ছবি থাকায় আমি প্রবেশ করিনি। আপনি ছবির মাথা বা উপরিভাগ কেটে ফেলার জন্য নির্দেশ করুন। যেন তা বৃক্ষের মত হয়ে যায়। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। (শরহে মায়া নিউল আসার) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ছবির উপরিভাগ ধ্বংস করে উম্মতকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম মারগিনানী (রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি) ছবি সংক্রান্ত মাসয়ালার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন–

ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدوا الناظر لايكره لان الصغار جدا لا تعبد واذاكانت التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال لانه لايعبد الراس كما اذا صلى الى شمع اوسراج على ماقالوا ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة او على بساط مفروس لايكره لا نها تدالس وتوطا بخلاف اذا كانت منصوبة اوكانت على سترة لانه تعظيم لها الخ (هداية اولين 221)

অর্থাৎ ছবি যদি এমন ছোট হয় তা পরিস্কার ভাবে দেখা যায় না, তবে এমন ছবি মাকরূহ নয়। কারণ অত্যন্ত, ছোট ছবির উপাসনা করা হয় না। আর যদি ছবির মাথা কর্তন হয় তাও ছবি হিসেবে গন্য হয় না। কারণ মাথা বিহীন ছবির ইবাদত করা হয় না। তা বাতি বা চেরাগকে সামনে নিয়ে নামাজ পড়ার মত। যেমনটি ফকীহগণ বলেছেন। আর যদি ছবি বিছানা বালিশের সাথে অঙ্কিত থাকে বা বিছানার উপর থাকে তা মাকরূহ নয়। কারণ তা পায়ে মাড়ানো হয়। কিন্তু তার বিপরীতে যদি ছবিযুক্ত বালিশ উপরে রাখা হয় বা ছবি পর্দায় লটকানো হয় তাতে ছবির প্রতি সম্মান প্রকাশ পায় বিধায় তা মাকরূহ পর্যায়ে গণ্য হবে। (ইমাম মারগিনানী হানাফী, হিদায়া, ১ম খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা) তেমনি ভাবে ফতহুল বারীতে ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন–

فامالو كانت ممتهنة وغير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها اما قطعها من نصفها او بقطع رأسها فلا امتناع (فتح الباری، جلد-10، صفحه 391)

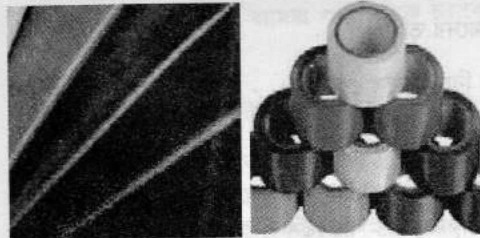
অর্থাৎ: যদি ছবিকে অসম্মানের সাথে রাখা হয় বা তার আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হয় বা ছবির অর্ধেক কেটে দেয়া হয় বা মাথা কেটে ফেলা হয় তা হলে এ ছবি রাখতে কোন বাধা নেই। (ইবনে হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী ১০ খণ্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা) অতএব উপরোক্ত বিস্তারীত আলোচনা ফকীহ ও মুহাদ্দিসিনের বর্ণনা ও উদ্ধৃতি দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপাসনা, সম্মান, ঘর ও আলমিরায় শোভা বর্ধনের উদ্দেশে মানুষ ও প্রাণী সমূহের ছবি ঘরের দেয়ালের চতুর্দিকে উপরিভাগে টাঙ্গানো হলে অবশ্যই মাকরূহে তাহরীমা ও গুনাহের পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে চাকুরী,



পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদিতে ছবির ব্যবহার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রেকর্ডের জন্য ফাইল বন্দী ছবি সমূহ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট জ্ঞান ও ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানার নিমিত্তে সরকারী বেসরকারী যাদুঘর বা বিশেষ প্রতিষ্ঠান সমূহে পূর্বের নানা মনীষীগণের ছবি সংরক্ষণ/ধারণ করে রাখা বিশেষ প্রয়োজনে মাকরূহ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত হবে না। এসব জরুরী বিষয় ও ইমামগণের উদ্ধৃতি সমূহ পর্যালোচনা না করে ছবির ব্যাপারে সাধারণভাবে বা কারো প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ মনোভাব চরিতার্থ করার জন্য হারাম ও গোনাহে কবীরা ইত্যাদি ফাতওয়া প্রদান করা সীমালঙ্ঘন ও মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। (বিস্তারিত দেখুন : ছহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, শরহে ছহীহ মুসলিম ইমাম নববী, ফতহুল বারী ১০ খন্ড, উমদাতুল ক্বারী ২১তম খন্ড, হেদায়া, রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, মেরকাত, শরহে মায়ানিউল আছার, শরহে মুসলিম গোলাম রাসূল সাঈদী ইত্যাদি) (অনুলিখন : মওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন মাসিক তরজুমান, নভেম্বর ২০০১)।

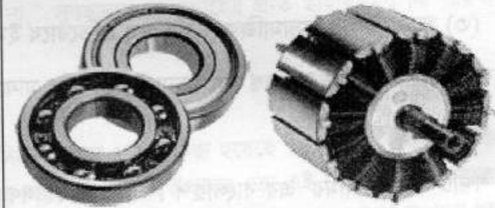


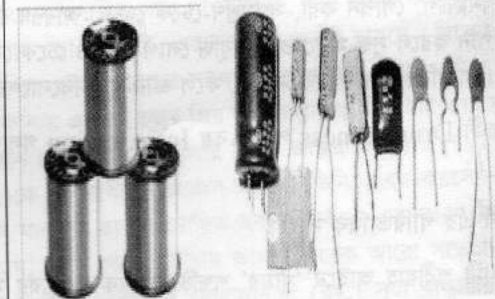














মদ-জুয়াসহ অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান

মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক সব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। ইসলামী আদর্শ ও জীবন বিধান যথার্থ অনুসরণের মধ্যেই মানব জাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা ও বিরুদ্ধাচারণ সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্চনা ও অশান্তির মূল কারণ। মানব জাতি মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত। বিশ্বে মানব জাতির মুক্তি বিধানে মহান আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে পার্থিব জীবনে যারা স্রষ্টার নির্দেশিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদর্শিত বিধানানুসারে সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করবে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তির নীড় সুখময় স্থান জান্নাত। যাদের জীবনধারায় ইসলামী বিধি-বিধান উপেক্ষিত, তাদের জন্য রয়েছে চরম যন্ত্রণাদায়ক ও লাঞ্চনাকর স্থান জাহান্নাম। বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন দু'প্রকারের বিধান নির্দেশ করেছেন। কতগুলো পালনীয়, কতগুলো বর্জনীয়। যে সব বিষয়াদি পালনের নির্দেশ রয়েছে, তা যথার্থরূপে পালনের মধ্যে স্রষ্টার সন্তুষ্টি নিহিত। যে সব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা থেকে বিরত থাকা ও পূর্ণরূপে বর্জন করা ইসলামের দাবী-মুমীনের পরিচায়ক। শিরোনামে উল্লেখিত বিষয়টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত; যা একজন মুমীন মুসলমানের জন্য সদা বর্জনীয়। বস্তুতঃ শিরোনামের বক্তব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) মদ-জুয়ার বিধান

(২) অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে ইসলামী বিধান

(৩) সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে ইমামদের ভূমিকা।

সুতরাং এতদ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনার মানষে নিম্নে প্রয়াস পেয়েছি।

মদ ও জুয়ার প্রকৃতিঃ

মদ শব্দটি আরবী 'খামর' এর বাংলারূপ। অভিধানবেত্তাগণ এর বিবিধ অর্থ উল্লেখ করেছেন। এর কয়েকটি শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ, গোপন করা, সংমিশ্রণ-ঢেকে ফেলা, আবরণ দেয়া, অনুভূতি পরিবর্তন ও নৈকট্য লাভ করা[১]। যেহেতু মদ পান করলে সুস্থ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায় ও ঢেকে ফেলে, বিবেক বুদ্ধিকে আবরণযুক্ত করে, অনুভূতি নিস্তেজ হয়। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন হয়, ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপের নিকটবর্তী হয়ে যায়।[২]

ইংরেজী Drunkenness পানীয় বস্তু Intoxication গলাধকরণ Alcoholic শুরা জাতীয় শরবত অর্থে ব্যবহৃত হয়[৩]।

খামর এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়াহ আইনে 'খামর' শব্দটি প্রত্যেক প্রকারের মাদকাসক্তির ওপর প্রয়োগযোগ্য। ইমাম আবু হানিফা (র.)'র মতে, আঙ্গুরের রস দ্বারা প্রস্তুতকৃত পানীয় জাতীয় মাদক বস্তুই 'খামর' এর অন্তর্ভূক্ত।[৪]

অধিকাংশ ফোকাহাদের মতে, আঙ্গুরের রস বা অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে পরিমাণে



কমবেশী হওয়ার বিষয়টিও বিবেচ্য নয়।[৫] প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদীসে এরশাদ হয়েছে- "প্রত্যেক মাতলামী সৃষ্টিকারী বস্তুই খামর, আর প্রত্যেক খামরই হারাম।"[৬]

আল কুরআনে মদ ও জুয়ার বিধান :

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মদ ও জুয়া সম্পর্কে আলোকপাত করে উদ্ধৃত কয়েকটি আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হল। যেমন- এরশাদ হয়েছে- "আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আপনি বলুন- সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও। আর সে দু'টির পাপরাশি উপকার অপেক্ষা বড়। (সূরা বাক্বারা, আয়াত ২১৯, পারা: ২)

হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের নিকটে যেওনা যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু হুশ না হয় যে যা বলো তা বুঝতে পারো। (সূরা নিসা, আয়াত: পারা-৫) হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। (সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত: ৯০, পারা-৭) শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ। সে যদি মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজে বাধা দিতে চায় তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে? (সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত: ৯১, পারা-৭)

মদের প্রতি ছাহাবাদের ঘৃণা :

কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান এ-আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) ও সদরুল আফাযিল মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতের ৪২৬নং টীকায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন- হযরত আলী মুরতুজা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- "যদি মদের একটি মাত্র ফোঁটা কূপে পতিত হয়, অতঃপর ঐ স্থানের ওপর মিনারা নির্মাণ করা হয় তবে আমি সেটার উপর আযান ধ্বনি উচ্চারণ করবো না। আর যদি সমুদ্রে মদের ফোটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যায় আর সেখানে ঘাস জন্মে, তবে তাতে আমি আমার পশুগুলোকে চরাবো না," সুবহানাল্লাহ! গুণাহের প্রতি ছাহাবাদের কি পরিমাণ ঘৃণা চিন্তা করুন।[৭]

মদ হারাম হওয়ার বিধান:

তৃতীয় হিজরীতে আহ্যাব বা খন্দকের যুদ্ধের কয়েকদিন পর মদ হারাম করা হয়েছে। এর পূর্বে একথা ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, জুয়া ও মদের গুনাহ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বেশী। উপকার তো এই যে, মদ্যপান করলে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয়। কিংবা সেটার বেচাকেনার কারণে ব্যবসায়িক লাভ পাওয়া যায়, আর জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ সম্পদ হাতে আসে আর পাপরাশিও ফিৎনা ফাসাদ তো রয়েছেই, এর নানাবিধ কুফল রয়েছে। বিবেক ভ্রষ্টতা, ব্যক্তিত্ববোধের অবসান যেমন-ইবাদত সমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শত্রুতা, সবার দৃষ্টিতে লাঞ্চিত হওয়া, অর্থ সম্পদের বিনাশ হওয়া ইত্যাদি।[৮] এক বর্ণনায় এসেছে হুজুর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে হযরত জিব্রাইল আমীন (আ.) আরয করলেন যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট জাফর তাইয়্যার (রা.)'র চারটি চারিত্রিক গুণ পছন্দনীয়। হুজুর হযরত জাফর (রা.)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি আরয করলেন- একটা হচ্ছে এই যে, আমি কখনো মদ্যপান করিনি অর্থাৎ মদ্যপান হারাম ঘোষিত হবার পূর্বেও। এর কারণ ছিলো যে, আমি জানতাম সেটার কারণে বিবেক বিনষ্ট হয়ে যায়, অথচ আমি চাইতাম আমার বিবেক আরো সতেজ হোক।[৯] জুয়া প্রসঙ্গে খাযাইনুল ইরফানে সদরুল আফাযিল মওলানা নঈমুদ্দীন মোরাদাবাদী (রহ.) সূরা বাক্বারার ২১৯নং আয়াতের টীকায় বর্ণনা করেন যে, "সতরঞ্জ (দাবা) ও তাস ইত্যাদি হার জিতের খেলা এবং যেগুলোর বাজি লাগানো



হয় সবই জুয়ার শামিল এবং হারাম (রুহুল বয়ান)। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) একদল সাহাবীকে দাওয়াত করলেন। তাতে আহারের পর শরাব পরিবেশন করা হলো। কেউ কেউ পান করলো, কেননা তখনও পর্যন্ত মদ হারাম ঘোষিত হয়নি। অতঃপর মাগরিবের নামাজ আদায় করতে, ইমাম নেশাগ্রস্থবস্থায় যার কারণে আয়াতের অর্থ বিকৃতি হলো সে সময় নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজ আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো, তখন থেকে মুসলমানগণ নামাজের সময়ে মদ পান পরিহার করলেন। এরপর মদ একেবারেই হারাম ঘোষণা করা হলো।[১০] আল কুরআনের আয়াত সমূহে মদ ও জুয়ার কুফল সমূহ এবং মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন মদ্যপান এবং জুয়া খেলার একটা কুফল তো এটাই যে, এতে পরস্পরের শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। আর যারা এসব অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত হয়, তারা আল্লাহর স্মরণ ও নামাজের ওয়াক্তগুলোর প্রতি নিয়মানুবর্তিতা থেকেও বঞ্চিত হয়।

হাদীস শরীফে মদের বিধান:

ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মদ ও এর পানকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা ও রস গ্রহণকারী ও রসযোগানদানকারী সরবরাহকারী ও যার নিকট সরবরাহ করা হয়, সবার উপরই লানত।[১১] আরো এরশাদ হয়েছে- মদ সকল অশ্লীলতার মূল ও সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ।[১২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এরশাদ করেন, তিন প্রকার লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিতভাবে জান্নাত হারাম করেছেন- মদ্যপানে অভ্যস্থ, মাতাপিতার অবাধ্য, ঐ দায়ুস যে নিজের পরিবারে শয়তানীকে প্রশ্রয় দেয়। (আহমদ নাসায়ী) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে- সে একজন মূর্তিপূজকের ন্যায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। (আহমদ ইবনে মাযাহ) প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- আমার উম্মতের মধ্যে এমন কয়েকজন লোকও হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম ব্যবহার, মদ্যপান ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে এবং তাদের সর্বশেষ দল কেয়ামত পর্যন্ত বানর ও শুকর রূপে পরিণত হবে।[১৩] (বোখারী শরীফ) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন লোক ইয়ামেন হতে এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খিদমতে আরজ করলেন যে, ইয়ামেনের লোকেরা মিজরু নামক এক জাতীয় মদ্য পান করে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে বললেন তা নিশাদার কি? বললেন-হ্যাঁ। হুজুর এরশাদ করেন- প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তুই হারাম। আল্লাহ স্বয়ং এ কথার শপথ করেছেন যে, যে কেউ নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে তাকে জাহান্নামীদের ঘর্ম অথবা পুঁজ পান করানো হবে। (মুসলিম শরীফ)

মদ্যপানের শাস্তি:

মদ্যপান ইসলামী উম্মাহর উপর হারাম। এই বিধান অমান্য করে মদ্যপান করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। এ অপরাধের জন্য দু'ধরনের শাস্তি রয়েছে- ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন শাস্তি।

পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

ইহকালীন শাস্তি:

ইসলামী আইনজ্ঞ ওলামাগণ হাদীসের আলোকে এর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)'র মতে মদ্যপানকারীর শাস্তি আশি দোররা বেত্রাঘাত। ইমাম মালিক (রহ.) এক মতানুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)'র মতের সমর্থক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন। হযরত ওমর (রা.) মদ পানকারীর শাস্তি সম্পর্কে ছাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলে হযরত আলী পরামর্শ মূলক বলেন- আমাদের রায় হলো আমরা আশি দোর্‌রা মারবো। কেননা যখন শরাব পান করে তখন



মাতালামী সৃষ্টি হয়, যখন মাতাল হয় তখন বদনাম করে আর যখন বদনাম করে, তখন অপবাদ দেয় আর অপবাদকারীর শাস্তি আশি দোররা।[১৫]

মদ ও জুয়ার বিবিধ ক্ষতি:

মদ ও জুয়ার কুফল, অপকারিতা ও ক্ষতি সমূহ ব্যাপক। আর্থিক, দৈহিক, সামাজিক, নানাবিধ অকল্যাণ এতে নিহিত। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত হলো।

অর্থনৈতিক ক্ষতি সমূহ:

১. সম্পদের ক্ষতি: মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি নিয়মিত মদ ক্রয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপার্জন এক পর্যায়ে শেষ করে ফেলে। পরিশেষে প্রয়োজনীয় সহায় সম্পত্তি হারিয়ে অর্থশূন্য হয়ে পড়ে।[১৬]

২. দরিদ্রতার উৎপত্তি: মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদপানে সহায় সম্পত্তি সর্বস্ব হারিয়ে দরিদ্রতার কষাঘাতে জীবন অতিক্রম করে। এক পর্যায়ে অভাবগ্রস্থতা নেমে আসে আর পারিবারিক সুখ শান্তি বিদায় নেয়।[১৭]

৩. ঋণ গ্রস্থতা: মদ ও জুয়ায় অভ্যস্থ ব্যক্তি নিজস্ব সহায় সম্পদ হারিয়ে প্রয়োজনীয়তা পূরণে বন্ধু বান্ধবদের কাছে ঋণগ্রহণে দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। ওয়াদা মুতাবিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে শেষে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বতা বিনষ্ট হয়। ফলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।[১৮]

৪. চুরি-ডাকাতির প্রবণতাঃ মদ ও জুয়ার কারণে সর্বস্ব হারা ব্যক্তি সহায় সম্পত্তি হারিয়ে এক পর্যায়ে চুরি-ডাকাতি রাহাজানি, চাঁদাবাজি, মাস্তানী, ছিনতাই, অপরাধজনিত নানাবিধ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে, ফলশ্রুতিতে পরিবেশ কলুষিত হয়ে যায়, শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হয়।[১৯]

দৈহিক ক্ষতি সমূহ:

১. দৈহিক অসুস্থতা: অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক মদ্যপায়ী লোককে ষাট বৎসরের দুর্বল লোকের মত পরিদৃষ্ট হয়। তার শারিরীক প্রচন্ড দুর্বলতা তাকে আক্রান্ত করে।[২০]

২. হজম শক্তি হ্রাস: মদপান পাকস্থলির হজম শক্তি হ্রাস করে। খাদ্য হজম হয় না। পাকস্থলি বিকল হয়ে পড়ে। নানাবিধ রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমাশয় ও কোষ্টকাঠিন্য রোগের সৃষ্টি হয়।[২১]

৩. খাদ্যস্বাদ হ্রাস: আল্লাহপাক মানবজাতির জন্য অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। রিযক হিসেবে অফুরন্ত খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন। মদ্যপায়ী সুস্বাদু মজাদার রুচিসম্মত উন্নতমানের খাবারের স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত। খাদ্যের স্বাদ উপভোগের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।[২২]

৪. চেহারার রং পরিবর্তন হয়: মদ্যপায়ীর চেহারায় তার মদ পানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চেহারার লাবণ্যতা হারিয়ে যায়। চেহারায় মন্দভাব অন্ধকারত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে।[২৩]

সামাজিক ক্ষতি সমূহ:

১. আশা সংকোচন : মদ্যপায়ী ব্যক্তির সামাজিক জীবনে নানাবিধ বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁর সোনালী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। গৌরবোজ্জল ভবিষ্যতের আশা আকাংখা ও স্বপ্ন সাধ সংকোচিত হয়ে পড়ে। জীবন সম্পর্কে হতাশ ও নৈরাশ হয়ে যায়।[২৪]



২. কর্মস্পৃহা হ্রাস: মদ্যপায়ী ব্যক্তি কর্মের প্রতি উৎসাহ ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। মদপান তাকে অকেজো ও অলস অকর্মণ্য ব্যক্তিতে পরিণত করে। দায়িত্ব সচেতনতার বিলুপ্তি ঘটে। অবহেলা ও উদাসীনতা তাকে আক্রান্ত করে তোলে। ফলে কোন কাজে সাফল্য অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।[২৫]

৩. পারিবারিক সুখ শান্তি হ্রাস: মদপান একটি সুখময় পরিবারকে নিশ্চিতভাবে অশান্ত করে তোলে। মদ্যপায়ী ব্যক্তির অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহারে তার একান্ত প্রিয়জনও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। পরিবারের সুখ শান্তি পর্যায়ক্রমে বিদায় নেয়। ফলে পারিবারিক সুখ শান্তির স্বাদ ভোগ করার মানসিক শক্তি মদ্যপায়ীর থাকেনা।২৬

৪. অপরাধী আচরণ: মদ্যপায়ী নানাবিধ অপরাধ করে থাকে। অত্যাচার অবিচার, জুলুম, নির্যাতন নিষ্পেষণ, অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি গর্হিত আচরণ তার কাছ থেকে প্রকাশিত হয়। হত্যা, সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধ তার দ্বারা প্রকাশ পায়।২৭

মাদকতা নিবারণে ইসলামের ভূমিকা:

মাদকতা নিবারণে বিশ্বব্যাপী বহু ধরণের কঠোর আইন প্রণীত হয়েছে; কিন্তু কোথাও আজ পর্যন্ত মাদকতা বিরোধী আন্দোলন কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়নি। মহাত্মা গান্ধীর মতো দেশ বরেণ্যে নেতাও বহু সাধনার পরও মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে পারে নাই। আজও ভারতবর্ষে মাদকতা বিভিন্নভাবে প্রচলিত আছে। আমেরিকার মতো উন্নত বিশ্বেও আইন প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়েছে। Prof Macdonald এর মতো একজন ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিক মাদকতা নিবারণে আমেরিকার ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর Aspect of Islam শীর্ষক গ্রন্থে পরোক্ষভাবে মাদকতা নিবারণে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাফল্যের কথা দ্বীপ্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। Alcohol কে একটা সভ্যতা বিরোধী Anti civilization অভিশাপ বলা হয়েছে। কুরআনের মাদক নিবারণ সংক্রান্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অসাধারণ প্রভাব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আরব দেশগুলোতে মাদকদ্রব্য একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইসলামী অনুশাসনের প্রতি উদাসীনতার ফলেই আজো পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মাদকতা নির্মূল সম্ভব হচ্ছে না। নাস্তিক্যবাদের ধ্বজাধারী আমেরিকা ও ইউরোপের অনুকরণে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এ মাদকতা দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। তাদের অনুকরণে বর্তমানে অনেক ইসলামী রাষ্ট্রেও এ অপরাধ প্রবণতা অবাধ গতিতে চলছে। তুর্কী প্রভৃতি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ও পতনের মূলে মদ্যপান ভোগ-বিলাসিতা, পাপাচার, ব্যভিচার ও অপরাধ প্রবণতাই মারাত্মকরূপে কাজ করেছে। ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাস ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করেছে।[২৮]

মদ ও জুয়ার বিস্তৃতি আজ সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। এসব গর্হিত কাজের চরম পরিণতি ও ভোগান্তির শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ আজ ক্ষতিগ্রস্থ। জুয়া, লটারী, বড়শী প্রতিযোগিতা, হাউজি খেলার আসরসহ ইত্যাকার অসংখ্য কাজে জড়িয়ে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ আজ বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার। সমাজে প্রচলিত বড়শী প্রতিযোগিতাও জুয়ার শামিল। যা ইসলামী শরীয়তে অবৈধ। হাদীসে এরশাদ হয়েছে পানিতে মাছ ক্রয় করো না কারণ এতে প্রতারণা হয়। বড়শী প্রতিযোগী টিকেট ক্রয়ের পর প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এক্ষেত্রে মাছ না পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। না পেলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ। অনেক সময় টাকার পরিমাণের চেয়ে বেশী পেয়ে থাকে, তখন বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ। এজন্য ইসলাম এ ধরনের বাণিজ্য অনুমোদন করে না। অনুরূপভাবে বৃক্ষে ফল পরিদৃষ্ট হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা শরীয়ত সম্মত নয়, বর্তমানে পণ্যের চাহিদা ও ক্রেতার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কোম্পানী, সংস্থা, সমিতি, মার্কেট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উৎসব পার্বনকে উপলক্ষ্য করে পণ্যের সাথে টিকেট সরবরাহ করছে। লটারীতে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশায় প্রচুর ক্রেতার সমাগম ঘটছে, লাখো লাখো পণ্যের সাথে টিকেটও বিক্রি হচ্ছে, লাভবান



হচ্ছে গুটি কয়েক ক্রেতামাত্র। প্রতারিত হচ্ছে অসংখ্য জনগোষ্ঠী। তাই ইসলাম এ ধরনের আর্থিক লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্য অনুমোদন করেনা। এ ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে ইসলামের বিধান:

ইসলাম শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামী শরীয়ত বিরোধী অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে কঠোর বিধান আরোপ করেছে। সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী অনুশাসন ও বিধি বিধান মেনে চলার তাগিদ দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধান অস্বীকার ও বিরোধীতাকে চরম ধৃষ্ঠতা ও মারাত্মক গর্হিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। অন্যকথায় অত্যাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতিসহ অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে ইসলাম কঠোর বিধান আরোপ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আংশিক আলোকপাত করা হলঃ

অবৈধ যৌনাচার প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা:

ইসলামের বিধানে যৌনাচারী, ব্যভিচারী অপরাধীকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- অবৈধ যৌন সম্ভোগের নিকটবর্তী হয়ো না এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (বণী ইসরাইল-৩২)

যিনার শাস্তি বিধানে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- ব্যভিচারিণী এবং ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে। (নূর: ২) অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- তোমাদের মধ্যে যে দু'জন এতে লিপ্ত হবে, তাদেরকে শাসন করবে, যদি তারা তওবা করে স্বয়ং নিজদিগকে সংশোধন করে, তবে তাদেরকে রেহাই দিবে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (নিসা-১৬)

চুরির বিধান:

চুরির শাস্তির বিধান সম্পর্কে আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে- আর যে পুরুষ কিংবা নারী চোর (সাব্যস্ত) হয় তবে তার হাত কর্তন করো, এটা তাদের কৃতকর্মের ফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মা-ইদাহ-৩৮)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র কানযুল ইমান, তাফসীর টীকা কৃত সদরুল আফাযিল মওলানা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহ.) বলেন- তার চুরি যদি দু'বার স্বীকারোক্তি কিংবা দু'জন পুরুষের স্বাক্ষ্য দ্বারা বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয় এবং চুরিকৃত মালও যদি দশ দিরহাম মূল্যের কম না হয়।

প্রথমবারের চুরির কারণে ডান হাত কাটা হবে অতঃপর দ্বিতীয় বার যদি আবারও চুরি করে তবে বাম পা অতঃপর আবারও যদি চুরি করে তবে তাকে বন্দি করে রাখা হবে যতক্ষণ না তওবা করবে। চুরিকৃত মাল যদি মওজুদ থাকে, তবে তা ফেরৎ দেয়াও ওয়াজিব। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব নয়। (তাফসীর-ই-আহমদী)[২৯] আরো এরশাদ হয়েছে- হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। (সূরা নিসা-২৯)

ডাকাতি:

ডাকাতির শাস্তি সম্পর্কে কঠোর বিধান আরোপ করে অসামাজিক কর্মকান্ড প্রতিরোধে ও মুলোৎপাঠনে ইসলাম যে সব আইন প্রণয়ন করেছে, তা শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক নিয়ামক শক্তি। এরশাদ হচ্ছে- যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাজ্যের মধ্যে ধ্বংসাত্বক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে-



তাদেরকে গুণে গুণে হত্যা করা হবে অথবা ক্রশবিদ্ধ করা হবে। অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা দায়ক এবং পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। (সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত: ৩৩) উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব অপরাধ মারাত্মক পর্যায়ের হলে শাস্তিও তদানুরূপ হবে। অপরাধ হালকা হলে শাস্তিও হালকা হবে। অপরাধের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করলে তা শরীয়ত বিরুদ্ধ হবে। যেমন এরশাদ হয়েছে- মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, (সূরা শূরা-৪০) যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। (সূরা ইউনুস-২৭)

হত্যা ও সন্ত্রাস:

হত্যা ও সন্ত্রাসরোধে ইসলামী বিধান অত্যন্ত কঠোর। এরশাদ হয়েছে- নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল। (মা-ইদাহ-৩২)

আরো এরশাদ হয়েছে- আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। (বণী ইসরাইল-৩৩) হত্যার পরিণাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার প্রতি আল্লাহর গজব ও অভিসম্পাত আর তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (নিসা: ৯৩)

অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে ইমামের ভূমিকা:

ইমাম শব্দের অর্থ হচ্ছে নেতা। তিনি ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ইসলামী বিধি বিধান হেফাজত ও সংরক্ষণে তাঁর অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে। সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, দূরাচার, অশ্লীলতা, নগ্নতা, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিরাট জনগোষ্ঠীর কর্মকান্ডের জিম্মাদার। হাদীসে এরশাদ হয়েছে- ইমাম হচ্ছেন জামিনদার এবং মুয়াজ্জিন হচ্ছেন আমানতদার, হে আল্লাহ ইমামদের সত্য পথে দৃঢ় রাখ এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দাও। তিনি নির্ভীক চিত্তে সত্য প্রচারে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন মানুষকে। দ্বীনের বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। ন্যায় ও কল্যাণের পথে অনুপ্রাণিত করবেন। অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথ থেকে নিষেধ করবেন। দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সততা ও নিষ্ঠাবান হবেন। তিনি যদি ক্রুটি বিচ্যুতির প্রতি সজাগ না থাকেন, নিষ্ঠার পরকাষ্ঠাকে আহত করে বসেন, অর্পিত দায়িত্ব পালনে সজাগ সচেতন ও যত্নবান না হন, তাহলে বিপর্যয়, ক্ষতি অকল্যাণ ও চরম অপমান সুনিশ্চিত ও অবধারিত। সৎকাজের প্রতি আহ্বান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করণে তার অন্যতম গুরু দায়িত্ব রয়েছে। এরশাদ হয়েছে- তোমরা সর্বোত্তম জাতি। মানব জাতির হেদায়ত ও সংশোধনের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে। (আল-ইমরান-১১) এ হচ্ছে ইমাম তথা সমগ্র উম্মতের সামষ্টিক দায়িত্ব। এ কাজের জন্য নিজকে উৎসর্গ করতে হবে। আরো এরশাদ হয়েছে- তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে। (আলে ইমরান-১০৪) মদ, জুয়া ও সামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে আল্লাহ জাতি ও সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তৌফিক নসীব করুন। আমীন।



তথ্যনির্দেশ :

১. লিসানুল আরব ৪র্থ খন্ড কৃত: ইবনে মনযুর আল আফ্রিকী পৃ. ২৫৪, ফিরোযাবাদী, আল কামুস আল মুহীত ২য় খন্ড, পৃ. ২৩
২. ইবনে জরীর আল তাবারী, তাফসীরে তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫৭
3. Anwer Ahmed Qudri: Islamic Juris Prudence in The mordern world P. 298
৪. শামসুদ্দীন আল রামনী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শরহি আল মিনহায, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৯
৫. প্রাগুক্ত
৬. আল কামানী বাদায়ে আস্‌সানায়ে ৫ম খন্ড, পৃ. ১২২
৭. ইমাম আহমদ রেযা কৃত: কানযুল ইমান সদরুল আফাযিল আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী কৃত তাফসীর হাশিয়া খাযাইনুল ইরফান- সূরা বাকারা, টীকা-৪২৬
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত
১১. ইবনে কুদাসা আল মুগনী ১০ম, খন্ড, পৃ. ৩২৫
১২. সাইয়িদ সাবেক ফিক্হুস সুন্নাত ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৫
১৩. বোখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃ. ৮৩৮
১৪. সুনানে আবু দাউদ ৩য় খন্ড, (বৈরুত পৃ. ১৬৩)
১৫. সহীহ বুখারী শরীফ ৮ম খন্ড (ইস্তাম্বুল মাকতাবাতু ইসলামিয়া) পৃ. ১৪
১৬. ড: ফখরী ও কাজ ফালসাকাতুল উকুবাত, পৃ. ১০১
১৭. আল জাজিরী: কিতাব আন ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৭
১৮. প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯
১৯. তাফসীরে কুরতুবী, ৫ম খন্ড, পৃ. ২২৮৪
২০. সাইয়্যিদ সাবিক, ফিক্হ আল সুন্নাহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬৬
২১. আল ওকফী, তিলকা হদুদুল্লাহ, পৃ. ২৬-২৭
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
২৩. আল জাজিরী: কিতাব আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আব্বাআ, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯
২৪. ড: মাহমুদ মুস্তাফা শরহে কানুন আল উকুবাত ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮৬
২৫. আল জাজিয়ী: কিতাব আল ফিক্হ আলা মাযাহিবিল আরবাআ, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩০
২৬. প্রাগুক্ত ৫ম খন্ড, পৃ. ২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ৩৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টো-ডিসেম্বর '৯৯, ইসলামে মাদক
২৭. প্রাগুক্ত ৫ম খন্ড, পৃ. ২৮, আইন ৬ এর দর্শন কৃত: ড: মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল: পৃ. ১০৭-১০৯
২৮. সৈয়দ বদরুদ্দোজা: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁহার শিক্ষা ও অবদান ইফাবা, পৃ. ৯৪-৯৬
২৯. ইমাম আহমদ রেযা (রা.) কানযুল ইমান: সূরা মা-ইদাহ-টীকা
৩০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ১ম খন্ড, ২য় ভাগ-ইফাবা, পৃ. ৭০৫



ইসলামে পীর, মুরিদ ও বায়াতের গুরুত্ব

মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের আল কাদেরী
খতিব, পূর্ব হাধুরখীল জামে মসজিদ, কাটিরহাট।

بيعة এর সজ্ঞা ও প্রকারভেদ ঃ

بيعة এর শাব্দিক অর্থ العقد অঙ্গীকার العهد প্রতিশ্রুতি যেমন- কোরআনে এসেছে-

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

হাদিসে এসেছে-

(٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم با بعونى على ان لا تشركوا بالله .

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় নিষিদ্ধ কার্য হতে মুক্তি-সত কার্য সম্পাদনের জন্য পীর বা নেতার হাত ধরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বায়াত বলে, আহকামুল কোরআনে অনেক প্রকার বায়াতের কথা উল্লেখ আছে তৎমধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করছি-

(١) بيعة على الاسلام (٢) بيعة على المعروف وترك المنكر (٣) بيعة على يد الشيخ على طريقته (٤) بيعة على تزكية النفس .

ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক বর্তমানে কয়েকটি তরিকায় বায়াত প্রচলিত আছে যেমন- তরিকায়ে কাদেরিয়া, তরিকায়ে চিস্তিয়া, তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, তরিকায়ে নকশবন্দিয়া "করুনে সালাছা" এর যুগে বর্তমান প্রচলিত বায়াতের কোন অস্তিত্ব ছিলনা তবে بيعة على الاسلام ও بيعة على الجهاد এর প্রচলন ছিল ইহা দ্বারা تزكية النفس এর কাজ হয়ে যেত বর্তমানে এর প্রয়োজনিয়তা খুব বেশি কারণ মানুষ اعمال ظاهر পালন করলে ও অন্তর পরিস্কার নাই বিধায় পীর মোরশীদগণ অন্তর পরিস্কারের কাজ করে থাকেন বিধায় কারো মতে বায়াত গ্রহন করা ওয়াজিব আবার কারো মতে এটা জায়েজ।

পবিত্র কোরআনের আলোকে বায়াত ঃ পবিত্র কোরআন মজিদে প্রায় বিভিন্ন স্থানে বায়াত প্রসঙ্গে আলোচনা আছে নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করছি।

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (سورة الفتح: ١٠)

অর্থাৎ- ঐসব লোক যারা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে তারা মূলত মহান আল্লাহর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছে তাদের হাত গুলোর উপর আল্লাহর হাত রয়েছে সুতরাং যে কেউ অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে আর যে কেউ পূরন করেছে ঐ অঙ্গিকারকে যা সে আল্লাহর সাথে করেছিল তবে অতিসত্বর মহান আল্লাহ তাকে মহা পুরুস্কার প্রদান করবেন। (সুরা হামিম, আয়াত-১০)

কোরআন মজিদে মহান রাব্বুল আলামিন এ প্রসঙ্গে অন্যত্রে বলেছেন-

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (سورة الفتح: ١٨)



অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়েছেন ইমানদারদের প্রতি যখন তারা এই বৃক্ষের নিচে আপনার নিকট বায়াত গ্রহন করেছিল সুতরাং আল্লাহ তায়ালা জেনেছে যা তাদের অন্তরে রয়েছে অতপর তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের শীঘ্রই আগমনকারী পুরুস্কার বা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। (সুরা ফাতাহ আয়াত-১৮)

মহান আল্লাহ পাক অন্যত্রে আরও বলেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة الممتحنة: ١٢)

অর্থাৎ- হে নবী! যখন আপনার সম্মুখে মুসলমান নারীরা হাজির হয় আপনার নিকট বায়াত গ্রহন করার জন্য এই মর্মে যে তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, আপন সন্তানকে হত্যা করবেনা অপবাদ রটাবেনা এবং সৎ কাজে আপনার নির্দেশ অমান্য করবেনা তখন তাদেরকে বায়াত গ্রহন করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়ালু, (সুরা মুমতা হিনাহ আয়াত-১২) আলোচ্য আয়াতগুলোর মাধ্যমে বায়াতের সুস্পষ্ট প্রমান পাওয়া গেল।

পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে বায়াত ঃ সিহাহ সিত্তার বিশুদ্ধতম হাদীসের মাধ্যমে বায়াতের প্রমান পাওয়া যায় যে, এই মর্মে অনেক সাহাবী হুযুর করিম (সঃ) এঁর হাতে বায়াত গ্রহন করেছেন নিম্নে বিশুদ্ধ কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করেছি।

وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من اصحابه بايعونى على ان لا تشركو بالله شيء ولا ترفعو ولا تزنو ولا تقتلوااولادكم ولاتا تو ببهتان تفترنه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوفى معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذالك شيئا نعوقب فى الدنيا كفارة له ومن اصاب من ذالك شيئ ثم تستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عفاعنه وان مشاءعاقبة فبايعنه على ذالك – (متفق عليه)

অর্থাৎ- হযরত ওবাদাহ বীন সামেত (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- একদিন একদল সাহাবী নবী করিম (সঃ) কে ঘিরে বসেছিল এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা আমার হাতে এই মর্মে বায়াত গ্রহন কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবেনা চুরি করবেনা, যেনা করবেনা, তোমাদের সন্তানকে হত্যা করবেনা, কোন পূন্যবান কাজে অবাধ্য হবেনা, যে ব্যক্তি এইসব অঙ্গিকার পুরন করবে তার জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে অসংখ্যা পুরুস্কার আর যে ব্যক্তি এই অপরাধে একটিতেও লিপ্ত হবে তার জন্য দুনিয়াতে তার শাস্তি হবে কাপ্পারা স্বরুপ আর যে ব্যক্তি যে কোন একটিতে লিপ্ত হয়েছে অথচ আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন ও ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন। ওবাদা ইবনে সামেত বলেন আমরা এই সব কথার উপর নবী করীম (সঃ) এঁর হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহন করলাম। (ছহীহ বুখারী ১ম খন্ড পৃ: ৭)

পবিত্র বুখারী শরীফে অন্যত্রে আরও বর্ণিত আছে-

عن عبدالله بن عمر رضـ الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة-



অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা এই মর্মে নবী করীম (সঃ) এঁর নিকট বায়াত গ্রহন করলাম যে, আমরা তার কথা শুনব এবং তার আনুগত্য করব।

বায়াত অস্বীকারকারীর বিধান ঃ

যে বা যারা বায়াতকে অনর্থক বা অপ্রয়োজন বলে মনে করেন এবং তা অস্বীকার করবে সে বেদ্বিন ও পথভ্রষ্ট। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বলেন, যে অস্বীকার বশত বায়াতকে বর্জন করল সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট ও শয়তানের মুরিদ। (বায়াত ও খিলাফত কি আহকাম পৃষ্ঠা ৬০ কৃত আলা হযরত)

পীর হওয়ার শর্তাবলী ঃ

ইসলামী শরীয়তের মধ্যে পীর হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে চারটি শর্তের একটিও কম হলে সে পীর হওয়ার যোগ্য নয় ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজেল বেরলবী (রঃ) ফতোয়ায়ে আফ্রিকার ১৪৭ পৃষ্ঠা মধ্যে বিশুদ্ধভাবে আলোচনা করেছেন।

১। আলেমেদ্বীন হওয়া কমপক্ষে এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যেন নিজ যোগ্যতায় কিতাবাদি হতে আবশ্যকীয় মাসআলা সমূহ বের করতে সক্ষম আকাইদে আহলে সুন্নত সম্পর্কে পূর্ণরুপে অবগত হওয়া।

২। বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদার অনুসারী হওয়া ঃ কারণ কোন বাতিল মতাদর্শী পীর হওয়ার উপযুক্ত নয় (যেমন ওহাবী, দেওবন্দি, মওদুদী, কাদিয়ানী, রাফেজি, খারেজী প্রমুখ ভ্রান্ত মতবাদীদের হাতে বায়াত গ্রহন করা হারাম।

৩। সুন্নাতের অনুসারী হওয়া ঃ সুন্নতের অনুসারী শরীয়তের পাবন্দ হওয়া, কবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকা আবশ্যক ছগিরা গুনাহ যেন বার বার না হয় যেমন দাড়ি মুন্ডানো ব্যক্তি, নামায রোযা পরিত্যাগকারী ব্যক্তি, যতবড় ঐতিহ্যবাহি দরবারের পীর, বা গদীনশীন বা সাজ্জাদানশীন হউকনা কেন সে পীর হওয়ার যোগ্য নয় তার হাতে বায়াত গ্রহন করা নাযায়েজ।

৪। পীরের ধারাবাহিকতা ও সিলসিলা নবী করিম (সঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিক সম্পৃক্ত থাকা যেন কোথায়ও ছিন্ন না হয়।

যিনি বায়াত গ্রহন করবেন তার কতগুলি গুনাগুন থাকা প্রয়োজন যেমন জ্ঞানী হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, راغب বা অনুরাগী হওয়া আবার কারো মতে فناء فى الشيخ তথা পীরের প্রতি বিলীন হয়ে যাওয়া উল্লেখিত শর্তাবলীর আলোকে পীর মুরিদ শরীয়ত সম্মত শর্তাবলীর গুরুত্ব বিবেচনা না করে পীর মুরিদীর অপব্যবহার শরিয়তের বিধান লঙ্ঘনের শামিল যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মুসলিম মিল্লাতকে এ ধরনের ভন্ড প্রতারক থেকে নিজের ঈমান আমলকে হেফাজত করা সকলের ঈমানি দায়িত্ব ও কর্তব্য। পক্ষান্তরে ঈমান আকিদার হিফাজত অনুধাবন করে হক্কানী পীরের তরিকতের সান্নিধ্যে সিলসিলাভুক্ত হওয়া বর্তমান সময়ে মুসলিম জাতির জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। মহান রব্বুল আলামিন আউলিয়ায়েকরামের রুহানী ফয়ুযাতের মাধ্যমে আমাদের ইমান আমলকে মজবুত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।



দীদারে এলাহী লাভে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকায় সাধনা (দশম পর্ব)

–আবদুল মতিন

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এঁর "উছুলে ছাব'য়া বা সপ্ত পদ্ধতি।

সমকালীন বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জাগতিক প্রেম, ঐশ্বর্য আর প্রতিপ্রত্তির বাণিজ্যে ব্যস্ত মানবজাতি। মানবিক মূল্যবোধ, খোদাভীতি ও প্রেমপ্রীতি ভুলে আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন। খোদার সাথে প্রেমের বাণিজ্য করার সময় বা আগ্রহ দুটোই আজ সুদূর পরাহত। পার্থিব মোহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে প্রভাবিত মানবের পক্ষে নফস বা মানব সত্ত্বার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা আনয়নের ক্ষেত্রে একনিষ্টভাবে সাধনা করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছে। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আত্মিক পরিশোধন বা তাযকিয়াতুন নফসের উপর তাগিদ রয়েছে। যেমন সূরা শামছ (আয়াত ১০-১১) এ ঘোষণা করা হয়েছে– "যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।"

এহেন কঠিন ক্রান্তিলগ্নে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনে বিমূখপ্রায় মানবজাতিকে তার জীবন প্রণালীতে সহজসাধ্য উপায়ে সাধনার মাধ্যমে নিজ সত্ত্বাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র এবং জাগ্রত করার মাধ্যমে মহান প্রভুর নৈকট্য হাসেলের নিমিত্ত্বে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) যুগপোযোগী উৎসাহবর্ধক এক সহজতম সাধন পদ্ধতি "মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা" প্রবর্তন করেন। তিনি কোরআন ও সুন্নাহর ভাবাদর্শের ভিত্তিতে মানবকল্যাণমূলক নিখুঁততম ও সহজসাধ্য জীবনধারণ প্রণালীর অনুসরণ অনুকরণ এবং মানব অন্তরে ঐশী প্রেমধারা সৃষ্টি এবং তজকীয়ায়ে নফস অর্থাৎ মানবীয় সত্ত্বার সজাগ বা কু-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর লক্ষে "উসুলে সাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি" অনুশীলন এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের এক অনুপম সাধন প্রক্রিয়া সূচনা করেন যা আজ বিশ্ব পরিমন্ডলে সমধিক পরিচিত, সূফীবাদের অংগনে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। "উসূলে সাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি" অনুকরণ অনুশীলনে মানবজীবনে অশান্তি নিবারন হয়ে শান্তি বিরাজমান হয়, বিশৃঙ্খলা নিবারিত হয়ে শৃংখলতা স্থাপিত হয়। মানব হৃদয়ে পার্থিব প্রেমের বিপরীতে খোদায়ী প্রেমের ফল্গুধারার বিকাশ ঘটে। তাপিত অন্তরে স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয়। খোদার নৈকট্য হাসেলের সাধনায় অগ্রযাত্রা সাধিত হয়।

খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ অছীয়ে গাউছুল আজম (ক:) তাঁর রচিত "মূলতত্ত্ব কিতাব" এ উসুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি সম্পর্কে অতীব মরতবাপূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন। উক্ত কিতাবে তিনি উল্লেখ করেন: "তজকীয়ায়ে নফছের জন্য উল্লেখিত সপ্ত পদ্ধতির জিকির ফিকির ছাড়া, মোখালাফাতে নফছ বা নফ্ছে ইনছানীর কু-প্রবৃত্তি বন্ধ করিয়া রূহে ইনছানীর সুপ্রবৃদ্ধি জাগ্রত করার জন্য, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) সর্বসাধারণের উপকারার্থে, নির্বিঘ্ন ও সহজসাধ্য উপায় হিসাবে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত যে উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতিকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন; যাহা সকল তরীকত পন্থীর নিকট আদৃত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাও এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।"

নফছের কু-প্রবৃত্তি দমন করে সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর সাধনায় সফলতা আনয়নে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এর হেদায়তের ধারা "উছুলে ছাব'য়া বা সপ্ত পদ্ধতি মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার এক অনুপম বৈশিষ্ট্য।



বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে মানবের খোদা পরিচিতি লাভের মাধ্যমে তার নৈকট্য হাসেলের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে ইহা একটি যুগোপযোগী সাধন পদ্ধতি। এ নফছে ইনছানীর কু-প্রবৃত্তি রোধ করে রূহে ইনছানীর সু প্রবৃত্তি আনয়নের সাধনায় হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকায় উসুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির দুইটা স্তর রয়েছে। প্রথম হলো "ফানায়ে ছালাছা" বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ। আর দ্বিতীয় হলো "মউতে আরবা" বা চতুর্বিধ মৃত্যু।

(১) ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তরঃ আমরা মানবজাতি রিপুর বেড়াজালে আবদ্ধ। রিপুর তাড়নায় আমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ি। সংসারনুরাগী অনিত্যে আসক্ত হয়ে রূহানী জগতের উচ্চমার্গে বিচরণে বা সুক্ষতত্ত্বজ্ঞান আহরণে অসমর্থ হয়ে পড়ি। স্রষ্টানুরাগ শূন্যের কোটায় নেমে আসে। মানব অন্তরে স্রষ্টানুরাগ সৃষ্টিতে বাধাসৃষ্টিকারী এই অহিতকর রিপুর বিনাশ সাধনে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) তিনটি নিরুপম সাধন পদ্ধতি প্রদান করেছেন। এগুলো হলো- (১) "ফানা আনিল খাল্ক" (২) "ফানা আনিল হাওয়া" এবং (৩) "ফানা আনিল এরাদা"। এ তিন পদ্ধতি ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর রূপে আখ্যায়িত।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) ছাহেব কেবলা কাবার ব্যঞ্জণময় ভাবপ্রবণ উক্তির মাঝে ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ সাধনের গুরুত্ব এবং এ হতে পরিত্রাণের উদাহরণমূলক পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ অছীয়ে গাউছুল আজম (ক:) তাঁর রচিত কিতাব "বেলায়তে মোতলাকা'তে উল্লেখ করেন: "অত্র গ্রন্থে ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ পদ্ধতির উল্লেখ করিতে গিয়া হজরত আকদাছের একটি ভাবপ্রবণ উক্তি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। যাহারা ফলে দৃষ্টান্তমূলক বুঝ ব্যবস্থা সহজ সাধ্য হইবে।

হজরত গাউছুল আজম ভাব বিভোরতার পরক্ষণে কোন কোন সময় বলিতেন (১) "আমি ছাগল দিয়া বলদ দাবাই, (২) ভেড়া দিয়া ভৈষ দাবাই, (৩) বানর দিয়া বাঘ দাবাই।" এ রহস্যময় বাণীর সূক্ষ রহস্যের প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়; এই দৃশ্যমান জগতের (নাছুত) বা পশু স্তরের প্রতি আকৃষ্ট মানব ১। যাহারা পরের স্বার্থে পরের ইচ্ছানুযায়ী পার্থিব কাজে নিয়োজিত থাকিতে বাধ্য অথবা নিজ স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ক্ষনভঙ্গুর পার্থিব গরজে খোদা ভুলা, তাহারা বলদের মত নিরীহ অসহায়। তাহাদের রূহানী বা আত্মার মঙ্গলার্থে ছাগলের মত পাক ছাপ বা পবিত্র থাকা এবং নির্দোষ হালাল বৈধ স্বচ্ছ খাদ্য গ্রহণ, আলস্য পরিহারও মনন চিন্তাধারার দিক দিয়া স্রষ্টা অনুরাগ, স্মরণ সজাগ চিত্ত থাকা উচিত। যাহার ফলে "ছালেক" প্রথম স্তরের বিনাশ পদ্ধতি "ফানা আনিল খাল্ক" বা পরমুখাপেক্ষিতা দোষ বিবর্জিত খোদা পথচারী সাব্যস্ত হইবে। ২। যাহারা মহিষের মত অহম মত্ত তাহারা "ফাউট্টা" নামে পরিচিত "বাম" বা এলাকা ত্যাগী জাড়ালো মহিষের মত দ্বিধাহীনভাবে পরের সম্পদ বিনষ্টকারী ও গর্ভধারনযোগ্য মাদাম মহিষের তালাস পালগ "চেলা" সাদৃশ্য। যাহার নির্বিচারে অনর্থ কাজে লিপ্ত, তাহাদের মুক্তির জন্য সমাজবদ্ধ আচার ধর্ম নিষ্ঠা, কামেল বা মূখ্য ব্যক্তির সাহচর্য, পাপ বিরতকারী বাণী কর্মের একান্ত দরকার।

যেহেতু এই পশু শ্রেণীর জনগণকে গৌণী বা মোকাল্লেদ বলে। তাই খোদা ভয়ে অনর্থ পরিহার, যাহা না হলে চলে সেই কাজ বা কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং পরদোষ অন্বেষণ করার অভ্যাস পরিহার করা ও নিজ দোষ ধ্যান করা একান্ত ভাবে দরকার।

৩। ন্যায় বির্বজিত হৃদয়হীন জন, অপরের প্রতি হিংস্র ব্যাঘ্র সুলভ রক্ত লোলুপতা পরিহার পূর্বক মানবীয় আকৃতি বিশিষ্ট বানরতুল্য প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যাহার ফলে খোদার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করার ফলে খোদা নির্ভরতা অর্জিত প্রাণ খাদ্য লাভে সমর্থ হয়। যাহা ছুফী দর্শন মতে "তছলীম



এবং রজা" গুনজঃ প্রকৃতির ফল ।"

মওলানা রুমী (র.) বলেন, "তুমি ফেরেশতা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত । পশুর স্বভাব হইতে মুক্ত হও, ফেরেশতারও উর্ধ্বে যাইতে সক্ষম হইবে ।"

(ক) "ফানা আনিল খাল্ক": কারো নিকট কোন উপকারের আশা বা কামনা না করাকে ফানা আনিল খাল্ক বলে । এক কথায় পরমুখাপেক্ষী বর্জন করা বুঝায় । কারো দয়া দাক্ষিন্যের উপর নির্ভর না করা । কারো কাছে কিছু চাওয়া যাহা ভিক্ষাবৃত্তিরই নামান্তর । একটা কথা বলাবাহুল্য 'যে দান করে তার হাত থাকে উপরে, আর যে দান নেয় তার হাত থাকে নীচে' যাহার ফলে দান গ্রহণকারীর মন নিচু থাকে, নিজেকে হেয় মনে হয় এবং আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনের সক্ষমতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । কারো উপর নির্ভর না করে নিজের কাজ নিজে করাই শ্রেয় । জাগতিকভাবে একটু দৃষ্টি নিবন্ধ করলেই দেখা যায় সামান্য পিপীলকা, মৌমাছিও আত্মনির্ভরশীল । তারা নিজেরা পরিশ্রম করে সারা বৎসরের খাদ্য সঞ্চিত করে রাখে । আর আমরা মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও কেন পরনির্ভরশীল হইয়া থাকবো । আত্ম নির্ভরশীলতা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পথকে প্রসারিত করে এবং সাধনার চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে একনিষ্ঠতা আনয়ন করে । মাইজভাণ্ডারী তরিকায় পরনির্ভরশীলতা পরিতাজ্য । আত্মনির্ভরশীলতা আনয়ন করা এক অনুপম বৈশিষ্ট । আত্মনির্ভরশীলতা নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা আনয়নে সাহায্য করে । এ প্রসঙ্গে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর একটি পবিত্র বাণী প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেনঃ "নিজের হাতে পাকাইয়া খাইও । পরের হাতে পাকাইয়া খাইওনা ।"

রসূলে করিম (সঃ) বলিয়াছেনঃ "পরিশ্রম ব্যতীত মানুষ সফল হতে পারে না ।"

প্রবাদ আছে "পরিশ্রমে ধন আনে- পূণ্যে আনে সুখ । আলস্যে দারিদ্রতা আনে-পাপে আনে দুঃখ" । "পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি" । "যে জাতি নিজেকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করে ।" সুতরাং পরমুখাপেক্ষীতা বর্জন করাই উত্তম । পরমুখাপেক্ষীতা বর্জনই আত্ম নির্ভরশীল হতে সাহায্য করে এবং নিজ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে । যাহার ফলে খোদা পথচারী ছালেক হিংসা ও ঈর্ষা মুক্তিতে আত্ম শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থাবান ও সৎ রুজীতে সক্ষম হয় । ফলে "জুলুমান" বা জুলুমকারী সাব্যস্থ হয় না ।

(খ) ফানা আনিল হাওয়াঃ হাওয়া অর্থ- অনর্থ, যাহা না হইলে চলে । ফানা অর্থ বিনাশ । ফানা আনিল হাওয়া অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে সেরূপ কাজ কর্ম বা কথা বার্তা হতে বিরত থাকা । সহজ কথা অনর্থের বিনাশ সাধন করা । যাহার ফলে জীবন যাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয় । সাধারণভাবে যেই কাজে কর্মে বা কথাবার্তায় কোন ফায়দা বা লাভ হয় না এ সমস্ত কাজকর্ম বা কথাবার্তা হতে বিরত থাকাই উত্তম । অনর্থক কথাবার্তায় অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হতে হয় ।

এ বিপদ এড়াতে নীরবতা বা নিশ্চুপতার বিকল্প নেই । কথা বলার একমাত্র অঙ্গ হচ্ছে জিহ্বা । জিহ্বাকে সংযত রাখা কঠিন সাধনা । জিহ্বার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাই উত্তম । এই প্রসঙ্গে রসূলে করিম (সঃ) বলিয়াছেন- "আদম সন্তানের অধিকাংশ বিপদ তাহার রসনার সঙ্গে জড়িত ।"

একদা হযরত মায়ায (রা.) রসূলে করিম (সঃ) এর খেদমতে আরজ করলেন- "হে আল্লাহর রসূল (সঃ)" কোন কাজ সব চাইতে উত্তম । তিনি স্বীয় রসনার উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বলিলেন– "ইহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ।" তিনি আরো এরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি মৌনতা অবলম্বন করে সে নাজাত পায় ।" (তিরমিজি) । সুতরাং অনর্থ পরিহারে রসনা সংযতই প্রকৃষ্ট উপায় । পবিত্র হাদীছ শরীফে নীরবতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে । যেমন- "মান ছাকাতা ছালামা ওআ মানছালামা ফাকাদ নাজা"– অর্থাৎ- যে ব্যক্তি নীরবতা পালন করল সে শান্তিতে থাকল, আর যে শান্তিতে থাকল সে



মুক্তি পেল।" রাসূল কারীম (সঃ) এরশাদ করেন, "একজন ব্যক্তির ইসলাম পালনের সৌন্দর্য তার অনর্থক কাজ পরিহার করার মাঝেই নিহিত রয়েছে।"

অনর্থ কাজ হতে বিরত থাকার একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে উপহাস পরিহার করা। উপহাস মানে কাউকে কাজে কথায় বা ভাব ভঙ্গিতে হেয় প্রতিপন্ন করা। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে আমরা অনেকের সাথে উপহাসমূলক আচরণ করে থাকি যা মোটেই কাম্য নয়। উপহাস আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় কাজ। পবিত্র কোরআন করীমায় আল্লাহপাক ঘোষণা করেন: "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে।" (সূরা বাকারা আয়াত: ১৭৭)

অতিরিক্ত ভোগ-লালসা মানুষের মাঝে পশু শক্তির উন্মেষ ঘটায়। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এক সময় তাঁর হুজুরা শরীফে একজন লোক প্রবেশ করতে চাইলে তিনি হঠাৎ বলেছিলেন: "এখানে আসিওনা। এখানে হাওয়া দাফন করা হইয়াছে। ইহা বাবা আদমের কবর।" তাঁর এই পবিত্র উক্তিতে বুঝা যায় যে, অনর্থ পরিহার না করে তাঁর নিকট আসলে কোন কাজ হবে না। যেহেতু হাওয়া বা অনর্থ প্রকৃতি এখানে দাফন বা বিনষ্ট করা হয়। "ইহা বাবা আদমের কবর" অর্থ ইহা বেলায়তে মোত্‌লাকার আদি পুরুষ অনর্থ বিনাশকারীর অবস্থান ক্ষেত্র।

অনর্থ পরিহারকারী নিশ্চিত স্বর্গ লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়। যেমন কোরআন পাকে বলেন– "যে কেহ খোদার নিকট উপস্থিত সময়ের ভয়ে নিজ প্রবৃত্তিকে অনর্থক কাজ হইতে বিরত রাখে বেহেশত তাহার নিশ্চিত ঠিকানা। (সূরা আন্নাজিয়াত, আয়াত: ৪০-৪১)। অহেতুক কথাবার্তা, ধুমপান, জুয়া খেলা, মাদকের অপব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় অনর্থ কাজ পরিহার করে চলাই উত্তম। কারণ এই সমস্ত কাজে কর্মে অর্থের ও সময়ের অপচয়, সামাজিক সুনাম ক্ষুন্ন, পারিবারিক কলহের সৃষ্টি, শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার জন্ম নেয়। বেহুদা কাজে ও কথায় নিমগ্ন ব্যক্তি মায়ারাফাতের পথে অগ্রসর হতে পারে না। বেহুদা কাজে ও কথায় অন্তর কালিমালিপ্ত হয় এবং দেলের নূর বিলুপ্ত হয়। অতিরিক্ত ভোগ-লালসা মানুষের মাঝে পশু শক্তির উন্মেষ ঘটায়।

অছীয়ে গাউছুল আজম (ক:) বলেছেন: "অনর্থের পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি।" তাকওয়া অর্থ আল্লাহ ভীতি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনর্থ কাজ বা অনর্থ কথাবার্তা পরিহার করে চলে তাহার মাঝে খোদা ভীতির উন্মেষ ঘটে। অনর্থ কাজ হতে অনেক সময়ই ফ্যাছাদের সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তিগত বা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটার অবকাশ দেখা দেয়। আল্লাহতায়ালা ফ্যাছাদকে হত্যাকার্য হতে অধিকতর জঘন্য পাপ কার্য বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনের বাণী: "ফ্যাছাদ হত্যা হইতে নিকৃষ্ট কাজ।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯১)

অলীয়ে কামেলদের মাঝে অনর্থ পরিহারের গুণ পরিস্ফুটিত। তাদের ছোহবতে এলে আমরাও এ গুণের অধিকারী হতে পারব। ফানা আনিল হাওয়া অর্থাৎ অনর্থ পরিহার, অহেতুক কথাবার্তা, অনর্থক বিতর্ক, অপ্রয়োজনীয় কাজ কর্ম হতে নিজেকে বিরত রেখে 'তাকওয়া' অর্জনের মাধ্যমে খোদার সান্নিধ্য লাভ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক:) এর প্রবর্তিত 'মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা'য় সাধনা করার একটি উচ্চমার্গের সাধন পদ্ধতি।

মওলানা রুমী (র.) এর মছনবীর মর্ম মতে:

"শেষ জামানার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার মানসে এই ছুফীয়ায়ে কেরাম, যুগ প্রবর্তক অলীউল্লাহ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন লোকদের অনুসরণ একান্ত দরকার। যাঁহারা আত্মার প্রেরণা-সম্ভূত চেতনা-সজাগ, তাঁহাদের সম্পদ বা বৈষয়িক চেতনা সুপ্ত। তাঁহারা ছুফী সভ্যতা সম্পন্ন দিশারী।" (বেলায়তে মোত্‌লাকা হতে উদ্ধৃত)

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আধ্যাত্ম শরাফতের স্থপতি হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:), গাউছুল আজম বিল-বেরাছত কুতুবুল আকতাব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (ক:), খাদেমুল ফোক্‌রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:),



হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক:), সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মাওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) অহেতুক কথাবার্তা, অনর্থক বিতর্ক, অপ্রয়োজনীয় কাজ কর্ম হতে বিরত থেকে অনর্থ পরিহারের গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুতরাং অনর্থ পরিহার করার ফলে সকল প্রকার পাপ, কলহ, বিবাদ হতে মুক্ত থাকা যায় এবং এতে ঝামেলাবিহীন জীবন যাপন সহজ বিধায় মনে এক ধরনের প্রশান্তি আসে। ইহার ফলে খোদার পথে সাধনায় নিজেকে চালনা করিতে সক্ষমতা অর্জিত হয়। মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অনর্থ পরিহার এক অনুপম কার্যকরী পন্থা; যা মানবের খোদার নৈকট্য হাসেলের পথে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

(গ) ফানা আনিল এরাদা: অর্থাৎ খোদায়ী ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া। খোদার মঙ্গলদায়ী শক্তিতে বিশ্বাস রাখা। খোদাতায়ালা যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন, সদা এ দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে। স্রষ্টার ইচ্ছায় সন্তোষ থাকা। নিজের ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদাতায়ালার ইচ্ছার নিকট বিলীন করিয়া দেওয়া। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে "তছলীম" ও রজা বলে। তছলীম মানে আত্মসমর্পন। খোদা তায়ালার নিকট আত্মসমর্পনই ইসলামের মূলমন্ত্র।

পবিত্র কোরআন করীমায় আল্লাহতায়ালা বলেন: "আমার নামায, আমার সমস্ত ত্যাগ ও কুরবানী, (সর্বপ্রকার ইবাদতসমূহ) আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই কেবল সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই"। (সূরা আনআম, আয়াত-১৬২)

রসূলে করিম (সঃ) ফরমাইয়াছেন: "উপার্জন করা আমার সুন্নত এবং তাওয়াক্কুল করা আমার হালাত"।

হজরত পীরানে পীর দস্তগীর (ক:) নিজ মালবাহী জাহাজ ডুবিতে ও প্রচুর মুনাফাসহ বাণিজ্যতরী ফেরৎ আসার সংবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন "আলহামদুলিল্লাহ"। খাদেমের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন– "জাহাজ বা মালামালের জন্য নহে; বরং খোদা স্মরণ হইতে বিচ্যুৎ হই নাই বলিয়াই "আলহামদুলিল্লাহ" বলিয়াছিলাম।

অছীয়ে গাউছুল আজম (ক:) একবার তাঁহার দোকানের জন্য শহর হইতে ক্রয় করা মালামালসহ নৌকা ডুবে যাওয়ার সংবাদ শুনে এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলিয়াছিলেন "আলহামদুলিল্লাহ"। পবিত্র কোরআনের বাণী: "খোদার বান্দারা ব্যবসা বাণিজ্যে কাজ কারবারে এবং শাদী গমীতে খোদার স্মরণ বিচ্যুত হয় না।"

পবিত্র কোরআন করীমায় আরো উল্লেখ আছে– "অবশ্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করেছে, সে কি উহার তুল্য হতে পারে যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে এবং তাহার বাসস্থান নরক এবং উহা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান"। (সূরা আল এমরান আয়াত: ১৬২)

বিপদে আপদে ধৈর্য্য ধরাই উত্তম। আল্লাহপাক বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" আল্লাহপাক আরো বলেন: "তোমার প্রভুর ব্যবস্থার উপর ধৈর্য্য ধারণ করিও; কারণ তুমিতো আমার চক্ষুর উপরই রহিয়াছ (৫২:৪৮)। সুতরাং তাওয়াক্কুলতো আলাল্লাহ। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়াই উত্তম। ধনদৌলত, সন্তান, সন্ততি, ইজ্জত, ঝিল্লত ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহর এখতেয়ারাধীন। তাই বিপদে আপদে ধৈর্যহারা না হইয়া আল্লাহর উপর সবর এখতেয়ার করা উচিত।

আল্লাহপাক ঘোষণা করেন: "অতএব তোমাদেরকে যা কিছু প্রদত্ত হয়েছে ফলত: তাহা পার্থিব জীবনের সম্পদ মাত্র এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ ও স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে তাদের জন্য আল্লাহর সন্নিকটে যাহা আছে তাহা শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী।"



রসূলে করিম (সঃ) বলেন– "বিপদের প্রথম আঘাতের সাথে সাথেই ধৈর্য্যধারণ করাই হইলো প্রকৃত সবর।"

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: রসূল (সঃ) বলেছেন: "আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ চাও! কেননা, তিনি ভালবাসেন তাঁর নিকট কিছু চাওয়াকে। আর বিপদ হতে মুক্তির অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ এবাদত।" (মেশকাত)

হজরত আবু আলী শফিক (র.) বলিয়াছেন: "যে ব্যক্তি মুছিবতে পড়িয়া অস্থিরতা প্রকাশ করে সে যেন তীর লইয়া খোদাতায়ালার সাথে লড়াই করিতে থাকে।"

মুর্শিদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মাওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) সর্বদায় বলেন: "সবর এখতেয়ার কর, আল্লাহ্ মেহেরবান।"

বিপদ আপদ সুখ, দুঃখ সবই আল্লাহর এখতেয়ার বা ইচ্ছাধীন। এই ঈমানী দৃঢ়তা অর্জন-মানব জীবন জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধশালী হওয়ার উৎকৃষ্টতম উপাদান। 'ফানা আনিল এরাদা'তে মানব চরিত্রে পাপ বিরত অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং নফছের নিয়ন্ত্রণে "ফানা আনিল এরাদা" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের সাধনার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

নফছে ইনছানী হতে রূহে ইনছানীতে পরিণত হওয়ার সাধনার পথ পরিক্রমায় সাফল্য অর্জন এবং মহাপরাক্রমশালী খোদাতায়ালার কোরবত হাসেলে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এর প্রদত্ত হেদায়তের ধারা "ফানায়ে ছালাছা" একটি যুগাপযোগী সাধন পদ্ধতি হিসেবে সূফী পরিমন্ডলে আজ প্রতিষ্ঠিত। অতএব খোদার অনুগ্রহ লাভের সাধনায় ইহার অনুকরণ অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা অনধিক। খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ অছীয়ে গাউছুল আজম (ক:) এর বাণী: "নিজ সত্ত্বাতে শক্তি সঞ্চয় ও সুখ শান্তি অর্জন মানসে "ফানায়ে ছালাছা"তে অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।" (মুসলিম আচার ধর্ম)



কুরআন-হাদিসের আলোকে আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মোবারক উদ্দিন
সুলতানপুর রাউজান, চট্টগ্রাম।
সদস্য, গাউছিয়া আহমদিয়া এদাদীয়া ওলামা কমিটি।

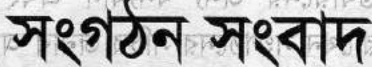
আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহু এ ধরাধমে মানবজাতির মধ্য থেকে যাদেরকে সর্বাধিক আজমত ও সম্মানের অধিকারী করেছেন তাঁদের প্রথম সারির নাম হলো নবী-রাসূলদের। আর সকল নবী-রাসূলদের মধ্য থেকে যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ আজমতওয়ালা সু-উচ্চ মহান মর্যাদার মালিক বানিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবিব, আমাদের মওলা মুনিব, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফিউল মুযনেবীন, হুযুর আহমদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি এ নিবন্ধে কুরআন-হাদীসের আলোকে আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু লেখার প্রয়াস পাচ্ছি। কুরআনের আলোক: (১) 'আল্লাহ তা'আলা কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ করেন- হে হাবীব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি'। উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী গুণবাচক শব্দ সমূহ থেকে শুধুমাত্র একটি শব্দ রাহমাতুল্লিল আলামীন' ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র জগতকে পরিবেশন করেছেন, যাতে আসমান-জমিন, আরশ-কুরশী, লওহ-কলম, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পালা, তৃণ-লতা মানব-দানব, জীন-ফেরেশতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এক কথায় কোন কিছুই নবীজির রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়। আল্লাহ নিজের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র জগতের প্রতিপালক আর নবীজীর ব্যাপারে বলেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র জগতের রহমত। তাহলে বুঝা গেল, আল্লাহ যতগুলো জগতের প্রভু। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততগুলো জগতের রহমত। আর কতগুলো সৃষ্টি জগত রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। সুবহানাল্লাহ! এটাই হচ্ছে আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (২) আল্লাহ তা'আলা কালামুল্লাহ শরীফে বলেন– তিনি তাঁর মাহবুবকে মেরাজ করিয়েছেন। অর্থাৎ মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালেন দর্শন দেওয়ার জন্য। নূরানী ফিরিশতাদের সরদার হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে ফিরিশতাসহকারে পাঠালেন নবীজীকে স্বাগত জানানোর জন্য। জান্নাত থেকে বোরাক নামক বাহন পাঠালেন আরোহণের জন্য। নবীজি মা উম্মেহানীর ঘর হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস যান। সেখানে তিনি সমস্ত নবী-রাসূল নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। এর পর জিব্রাঈলকে সাথী করে সপ্ত আসমান দর্শন করে সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে জিব্রাঈল অপারগতা প্রকাশ করেন বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নূরী ফিরিশতাদের সরদার জিব্রাঈল যদি একচুল পরিমাণও অগ্রসর হই তাহলে ভস্ম হয়ে যাব। অথচ নূরুন্নবী অনায়াসে এগিয়ে যান। সত্তর হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করে লা-মকামে গিয়ে আল্লাহ পাক জল্লা শানুহুর দিদার লাভ করে কথোপকথন করেন এবং উম্মতের জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্যদিকে দেখুন! আল্লাহর জলিলুল কদর নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালাম প্রভূর নিকট আরজ করে বলেন– 'রাব্বি আরিনী' অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি আমাকে দর্শন দাও। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'লান তারানী' অর্থাৎ হে মুসা! তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না। আল্লাহ বলেন, যদি দেখতেই চাও তাহলে তুর পাহাড়ের দিকে দেখ। আল্লাহপাক পাহাড়ে একটু নূরের ঝলক দিলেন। সেটা দেখার সাথে সাথেই মুসা আলাইহিস সালাম বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং নূরের ঝলকে ওই পাহাড় পুড়ে ছাই (সুরমা) হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! এটাই হচ্ছে আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (৩) আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ ফরমান নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকেন। তিনি বলেন- হে ঈমানদারগণ! তোমরাও পূর্ণাঙ্গ আদব ও বিনম্র চিত্তে নবীর উপর দরূদ-সালাম পেশ কর। এমন একটা সময় ছিল যখন আল্লাহ



ব্যতিত কিছুই ছিল না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বিরাজমান ছিলেন। এভাবে কতকাল, কতযুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল তা আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, 'আমি ছিলাম লুকায়িত ভাণ্ডার'। কেউই আমাকে চিনতো না, জানতো না, অতঃপর তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূর থেকে নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করলেন। নবীজীর নূর হতেই তিনি সকল কিছু সৃজন করলেন। তাহলে দেখুন! প্রেরণ করার সময় শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করলেও তিনিই প্রথম। আর তখন থেকেই নবীর উপর দরূদ প্রেরণ চলতেই আছে। সুবহানাল্লাহ! এটাই হচ্ছে আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (৪) আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফে অন্যান্য নবী-রাসূলদেরকে নাম ধরে ডেকেছেন। যেমন- ইয়া মুসা, ইয়া ঈসা ইত্যাদি। নবী-এ দো জাহাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আজমত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- হে নবী! আমি আপনার যিকিরকে উচ্চকিত করেছি। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীকে সাবধান করে ঘোষণা করেন, 'তোমরা পরস্পর একে অপরকে যেভাবে ডাকাডাকি কর ঠিক সেভাবে আল্লাহর রাসূলকে ডেকো না। আর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছে উক্ত আয়াতের শ্রেষ্ঠ নমুনা। উক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ নবীজিকে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া নবীয়াল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ বলে সম্বোধন করতেন। কখনো বলতেন আমার পিতা-মাতা আপনার কদমে কুরবান। সুবহানাল্লাহ! দেখুন এটাই হচ্ছে আজমতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হাদীসের আলোকে

(১) হযরত আনস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- আদম সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত ও আজমতওয়ালা তথা মর্যাদাবান হলাম আমিই। এতে কোন অহংকার নেই (বরং শোকর) তিরমিযী শরীফ। (২) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; নবী-এ দো জাহাঁ ছাহেবে লাওলাক হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম একদা আমার নিকট এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পৃথিবীর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিচরণ করেছি, কিন্তু 'মুহাম্মদ' নামের আপনি একজনকে ছাড়া সর্বাধিক ফজিলতপূর্ণ কাউকে দেখিনি আর দেখিনি কোন গোত্র, যা বণী হাশেম থেকে শ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী শরীফ) (৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান আমি অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এতে আমার কোন অহংকার নেই। (বরং শোকর) (তিরমিযী শরীফ) ১৯৭৮ সালের শেষে দিকে মাইকেল এইচ. হার্ট নাম একজন আমেরিকান গবেষক সিদ্ধান্ত নেন যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বিশ্বে যত বিখ্যাত মানব জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের থেকে একশত সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব বাছাই করবেন। উল্লেখ্য যে, এ কাজটি ছিল খুব বেশি কঠিন ও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কয়েক হাজার লোকের জীবনী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ও যাচাই-বাছাই করে তন্মধ্যে এক'শ জনের জীবন কাহিনী লিখে তিনি 'দি হানড্রেড' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অথচ ওই কমিটির একজনও মুসলিম ছিল না সবাই বিধর্মী হওয়া সত্বেও একমত হতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সেরা মহামানব হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই গ্রন্থটিতে সর্বপ্রথম নবীজীর নাম মোবারক স্থান পেয়েছে। পরিশেষে আল্লামা শরফুদ্দিন বুসিরী (রা.) এর ভাষায় বলতে হয়, আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে যেই আজমত ও মর্যাদা দান করেছেন তা অন্য কোন নবী-রাসূলকে দেননি। তিনি আদম (আ.) এর পূর্ব থেকেও নবী ছিলেন এবং পৃথিবী লয় হওয়া পর্যন্ত নবী থাকবেন। এ ভূ-মন্ডলে যেখানে আল্লাহর প্রভূত্ব বিরাজমান থাকবে, সেখানে নবীজীর নবুয়াত ও রিসালতও বিদ্যমান থাকবে। এক কথায় নবীজী হলেন আজমত তথা মর্যাদার সূর্য আর নবী-রাসূলগণ হলেন নক্ষত্ররাজি। নক্ষত্র যেরূপ সূর্যের আলো নিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে নবীগণও তদ্রুপ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়াতের আলো দিয়েই মানবজাতিকে আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন। আমিন



মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া এর কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের বাংলা ১৪২২-১৪২৫ মেয়াদের ১ম বর্ধিত সভা আজ ১২ অক্টোবর'১৬ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফস্থ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৯:০০টায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের সভাপতি আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ও নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বর্ধিত সভা উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে সভার মূল কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)। সভায় স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের সহ সভাপতি আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। তিনি বলেন- "গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ হচ্ছে রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ। এই আদর্শ বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলে বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে এবং প্রত্যেক মানুষ পরকালীন শান্তি লাভ করবে। তাই এই আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে এই শান্তির বাণী পৌঁছানোর জন্য আহব্বান জানান।"



মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া কেন্দ্রীয় ১ম বর্ধিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ মোনাজাত পরিচালনা করেন- সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)



সভায় বিগত বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ এবং আগামী বছরের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সচিব জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব।

সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সকল কর্মকর্তাবৃন্দসহ কেন্দ্র, অঙ্গ সংগঠন, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, গাজীপুর, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, জেলা কার্যকরী সংসদ, খুলনা জেলা আহবায়ক কমিটি, আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা মহানগর এবং বিভিন্ন উপজেলা, থানা কমিটি ও সারা দেশের শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ ও খেদমত কমিটি সমুহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকীর পরিচালনায় মিলাদ ও জিকির শেষে সংগঠনের সার্বিক সফলতা, দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মুনাজাত পেশ করেন আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে বক্তারা বলেন- ইমাম হোসাইনের বংশের মাধ্যমে ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা থাকবে।

আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক আয়োজিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে বক্তারা বলেন-"হযরত ইমাম হোসাইনের বংশধরের মাধ্যমে ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা থাকবে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ইমাম হোসাইন (রঃ) এর বংশধর। এই বংশকেই আহলে বায়াত বলা হয়। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হচ্ছে ইমাম হোসাইন তথা আহলে বায়াতের বাগান।"

বক্তারা আরো বলেন- ইমাম হোসাইন এবং আহলে বায়াতের মুহাব্বত আমাদের ইমানের মাপকাটি। হযরত ইমাম হোসাইন নিজেকে কোরবানী দিয়েছেন তবুও অন্যায় অবিচারের নিকট মাথা নত করে নাই। সব সময় ইয়াজিদের অনুসারী মুসলমান নামধারী কিছু মুসলমান বিদ্যমান থাকবে। তাই শাহাদাতে কারবালার ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে- অন্যায়, অবিচার, ব্যাভিচার ও জুলুমবাজদের থেকে আমাদের ইমানকে হেফাজত করতে হবে। আর এ জন্য যুগে যুগে যারা আহলে বায়াতের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের ভালবাসা, মুহাব্বত এবং অনুসরন করতে হবে।

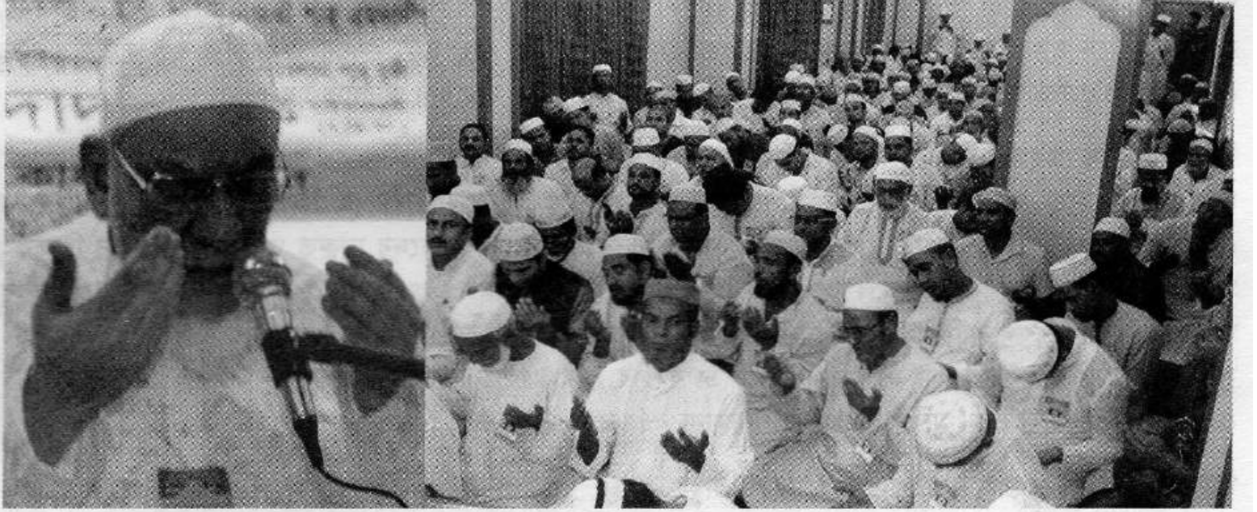
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফস্থ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে উক্ত শাহাদাতে কারবালা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। বিশেষ মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক এর এভিপি ও চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীম প্রতিনিধি মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুর।

কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের পরিচালনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হয়। মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, সাংগঠনিক



সম্পাদক এনামুল হক বাবুল, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, দপ্তর সম্পাদক আলী আজগর চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মহিউদ্দীন এনায়েত, আইন বিষয়ক সম্পাদক আবদুল মতিন ও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়াসহ কেন্দ্র, অঙ্গসংগঠন, চট্টগ্রাম জেলা, চট্টগ্রাম মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

সবশেষে মিলাদ, জিকির ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, শৃংখলা, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আখেরী মোনাজাত পেশ করা হয়।



শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন-সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া এর কর্মশালা ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে আজ ১১ অক্টোবর ২০১৬ মঙ্গলবার কর্মশালা ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এর সভাপতিত্বে পবিত্র কোরান তেলোয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় সচিব জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব। সভায় কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) সহ কেন্দ্র, জেলা, মহানগর ও আন্তর্জাতিক কার্যকরী সংসদের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তাগন সংগঠনের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

বিকাল ৩টায় থেকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে সকল জেলা ও মহানগরসহ আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহের অংশ গ্রহনে দপ্তরভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকীর পরিচালনায় মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।



সিলেট গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে পবিত্র মিলাদুন্নবী (সঃ) ও তরিকত মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় মহান ব্যক্তিত্ব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আবুল মুনির আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিলেট শহরতলী ইসলামপুর আলুতলস্থ খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে বিগত ২রা নভেম্বর ২০১৬ ইংরেজী রোজ বুধবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)'র সভাপতিত্বে বার্ষিক ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও তরিকত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক-আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী ছাহেব, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের-মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও শেখ শাকিল মাহমুদ সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) সিলেট-সুনামগঞ্জ জেলা উপজেলা কার্যকরী সংসদ মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ জেলার আওতাধিন শাখা দায়রা খেদমত কমিটি থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত, মুরিদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মাহ্‌ফিলে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাছুল (সঃ), শানে গাউছিয়া পাঠের পর মুরশিদে আজমের প্রেরিত লেখিত বক্তব্য পাঠ করেন- জনাব সেলিম আহমদ খান, লেখিত বক্তব্যের উপর আলোচনা ও জিকির পরিচালনা করেন- দারুত তায়ালীমের অধ্যক্ষ, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী। মাহফিলে দেশ-জাতি ও মুসলিম বিশ্বের শান্তি কামনা করে আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন-সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আবুল মুনির আবুল মোকাররম আলহাজ্ব মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)। পরিশেষে তবরুক বিতরণের মাধ্যমে মাহ্‌ফিলের কাজ সমাপ্তি করা হয়।



সিলেট মাইজভাণ্ডারী খান্‌কা শরীফে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও তরিকত মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন-
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)



মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে আখেরী চাহার সোম্বার উপলক্ষে পবিত্র খত্‌মে কোরআন শরীফ খত্‌মে বোখারী শরীফ অনুষ্ঠিত ।

মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে আখেরী চাহার সোম্বা মাহফিলে সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) বলেন- "আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) এঁর মুহাব্বতের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।"

"আল্লাহর রাসুল (সঃ) এঁর মুহাব্বতের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আল্লাহ্‌র অলিদের দরবার তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মানুষকে এই চরিত্রের শিক্ষা দিয়েগেছেন। তিনি মাইজভাণ্ডারী তরিকা প্রবর্তন করে মানুষের নৈতিক উন্নতির জন্য পথ উন্মোক্ত করে যান।" পবিত্র খত্‌মে কোরআন শরীফ, খত্‌মে বোখারী শরীফ ও খত্‌মে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সঃ) ও আলোচনা সভার সভাপতি আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এসব কথা বলেন।

প্রধান আলোচক মুফতীয়ে আহলে সুন্নাত শেরে মিল্লাত হযরতুলাজ্ব আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব বলেন- "আল্লাহ যে বান্দাকে কবুল করেন তাকে এলমে খিজিরী দান করেন। তার অন্যতম দলিল হচ্ছে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী।" তিনি আরো বলেন- "আল্লাহ রাসুল (সঃ) এঁর সুন্নত মোতাবেক মওলানা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী হচ্ছে গাউছুল আজম মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর দরবারের অনুমোদিত বর্তমান সাজ্জাদানশীন।" অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর আয়োজনে প্রতি বছরের মত আজ বুধবার আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষ্যে সকাল ৯টা থেকে দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণ খুলশীস্থ মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে পবিত্র খত্‌মে কুরআন শরীফ, খত্‌মে বোখারী শরীফ ও খত্‌মে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (সঃ) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে ঢাকা সহ চট্টগ্রামে শীর্ষ স্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরগণ অংশ গ্রহন করেন। বিশেষ করে আলহাজ্ব মওলানা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতী সৈয়দ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা খায়রুল বশর হক্কানী, আলহাজ্ব মওলানা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী, আলহাজ্ব মওলানা সোলায়মান আনসারী, আলহাজ্ব মওলানা আহমদ হোসাইন আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতি ইব্রাহিম আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা আবুল হাশেম শাহ, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবু তালেব, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী, মওলানা আনোয়ার হোছাইন, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রেজভী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুস শাকুর আনসারী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ খুরশিদ আলম, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ফজলুল হক ইসলামাবাদী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ রফিক আহমদ ওসমানী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব আনসারী, আলহাজ্ব মওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী, মওলানা আবুল এরফান হাশেমী, মওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ আনসারী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ফজলুল করিম, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইউছুফ আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, আলহাজ্ব ড. মওলানা আনোয়ার হোসেন, আলহাজ্ব মওলানা নুর মুহাম্মদ আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ নুরুল আমিন, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবদুছালাম শরীফী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মারফত নুর, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, আলহাজ্ব ড. মওলানা জাফর উল্লাহ, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ



জসিম উদ্দীন আবেদী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মোরশেদুল হক, আলহাজ্ব মওলানা জালাল উদ্দীন আল আযহারী, আলহাজ্ব মওলানা আবুল ইরফান মুহাম্মদ লোকমান, আলহাজ্ব মওলানা আবু আহমদ আযহারী, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বশিরুল আলম, মওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর, আলহাজ্ব মওলানা ফেরদৌস আলম আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আনোয়ারী, আলহাজ্ব মওলানা হারুনুর রশিদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতি এ বি এম আমিনুর রশীদ, আলহাজ্ব মওলানা মোতাহের উদ্দীন, সৈয়দ মোকাম্মেল হক শাহ, মওলানা মুহাম্মদ নঈমুল হক প্রমুখ।

জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ চট্টগ্রাম এর খতিব হজরাতুলহাজ্ব আল্লামা জালাল উদ্দীন আল কাদেরী এর মৃত্যুতে আজকের এই অনুষ্ঠানে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটি এর পক্ষ থেকে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়দ ফজলুল কাদেরসহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, অঙ্গসংগঠন, জেলা, মহানগর কর্মকর্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের সঞ্চালনায় সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক অনুমোদিত দারুত তায়ালীমের পক্ষ হতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী। মাহফিলে মিলাদ ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠ করেন আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন। আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন শেরে মিল্লাত আলহাজ্ব আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব।



খতমে কোরআন ও বোখারী শরীফ মাহফিলে উপস্থিত সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ও ওলামায়ে কেরামগণ।



মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে মাসিক তরিকত ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত

আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ), ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-এ বুধবার মাসিক তরিকত ও জিকির এবং ছেমা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব আহসানুল হক বাদলের পরিচালনায় মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) পাঠ এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলে কার্যক্রম শুরু করা হয়।

কেন্দ্রীয় দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, জনাব আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী মাহফিলে সাজ্জাদানশীন হুজুর কেবলার অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, মিলাদ ও জিকির এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন।

মাহফিলে আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, কেন্দ্রীয় অঙ্গ সংগঠন, চট্টগ্রাম জেলা, মহানগর, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সদস্যসহ অসংখ্য আশেক, ভক্ত ও মুরীদানগণ উপস্থিত ছিলেন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর চন্দ্র বার্ষিকী উপলক্ষে ওলামা ও দারুত তা'য়ালীম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ওলামা ও দারুত তা'য়ালীম সম্মেলনে সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) বলেন-
"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জিকিরের মাধ্যমে তজকিয়ায়ে নফ্ছ হাসেল হয়।"

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জিকির হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী তরিকার জিকির। এই জিকিরের মাধ্যমে তজকিয়ায়ে নফ্ছ হাসেল হয়। বিশুদ্ধ আত্মার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন হয়। তাই সকল দারুত তা'য়ালীম প্রতিনিধিদেরকে আত্মার উন্নতির জন্য নিয়মিত নামাজ আদায় করার পর পরিশুদ্ধভাবে জিকির চর্চা করার পরামর্শ দেন। গত ২৭ জিলক্বদ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর চন্দ্র বার্ষিকী ওরশ উপলক্ষে ওলামা ও দারুত তা'য়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এসব কথা বলেন।

উক্ত সম্মেলনে কুরআন হাদীসের আলোকে ওলামাগণ বলেন- আল্লাহ্‌র নেয়ামত আল্লাহ্‌র অলীদের মাধ্যমে বন্টন করা হয়। আল্লাহকে পেতে হলে আল্লাহ্‌র অলীর দরবারে যেতে হবে।

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এঁর অনুমোদনক্রমে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর অঙ্গ সংগঠন গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া ওলামা কমিটির উদ্যোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে সকাল ১১:০০টায় ওলামা ও দারুত তা'য়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ওলামা কমিটির সভাপতি হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ বদরুদ্দোজা এর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মওলানা আবু মুছার সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (দঃ) পাঠ ও শানে গাউছুল আজম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।



অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, এনামুল হক বাবুল, মোশাররফ হোসাইন, আলী আজগর চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহিউদ্দীন এনায়েত ও আবদুল মতিন উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ওলামা কমিটির সহ সভাপতি হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী, মওলানা মীর মুহাম্মদ মহিউদ্দীন নুরী, ডাঃ মুহাম্মদ জাফর, মওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মওলানা আলী আকবর মুন্সী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের এ এম কামাল উদ্দীন, জাহাংগীর আলম চৌধুরী, আবুল কাসেম, চট্টগ্রাম মহানগর, বিভিন্ন উপজেলা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তাবৃন্দ ও ওলামা কমিটির সদস্যগণ এবং সকল অনুমোদিত দারুত তা'য়ালীম প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৩:০০টায় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।



ওলামা ও দারুত তা'য়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মাসিক সভা আজ বাদে আছর খুলশী মহানগর কার্যালয় মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক জনাব আহসানুল হক বাদল এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জনাব আজম খান।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রমের মান উন্নয়নে গৃহীত এবং পেশকৃত প্রস্তাব সমূহ নিয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি জনাব সফিউল আলম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ, সংগঠনিক সম্পাদক জনাব দেলোয়ার হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাহাংগীর আলম খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক জনাব আই এইচ মুহাম্মদ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জনাব অধ্যাপক আহমদ কবির এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক জানব সফিউর রহমান সাইফু। পরিশেষে মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে মিরাজুন্নবী (স:) মাহফিল অনুষ্ঠিত।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ), ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-এ গত ০৪/০৫/২০১৬ ইং রোজ বুধবার, বাদ মাগরিব মাসিক তরিকত মাহফিল এবং পবিত্র মিরাজুন্নবী (স:) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, না'তে রাসুল (সঃ) পাঠ এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশন করা হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

সভপতির বক্তব্যে বলেন-"নামাজ হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মেরাজ। নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার দিদার নসিব হয়।" তিনি আরো বলেন- "আর আজ এই মহান দিনে আল্লাহর হাবীব সরকারে-দু-আলম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এই মহান নেয়ামত নিয়ে আসেন। তাই এই মেরাজের রজনী অত্যান্ত বরকতময় রজনী।"

মাহফিলে সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলা কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, মিলাদ, জিকির ও মুনাজাত পরিচালনা করেন জনাব আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী। সাজ্জাদানশীন হুজুর কেবলা (মঃজিঃআঃ) ছাহেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আয়না পরিস্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে সম্মূখের সমস্ত কিছু প্রতিবিম্বিত হয়। তদ্রুপ মানব অন্তর পরিস্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে খোদার গুন গরিমা, সত্য সত্ত্বা অলক্ষ্যেই আয়ত্ব হইয়া যায়।"

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, অঙ্গসংগঠন, জেলা, উপজেলা, মহানগর, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সদস্যসহ অসংখ্য আশেক, ভক্ত ও মুরীদানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আওলাদে রাসুল (স:), সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) এর অনুমোদনক্রমে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের সাথে চট্টগ্রাম মহানগরের আওতাধীন ৯টি থানা কার্যকরী সংসদের সাথে মত বিনিময় সভা গত কাল বাদ মাগরিব খুলশী মহানগর মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক জনাব আহসানুল হক বাদল এর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া।

সভায় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এঁর সঠিক আদর্শ মানব সমাজে তুলে ধরার লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় এবং সেই সাথে নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসকে সাংগঠনিক



মাস হিসাবে পালন, আগামী ২৭ রবিউল আউয়াল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল ও আগামী ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ১১১তম ওরশ শরীফ সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকল থানা কার্যকরী সংসদের সাথে মহানগর কার্যকরী সংসদ এই মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। সেই সাথে কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়। এছাড়া সকল থানা কমিটি নিজ নিজ আওতাধীন শাখা কমিটি সমূহের সাথে আলাদা প্রস্তুতি সভা করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের সভাপতি জনাব আজম খান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনিক সম্পাদক জনাব দেলোয়ার হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জাহাংগীর আলম খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক জনাব আই এইচ মুহাম্মদ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জনাব অধ্যাপক আহমদ কবির এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক জানব সফিউর রহমান সাইফুসহ সকল থানা কার্যকরী সংসদের সকল কার্মকর্তাগণ। পরিশেষে মিলাদ ও মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া নোয়াজিষপুর দায়রা শাখার শীত বস্ত্র বিতরণ

আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক পরিচালিত আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) নোয়াজিষপুর দায়রা শাখার উদ্যোগে গরীব ও হতদরিদ্র মানুষকে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। গত শনিবার সকালে রাউজানের নোয়জিষপুর দায়রা শাখা প্রঙ্গনে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়।

সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আলা উদ্দীন চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের কোষাধ্যক্ষ এ এম কামাল উদ্দীন, হাটহাজারী উপজেলা কার্যকরী সংসদের সহ সভাপতি নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, রাউজান উপজেলা কার্যকরী সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক খোরশেদুল আলম, হলদিয়া দায়রা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক উদ্দীন, রাঙ্গামাটি বনরুপা শাখার মুহাম্মদ পারভেছ উদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে নোয়াজিষপুর দায়রা শাখার কর্মকর্তা, আশ পার্শ্বের শাখার কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় হতদরিদ্র ও গরীব ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় তিনশতাধিক শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়। পরিশেষে মিলাদ ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি দুধমূখা শাখায় পবিত্র শাহাদাতে কারবালা মাহফিল অনুষ্ঠিত।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর তরীকা ও আদর্শ প্রচার প্রসারে গঠিত গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি দুধমূখা শাখা, দাগনভুঁইয়া ফেনী এর উদ্যোগে গত ২১ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখে শাখা কার্যালয় প্রাঙ্গনে শাহাদাতে কারবালা স্মরণে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জনাব সিরাজ উদ্দিন, সহ-সভাপতি, ফেনী জেলা কার্যকরী সংসদ। জনাব দেলোয়ার হোসেন লিটন এর সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রসুল (সঃ) পাঠ এবং



শানে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী পরিবেশন এর মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আলী আসগর চৌধুরী, দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজী সামসুদ্দোহা জীবন, সভাপতি নোয়াখালী জেলা কার্যকরী সংসদ, জনাব আতিক উল্লাহ সহ-সভাপতি নোয়াখালী জেলা কার্যকরী সংসদ, মওলানা আবদুল হাই আল হাসানী, মওলানা হাবিবুর রহমান যশোরী, মওলানা কাযী এ টি এম সরফুদ্দিন আল-হারুনী, এডভোকেট কাযী রবিউল হক রবি, কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম, জনাব আহসান উল্লাহ, সভাপতি, বসুরহাট শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ। মাহফিলে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেবের অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জনাব আবদুস সাত্তার বাবুল, দারুত-তায়ালীম এর সম্পাদক, ফেনী জেলা কার্যকরী সংসদ। মাহফিলে প্রধান আলোচক ছিলেন জনাব মওলানা আবুল মুনসুর, দারুত তায়ালীম সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ। বিশেষ আলোচক ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-হারুনী এবং মওলানা ক্বারী আবদুল মালেক সাহেব। আলোচকবৃন্দ শাহাদাতে কারবালার ঐতিহাসিক তাৎপর্যতার উপর মরতবাপূর্ন বক্তব্য পেশ করেন। মিলাদ শরীফ, তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠ, জিকির ও মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ঢালীপাড়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপিত এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর তরীকা ও আদর্শ প্রচার প্রসারে গঠিত আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ঢালীপাড়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে ০১/১২/১৬ইং তারিখে শাখা কার্যালয় প্রাঙ্গনে পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল উদযাপন করা হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত,নাতে রসুল (সঃ) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। সিতাকুন্ড উপজেলার আওতাধীন বিভিন্ন শাখার সদস্যসহ বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগণ এর উপস্থিতিতে মাহফিলে রসুলে করিম (সঃ) এঁর জীবন চরিত নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন হাটহাজারী উপজেলা কার্যকরী সংসদের দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধি জনাব মওলানা সালাউদ্দিন।

এ উপলক্ষে ঢালীপাড়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ কর্তৃক আয়োজিত বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন জনাব জাহেদ হোসেন নিজামী, সম্মানিত চেয়ারম্যান, ৪নং মুরাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মহীউদ্দিন এনায়েত, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সমাজ কল্যান সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম, সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদের সহ-সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম মুন্না, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব নাছির উদ্দিন, জনাব আবুল কালাম আজাদ ভুঁইয়া, ইউ পি সদস্য মুরাদপুর ৪ নং ওয়ার্ড। সিতাকুন্ড শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ এর দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধি জনাব মওলানা ইব্রাহীম নয়নের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব হানিফ মাহমুদ আকিব, সাধারন সম্পাদক সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদ। অনুষ্ঠানে আগত স্থানীয় জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন জনাব ডাঃ নুরুল ইসলাম চৌধুরী, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) এবং জনাব ডাঃ রাইসুল ইসলাম, এমবিবিএস, মেডিকেল অফিসার, হলি ক্রিসেন্ট হাসাপাতাল, চট্টগ্রাম। জনাব মওলানা আবুল বশর, সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদের দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধি এর পরিচালনায় মিলাদ জিকির ও মুনাজাত মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।



আমরা শোকাহত

* সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর বিশিষ্ট মুরিদান আলহাজ্ব কাজী জহুর আহমদ মেম্বার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)। ও

* আলহাজ্ব সামশুল আলম সওদাগর, সাবেক জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এবং

* সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব এঁর বিশিষ্ট মুরীদান, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালিমের প্রতিনিধি আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সভাপতি, প্রফেসর এম. এ. লতিফ, বরিশাল জেলার সম্মানিত সভাপতি, সেকান্দর আলী হাওলাদার, বরিশাল জেলার সম্মানিত সহ-সভাপতি, আবদুল হাই মেম্বার, বরিশাল জেলার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, আবদুল গণি বেপারী, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধি জনাব নজির আহমদ, আলহাজ্ব মওলানা মহিউদ্দিন আনছারী, সাবেক দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ; আলহাজ্ব মাস্টার ফরিদ আহমদ, সাবেক সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ; মুহাম্মদ আবু তাহের চৌধুরী, আইন বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, মোছাম্মৎ লুৎফুন্নেছা, সাবেক সভানেত্রী; শাহজান আলী ভূঁইয়া, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক-ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ, তাহাদের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।



আমরা শোকাহত!

শোক সংবাদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের-সর্ব সহিদুল ইসলাম রাড়ী, নরসিংহপুর শাখা, শরীয়তপুর। আছগর আলী হাওলাদার, চামটা দায়রা শাখা নেয়ামতি, বরিশাল। মোছাম্মত হোসনে আরা বেগম, দক্ষিন বীজবাগ শাখা, সেনবাগ, নোয়াখালী। মুহাম্মদ রুস্তম আলী হাওলাদার, রুপাতলী দায়রা শাখা, বরিশাল। আবদুর রব, দুধমূখা শাখা, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। মোছাম্মৎ রহিমা বেগম, মসজিদিয়া শাখা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। সাইফুল ইসলাম (নিশান),খিতাপচর দায়রা শাখা, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ মুসা, পূর্ব শাকপুরা শাখা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। মোছাম্মৎ হাছান বানু (লায়লার মা) তুলাতলী দায়রা শাখা, কুমিল্লা। মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, চাকফিরানী দায়রা শাখা, লোহাগাড়া। মোছাম্মৎ মনজুরা খাতুন, নোয়াজিষপুর দায়রা শাখা, রাউজান। জনাব মুহাম্মদ সৈয়দ চোকদার, নরসিংহপুর শাখা/ মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মালত, দঃ তারাবুনিয়া দায়রা শাখা,শরীয়তপুর। মোছাম্মৎ আম্বিয়া খাতুন, রুপাতলী দায়রা শাখা, বরিশাল। মুহাম্মদ আমির হোসেন, ফতেহপুর শাখা, সরাইল, বি.বাড়ীয়া। মুহাম্মদ নুরুল আফছার সিকদার, শাহারবিল শাখা, চকরিয়া। জনাব সেলিম আহমদ খাঁন এর মাতা, টিলাগড় শাপলাবাগ শাখা, সিলেট। আলহাজ্ব কাজী জহুর আহমদ মেম্বার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ। মুহাম্মদ আমির হোসেন ফকির, সাবেক সভাপতি, উদালিয়া শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ আবুল কালাম, সভাপতি, বোর্ড স্কুল ইমামনগর শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সদস্য, উদালিয়া শাখা দায়রা সংসদ। মুহাম্মদ শরীফ চোকদার, মোখলেছ প্রধানিয়া, মতি রাড়ী। আলী আহমেদ দেওয়ান, দঃ তারাবুনিয়া শাখা, শরীয়তপুর। হাজী বাদশা মিয়া সভাপতি, চরমুক্তারপুর শাখা, মুন্সীগঞ্জ। সালাহ উদ্দীন চৌধুরী, নরসিংহপুর শাখা, শরীয়তপুর। আবুল কালাম সওদাগর এর আম্মা, মরহুমা বিবি ফাতেমা, বাবুনগর-ইমামনগর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন খান সাহেব, দুধমুখা শাখা, দাগনভুঁইয়া, ফেনী। মুহাম্মদ সেকান্দর মিঞা চৌধুরী, উপদেষ্টা ধলই শাখা'র পিতা হাজী দেলা মিঞা চৌধুরী। আবদুল কাদের, সদস্য আউটফল শাখা, ঢাকা। মুছাম্মৎ রৌশন আরা বেগম : সরাইপাড়া শাখা, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ আবুল বশর : সাবেক সভাপতি, মুহাম্মদপুর শাখা, রাউজান। মুছাম্মৎ ফুলজান বিবি (মওলানা আলী আকবর মুন্সির মাতা) মুলাদী শাখা দায়রা, বরিশাল। আবু মিয়া : মহেষপুর দায়রা শাখা, কুমিল্লা। ইজ্জত আলী, সহ-সভাপতি, রাজৈ শাখা, ময়মনসিংহ, হারেছ মিয়া, সোহলা, দায়রা শাখা, সুনামগঞ্জ, আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে-

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।